ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 3 January, 2020 ■ আগরতলা, ৩ জানুয়ারী , ২০১৯ ইং ■ ১৭ পৌষ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে মহিলা সংক্রান্ত অপরাধ কমেছে, দাবি

বিধায়ক সুদীপকে সিদ্ধান্ত বদলের আবেদন আইনমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। রাজ্যের বর্তমান সরকারের প্রায় দুই বছরের সময়কালের মধ্যে রাজ্যে মহিলা সংক্রান্ত অপরাধ উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। পাশাপাশি বিভিন্ন অপরাধের ক্ষেত্রে সাজার হারও রাজ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই দাবি করে আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনকে নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে র‍্যালি প্রত্যাহার করার আবেদন জানিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস, সুদীপ রায় বর্মন তথ্যের ভিত্তিতে র‍্যালি প্রত্যাহার করে নেবেন।

আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের বর্তমান আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরে এ কথা বলেন আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি বিগত সরকারের শেষ দুই বছর (২০১৬ ও ২০১৭) এবং বর্তমান সরকারের দুই বছরে (২০১৮ ও ২০১৯) রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার তুলনা করে বলেন, ২০১৬ ও ২০১৭ সালে রাজ্যে মোট মহিলা সংক্রান্ত অপরাধ হয়েছিল ১৯৭৪টি। ২০১৮ ও ২০১৯ সালে তা কমে গিয়ে হয়েছে ১৯১৯টি। ২০১৬ ও ২০১৭ সালে ধর্ষণ মামলা হয়েছিল ২৪১টি, ২০১৮ ও ২০১৯ সালে কমে হয়েছে ২২৭টি। ২০১৬ ও ২০১৭ সালে শ্লীলতাহানির ঘটনা হয়েছে ৪৭৪টি আর ২০১৮ ও ২০১৯-সালে তা কমে হয়েছে ৪২৬টি। ২০১৬ ও ২০১৭ সালে রাজ্যে মহিলা নির্যাতনের ঘটনা হয়েছিল ৭৭৮টি। ২০১৮ ও ২০১৯-সালে তা কমে হয়েছে ৭১৯টি। তিনি আরও জানান, রাজ্যে বর্তমানে মামলা রেজিস্টারের সংখ্যাও বেড়েছে।

তিনি পরিসংখ্যান দিয়ে জানান, ২০১৬ সালে আই পি সি কেস রেজিস্টার হয়েছিল ৩৯৩৩টি, ২০১৭ সালে রেজিস্টার হয়েছিল ৪০৫৫টি। ২০১৮ সালে হয়েছিল ৫৪৫০টি এবং ২০১৯ সালে হয়েছিল ৫০৭১টি। মামলা রেজিস্টারের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হিসাবে তিনি জানান, মানুষের এখন পুলিশের প্রতি বিশ্বাস ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি প্রদেশ সভাপতি নির্বাচন আলোচনার জন্য রাজ্যে এলেনে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। রাজ্যে বিজেপির প্রদেশ সভাপতি বদল হয়নি। ডিসেম্বরেই প্রদেশ সভাপতি নির্বাচনের সূচী থাকলেও আপাতত তা পিছিয়ে গিয়েছে। কিন্তু, সভাপতি নির্বাচন নিয়ে বিজেপির শীর্ষ দুই নেতৃত্ব আজ মুখ্যমন্ত্রী তথা দলের প্রদেশ সভাপতি বিপ্লব কুমার দেবের সাথে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। বিজেপির রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদক ভূপেন্দ্র যাদব এবং সাধারণ সম্পাদক ওয়াই সত্যকুমার আজ মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি আবাসে বিপ্লব কুমার দেবের সাথে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেছেন।

সূত্রের খবর, সভাপতি নির্বাচন নিয়েই আলোচনার জন্য ওই কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রাজ্যে এসেছেন। বিপ্লব কুমার দেব ছাড়াও সভাপতির দৌড়ে যারা রয়েছেন তাদের সাথে তারা আলোচনা করেছেন। সূত্রের দাবি, বিজেপির নতুন প্রদেশ সভাপতি হিসেবে চারজনের নাম আলোচনায় এসেছে। তাদের মধ্য থেকেই একজনকে বেছে নেওয়া হতে পারে। তবে, প্রদেশ বিজেপি নির্বাচন নিয়ে রাজ্যে দলীয় হাওয়া বোঝার জন্যই দুই কেন্দ্রীয় নেতা রাজ্যে এসেছেন বলে দাবি সূত্রের।

নির্যাতন নিয়ে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে আওয়াজ

নারী শক্তি কাঁপাল আগরতলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় নারী নির্যাতন নিয়ে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে গর্জমান মিছিলে কাঁপল রাজধানী আগরতলা। স্বদলীয় বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণ ত্রিপুরায় নারী নির্যাতন ইস্যুতে ষড়যন্ত্র শুরু করেছেন, এই অভিযোগ এনে বিজেপি মহিলা মোর্চার প্রদেশ সম্পাদিকা সোমা মজুমদার আজকের মিছিলের ডাক দিয়েছিলেন। মিছিলে সকল অংশের মহিলা যোগদান করেছেন। বৃহস্পতিবারের মিছিলকে ঘিরে ঘণ্টাখানেক শহর আগরতলা অবরুদ্ধ ছিল।

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণ। কিন্তু তিনি বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন টাটা কালিবাড়িতে

চাঞ্চল্যকর নারী নির্যাতনের ঘটনায় মুখে কুলুপ এঁটেছিলেন। শুধু তা-ই নয়, নির্যাতনকারীদের মদতও দিয়েছিলেন তিনি। এই গুরুতর অভিযোগ এনে আজ সেদিনের নির্যাতিতা মহিলা বিজেপি মহিলা মোর্চার প্রদেশ সম্পাদিকা সোমা মজুমদার পাল্টা মিছিল ও সভার ডাক দিয়েছেন।

সোমা মজুমদারের বক্তব্য, ত্রিপুরায় পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে নারী নির্যাতনের ঘটনা অত্যধিক ছিল। কিন্তু এখন বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারের আমলে ক্রমশ তা হ্রাস পাচ্ছে। তার পরও বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণ আগামী ৩ জানুয়ারি নারী সংক্রান্ত ঘটনা রদ করতে রাজ্যের মহিলাদের স্বার্থে এক মিছিলের ডাক দিয়েছেন। সুদীপ রায়বর্মণের এই উদ্যোগের সমালোচনা করলেন শহরের টাটা কালিবাড়ির নির্যাতিতা সোমা মজুমদার।

বিজেপি মহিলা মোর্চার প্রদেশ সম্পাদিকা তথা টাটা কালিবাড়ির নির্যাতিতা সোমা মজুমদার বলেন, তৎকালীন সময়ে সুদীপ রায়বর্মণ বিরোধী দলের বিধায়ক হিসেবে থেকে রাজধানীর টাটা কালিবাড়ি এলাকার নির্যাতনের ঘটনায় কোনও সহযোগিতা করেননি। বরং, ওই সময় মামলা প্রত্যাহার করে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গাড়ির ধাক্কায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীর মৃত্যু উদয়পুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। বুধবার রাতে বাইক নিয়ে বাড়িফেরার পথে গোমতী জেলা হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় কোন অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ গেল গ্রামীণ ব্যাঙ্কে কর্মরত রাজিব মজুমদারের। তিনি কিল্লা রায়বাড়ি গ্রামীণ ব্যাঙ্কে রেগার পেমেন্টের কাজ করতেন। ঘটনাস্থল থেকে দমকল কর্মীরা গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে।

কিন্তু তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় রাতে রাজধানীর জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। জিবি হাসপাতালে আনার আধঘন্টার মধ্যে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি বলে জানান ভাই সুজিত মজুমদার। তার অকাল মৃত্যুতে পরিবারে শোকের ছায়া নেমে আসে।

জিরানীয়ায় বুধবার রাতে মর্মান্তিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চার এটিএম হ্যাকারের ছয় দিনের পুলিশ রিমান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যতম পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরায় এটিএম হ্যাকিঙের জাল ছাড়িয়ে পড়েছিল। ৭০ লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে নিয়েছিল হ্যাকাররা। সর্ববৃহৎ এটিএম জালিয়াতি কাণ্ডে চার হ্যাকারকে রাজ্যে আনতে সক্ষম হলো ত্রিপুরা পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখা। বৃহস্পিতবার তাদের আদালতে সোপর্দ করে ৭ দিনের রিমান্ডের আবেদন জানিয়েছিল সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চ। আদালত ৬ দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেছে। ওই চারজনকে কলকাতার বেলঘড়িয়ায় গ্রেফতার করেছিল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ।

প্রসঙ্গত, আগরতলা শহরের বিভিন্ন এটিএম হ্যাক করে ৭০ লক্ষাধিক টাকা লুটে নিয়েছিল হ্যাকাররা। ওই হ্যাকিঙে তুর্কির

বাসিন্দা হাকান জানবুরকান, ফেতাহ আলদেমির এবং দুই বাংলাদেশি নাগরিক মহম্মদ হান্নান ও মহম্মদ রফিকুল ইসলাম যুক্ত ছিল। অসমেও তারা এটিএম হ্যাকিং করেছিল। অসম পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশ জারি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধনবিলাস স্কুলের অব্যবস্থার জন্য অভিভাবকরা দায়ি করলেন শিক্ষকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি ।। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা-বিপ্লব নিয়ে যত কথাই বলুন না কেন, রাজ্যের শিক্ষা-ব্যবস্থা এখনও সেই তিমিরেই রয়েছে। এখনও এমন অনেক স্কুল রয়েছে যেখানে দিনের পর দিন শিক্ষকরা স্কুলে আসেন না, স্কুল প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে খোলা হয়, স্কুলের ছোট ছোট বাচ্চাদের নির্মমভাবে অত্যাচার করা হয়। এমনই এক স্কুল কৈলাসহর মহকুমার চন্ডীপুর ব্লকের অধীনে ধনবিলাস গ্রাম পঞ্চায়েতের চার নং ওয়ার্ডে অবস্থিত ধনিবলাস আরপিসি জেবি স্কুল।

চন্ডীপুর ব্লকের অধীনে ধনবিলাস গ্রাম পঞ্চায়েতের চার নং ওয়ার্ডে অবস্থিত ধনিবলাস আরপিসি জেবি স্কুলে চারজন শিক্ষক এবং একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী রয়েছে। স্কুলে মোট পয়ত্রিশ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। স্থানীয় গ্রামবাসীদের অভিযোগ, স্কুলের চারজন শিক্ষকের মধ্যে শুভেন্দু চাকমা ও উত্তম দে এই দু'জন শিক্ষক স্কুলে আসেন না। এমনকি মাসের পর মাস স্কুলে অনুপস্থিত। অথচ বেতন প্রতিমাসে ঠিকই পাচ্ছেন। গ্রামবাসীরা বলেন, শুভেন্দু এবং উত্তম এই দুই স্যারকে বিগত ছয় মাসের মধ্যে স্কুলে দেখা যায়নি। এছাড়া স্কুল প্রতিদিন সকাল সাড়ে সাতটায় খোলার কথা থাকলেও নির্ধারিত সময়ে খোলা হয় না।

প্রায় প্রতিদিনই সাড়ে আটটার পরে স্কুল খোলা হয়। এছাড়াও গ্রামবাসীরা আরও গুরুতর অভিযোগ করেন যে, স্কুলের মিড ডে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মরা গাঙে পাল তুলতে রাজ্যব্যাপী আন্দোলনে সামিল হচ্ছে কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। মরা গাঙে পাল তুলতে নবনিযুক্ত প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ ও নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে রাজ্য জড়ে বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে কংগ্রেস।

বৃহস্পতিবার আগরতলা কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র হরেকৃষ্ণ ভৌমিক। বিজেপির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার জনগণের চরম সর্বনাশ ডেকে আনছে বলে গুরুতর অভিযোগ এনেছেন কংগ্রেস মুখপাত্র হরেকৃষ্ণ ভৌমিক। তিনি বলেন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করতে সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হচ্ছে কংগ্রেস দল। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন প্রসঙ্গে কেন্দ্রের নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন তিনি ।

কেন্দ্রীয় সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতার জুড়ে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ করিয়ে তা আইনে পরিণত করিয়েছে। এ ধরনের আইন দেশ ও দেশবাসীর পক্ষে বিপজ্জনক বলে উল্লেখ করেন তিনি। এর বিরুদ্ধেও বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। শীঘ্রই এসব বিষয় নিয়ে রাজ্য ব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলার লক্ষ্যে জেলা ও মহকুমা ব্লক স্তরের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে বৈঠক করা হবে বলেও জানান। প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কর ফাকি দিয়ে আমদানি করা প্রচুর পণ্য বাজেয়াপ্ত চুড়াইবাড়িতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২ জানুয়ারি।। কর ফাঁকি দিয়ে ট্রেনযোগে রাজ্যে প্রবেশের পথে চুরাইবারি পুলিশের হাতে নদিয়াপুর স্টেশনে আটক প্রায় লক্ষাধিক টাকার করযুক্ত সামগ্রী।সাথে আটক করা হয় সামগ্রির মালিকেও।পরে বিক্রয় কর দপ্তরের হাতে করযুক্ত সামগ্রী ও মালিককে হস্তান্তর করে চুরাইবারি থানার পুলিশ।ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীর নির্দেশে চুড়াইবাড়ি থানার ওসি জয়ন্ত দাস সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা চুড়াইবাড়ি থানা এলাকায় লাগাতর অভিযান চালিয়ে আসছেন।

আজও অনুরূপ গোপন সূত্রের

ভিত্তিতে চুরাইবারি থানার ওসি জয়ন্ত দাস,এসআই বিনোদ দেববর্মা বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে নদীয়াপুর রেল স্টেশনে ওৎ পেতে বসে থাকেন।উনাদের সাথে অভিযানে নেতৃত্ব দেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাজীব সূত্রধর।তারপর শিলচর আগরতলা গামী যাত্রীবাহী ট্রেনে তল্লাশি চালিয়ে কর ফাঁকি দিয়ে আনা ৩ বস্তা ছিটকারির রাবার এবং ৪ কার্টুন গ্যাস লাইটের সিলিন্ডারের বোতল উদ্ধার করে পুলিশ।সাথে আটক করা হয় করযুক্ত সামগ্রীর মালিক দিপু দাসকে।পরে চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ বিপুল পরিমাণ কর ফাঁকি দিয়ে নিয়ে যাওয়া সামগ্রী ও মালিককে চুরাইবারি থানায় নিয়ে আসে।

এদিকে চুরাইবাড়ি থানার ওসি জয়ন্ত দাস জানান,উনারা গোপন সূত্রের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূর্ব দূর্জয়নগর স্কুলে দুস্কৃতিদের হানা, ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। পূর্ব দুর্জয়নগর হাইস্কুলে কতিপয় দুষ্কৃতি গত রাতে স্কুলঘরের দরজা জানালা ভাঙচুর করেছে। তবে, স্কুল থেকে কোন কিছু চুরি হয়নি। স্কুলের প্রধানশিক্ষিকা জানান, গতকাল দশম শ্রেণীর টেস্ট পরীক্ষার খাতা দেখানোর পর বিকেল ৪টা ২০ মিনিট নাগাদ তারা স্কুল থেকে যান। বৃহস্পতিবার সকালে প্রতিঃ বিভাগের প্রধান শিক্ষক এসে দেখতে পান দরজা ভাঙা। তখনই তিনি খবর দেন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকাকে। এ ব্যাপারে এয়ারপোর্ট থানায় পুলিশকেও জানানো হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করেছে। কে বা কারা ঘটনায় জড়িত যে সম্পর্কে সঠিক তথ্য না পেলেও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কদমতলার কিশোরী উদ্ধার করিমগঞ্জে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২ জানুয়ারি।। তেরো দিনের মাথায় অবশেষে বুধবার গভির রাতে ত্রিপুরা ও অসম পুলিশের যৌথ অভিযানে পাশ্ববর্তী রাজ্য অসমের করিমগঞ্জ জেলার কাঁঠালতলি গ্রামের এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে অবশেষে উদ্ধার হল অপহৃতা যুবতী। এই কান্ডটি দুটি ভিন্ন মেরুর দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘটে যাওয়াতে এ ঘটনা নিয়ে প্রথম থেকেই চাপের মুখে ছিল উভয় রাজ্যের পুলিশ।

কারন মুসলিম যুবকটি রাজ্যের বাসিন্দা হলেও হিন্দু যুবতীটি অসমের করিমগঞ্জ জেলার বাজারিছড়া থানাধীন কাঁঠালতলি পুলিশ ফাঁড়ির এলাকার।গত রাতে উক্ত যুবতীটিকে উভয় রাজ্য পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার সম্ভব হলেও অপহরণকারি মুসলিম যুবকটি পলাতক বলে পুলিশ জানিয়েছে।জানা গেছে গত উনিশ ডিসেম্বর তারিখে উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন কুর্তি রাজনগরের আব্দুল খালিকের পুত্র কাইসর রহমান(৩০) অসমের বাজারিছড়া থানাধীন কাঠালতলী এলাকার হিন্দু যুবতী টিনা পাল(১৯)(ছদ্মনাম)কে বিয়ে করবে বলে পরিবারের লোকদের চোখের আড়ালে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইন্দো-বাংলা সম্প্রীতির যৌথ উদ্যোগ, ১০ বছর বাদে ঘরে ফিরে গেলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তানসেন

আগরতলা, ২ জানুয়ারি (হিঃসঃ)।। দীর্ঘ ১০ বছর বাদে দেশে ফিরলেন তানসেন মিয়া। বাংলাদেশী ওই নাগরিক মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে আগরতলা আখাউড়া চেকপোস্ট দিয়ে এদেশে প্রবেশ করেছিলেন। তারপর তার খোঁজ পাওয়া গিয়েছে তামিলনাড়ুর কালপাক্কামে। গতকাল রাতে আগরতলায় আখাউড়া সীমান্তে পরিবারের সদস্যদের হাতে তাকে তোলে দেওয়া হয়েছে। এখন তিনি সুস্থ। তাই, এতকাল বাদে পরিবার এবং দেশে ফিরে অনুভূতি জানাতে চোখ ছলছল করছিল তার। দুই দেশের কূটনৈতিক স্তরের চেষ্টায় হারানো মানুষ ফিরে পেয়ে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা হারিয়ে ফেলেছিলেন তানসেন মিয়ার স্ত্রী মীনা বেগম। শুধু তার চোখেমুখে প্রিয়জনকে ফিরে পাওয়ার আনন্দ ফুটে উঠেছে। এর জন্য তামিলনাড়ুর এস্পায়ারিং লিভস স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকেও কৃতজ্ঞতা জানাতে ভুলেননি তাঁরা। অবশ্য, তানসেনের দেশে ফিরে যাওয়ায় ইন- বাংলা সম্প্রীতির এক নতুন অধ্যায় রচিত হয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

এস্পায়ারিং লিভস স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্য মনীশ কুমার পুরো ঘটনা তুলে ধরে জানান, মানসিক ভারসাম্যহীন নিখোঁজদের খোঁজে তাদের বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়াই আমাদের প্রধান কাজ। এখন পর্যন্ত এমন ১০৪ জন নিজের বাড়ি ফিরে যেতে পেরেছে। তিনি বলেন, ২০১৮ সালের অক্টোবরে তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরম জেলায় লিটল হার্টস হোমে গিয়েছিলেন। ওই হোম মূলত মানসিক ভারসাম্যহীনদের পরিচর্যা করে। সেখানেই তানসেন মিয়ার সাথে আমার দেখা হয়। মনীশের কথায়, তানসেনের সাথে কথা বলে বুঝতে পারেন তিনি বাংলা বুঝেন। তাই, তার সাথে বাংলাতে কথা বলার চেষ্টা করি। তাতে তিনি আমাকে ভরসা করে সমস্ত বিষয় জানান। মনীশ বলেন, তাঁর সাথে কথা বলেই জানতে পেরেছিলাম তানসেন মিয়া এদেশের নাগরিক নন। তিনি বাংলাদেশ থেকে এদেশে এসেছেন। কিন্তু তামিলনাড়ু কিভাবে পৌছেছে তা তিনি বলতে পারেননি। শুধু বলেছেন, আগরতলায় আখাউড়া সীমান্ত দিয়ে তিনি এপারে এসেছেন। তারপর একের পর এক ট্রেন বদল করে তিনি তামিলনাড়ু পৌছেছেন। মনীশ জানিয়েছেন, তানসেন নিজেই তার বাংলাদেশের ঠিকানা দিয়েছেন আমাদের। আমরা সেই ঠিকানায় খোঁজ করে তার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করেছি।

মনীশের দাবি, দিল্লিস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশন এবং ভারত সরকারের সহায়তায় তাকে দেশে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। কারণ, তিনি বেআইনিভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। তবে, ভারতে তাঁকে চিকিৎসা করা হয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গুণগত শিক্ষার ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। রাজ্যকে সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে গুণগত শিক্ষার প্রসার একান্ত প্রয়োজন। তাই ত্রিপুরায় নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গুণগত শিক্ষা প্রদানের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে কাজ করা হচ্ছে। এজন্য এনসিইআরটি পাঠ্যক্রম চালু-সহ রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। কারণ রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকার কোনও কিছুর সঙ্গে কখনও আপস করবে না। বৃহস্পতিবার মহারানি তুলসিবতী উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে তিনদিন ব্যাপী ৪৭-তম রাজ্যভিত্তিক বিজ্ঞান, অঙ্ক এবং পরিবেশ বিষয়ক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এ কথা বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে এনসিইআরটি পাঠ্যক্রম চালু করার ক্ষেত্রে বাধাদানের চেষ্টাও করা হয়েছিল। কিন্তু শিক্ষা দফতর খুব কম সময়ের মধ্যে সাফল্যের সঙ্গে এই পাঠ্যক্রম চালু করতে পেরেছে। ফলে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা এখন থেকে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করতে পারবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, ত্রিপুরায় গুণগত শিক্ষার প্রসারে এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দৃঢ় মানসিকতা তৈরি করার লক্ষ্যে শিক্ষা দফতর সারা রাজ্যে একই প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছে। রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের গুণগতমানের শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে একই ধরনের প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেওয়া একান্ত আবশ্যক ছিল। তিনি বলেন, ত্রিপুরা সরকার চায় আরও বেশি ছাত্রছাত্রী বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহী হোক এবং রাজ্যের পাশাপাশি দেশের নাম উজ্জ্বল করুক। রাজ্যে বর্তমান সরকার আসার পর বেশি সংখ্যায় ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় চালুর জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে এ বছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিজ্ঞান, জ্ঞান, শিক্ষা এই শব্দগুলির সার্থকতা তখনই আসবে যখন শিক্ষাব্যবস্থা সঠিক ব্যবস্থার মধ্যে থাকবে। বিগত সরকারের দীর্ঘ সময়কালে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা সঠিক ছিল না বলেই জাতীয় স্তরে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা সেভাবে সাফল্য পায়নি। তিনি বলেন, শিক্ষকরা হলেন মানুষ গড়ার কারিগর। গুণগত শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে শিক্ষকদের আরও বেশি করে দায়িত্ব নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠান মঞ্চে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ৮৫ ▫ ৩ জানুয়ারি ২০২০ইং ▫ ১৭ পৌষ ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

আর যেন খণ্ডিত না হয় ভারত

কালের বিবর্তনে অখণ্ড ভারত খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে। ইহা বড়ই হৃদয় বিদারক। পুরাতন ভারত যাহাতে টুকরো টুকরো হইয়া অকালমৃত না হয়, তাহা দেখিতে হইবে। বর্ষ শেষ এবং বর্ষারম্ভ এক অর্থে ক্যালেন্ডারের হিসাবমাত্র। কিন্তু তাহাকে একমাত্র অর্থ বলিলে মানুষের সৃষ্টি-সম্ভাবনার অমর্যাদা হয়। পুরাতন এবং নূতন বছরের সন্ধিক্ষণে দেশে দেশে অগণিত মানুষ নতুন করিয়া বাঁচিবার স্বপ্ন দেখেন, প্রতিজ্ঞা করেন, পরস্পরকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তাহার অনেকখানি নিশ্চয়ই লোকাচার, কিন্তু সেই আচারের বাহিরেও, বস্তুত তাহাল মধ্যেও, চেতনার এবং অবচেতনে, নিহিত থাকে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা, নিজেকে অতিক্রম করিবার আকাঙ্ক্ষা, জীর্ণ পুরাতনকে কালস্রোতে ভাসাইয়া নবজীবনের গান গাহিবার আকাঙ্ক্ষা। ইতিহাসের কোনও কোনও মুহূর্তে সেই আকাঙ্ক্ষা হইয়া উঠিতে পারে বিষম বিপদ সামলাইয়া বাঁচিবার শর্ত। ভারত নামক দেশটিতে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ সেষ হইয়াছে তেমনই এক বপন্ন মুহূর্তে। বিপদ তাহার উদার, বহুত্ববাদী, ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সত্তাটির। গণতান্ত্রিক ভারত সেই বিপদের মোকাবিলায় সফল হইবে, না আত্মসমর্পন করিবে? বর্ষশেষের ওই বাক্যটি যে দায়িত্ব নববর্ষের হাতে তুলিয়া দিয়া গিয়াছে, সেই দায়িত্বে অবহেলা করিয়ে ২০২০ খ্রিস্টাব্দের শেষে হয়তো আর 'দেখিতে হইবে' বলিবার সুযোগ থাকিবে না। কেবল মোকাবিলার দায়িত্ব নহে, তাহার পথের সন্ধানও জানাইয়া। গিয়াছে সদ্য-সমাপ্ত বছরটি। এক কথায় বলিলে, তাহা জনজাগরণের পথ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে দেশের বহু অঞ্চলে সাধারণ মানুষ, বিশেষত তরুণসমাজ সমবেত এবং সরব হইলে জনপরিসরের চেহারা এবং চরিত্র কীভাবে বদলাইয়া যাইতে পারে, ভারত তাহা নূতন করিয়া দেখিয়াছে। বুঝিয়াছে, 'নিরন্তর সতর্কতাই স্বাধীনতার মূল্য'—ছাত্রপাঠ্য বইয়ের পাতায় লিখিত এই বাণীর সার্থকতা সাহসী প্রতিস্পর্ধার সংগ্রামী অনুশীলনেই। আশার কথা, নাগরিক সমাজের বিভিন্ন সচেতন ও সংগঠিত গোষ্ঠী উত্তরোত্তর সরব এবং সচল হইতেছে, বিভিন্ন পরিসরে বিভিন্নভাবে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতেছে। তুলনায় রাজনৈতিক দলগুলির অধিকাংশের ভূমিকা এখনও নৈরাশ্যজনক। সনাতন ভারতের হৃদয়পুর বলিয়া পরিচিত রাজ্যগুলিতে বিরোধী রাজনীতির শিবিরে এখনও জড়তা, দ্বিধা। কংগ্রেস নামক প্রাচীন দলটির জরা ও ব্যাধির লক্ষণ ভয়াবহ রকম প্রকট, সমাজবাদী পার্টি বা বহুজন সমাজ পার্টির মতো আঞ্চলিক শক্তিগুলিও তথৈব। নাগরিক সমাজ সেই শাসকের মুখের উপর প্রতিবাদ জানাইতে অগ্রবর্তী, অথচ বিরোধী রাজনীতির নায়কেরা ভীত, সঙ্কুচিত, অথবা ক্ষুদ্র রাজনীতির হিসাবে মগ্ন! এই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী যখন বিরোধী ঐক্যের আহ্বান জানান, তখন সেই আহ্বানের পিচনে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন থাকিতেন পারে। কিন্তু, সূর্যকান্ত মিশ্ররাও মনে মনে জানেন, সেই যুক্তি দেখাইয়া তাঁহার বক্তব্যের গুরুত্ব অস্বীকার করিলেভুল হইবে, ঐতিহাসিক ভুল। বিরোধী ঐক্য এখন কেবল জরুরি নহে, অপরিহার্য। তাহাল জন্য এখনই একই মঞ্চে সমস্ত বিরোধী দলকে সমবেত হইয়া এক সুরে একই কথা বলিতে হইবে, এমন নহে। গত এক বা দেড় বছরে সঙ্ঘ পরিবারের অশ্বমেধের ঘোড়া রাজ্যে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে বিভিন্ন বিজেপি-বিরোধী দল তথা শক্তির নিকট ক্রমাগত প্রতিহত হইয়াছে। ইহা এককেন্দ্রক আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সফল প্রতিস্পর্ধা। নব জাগ্রত নাগরিক সমাজের সবল ভিত্তির উপরে এই যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজনীতির অনুশীলনের মধ্য দিয়াই হিন্দুত্ববাদী চিন্তা ও তাহার আশ্রিত রাষ্ট্রশক্তির মোকাবিলা সম্ভব। বস্তুত, তাহাই ভারতকে টুকরো হইবার এই বিপদ হইতে রক্ষা করিবার একমাত্র পথ।

কলকাতায় কোটি টাকার বেটিং চক্র,গ্রেফতার ১

কলকাতা, ২ জানুয়ারি (হি.স): কোটি টাকার বেটিং চলছিল বাইপাসের পাশের এক নামি পাঁচতারা হোটেলের সুইটে। আর সেই সুইট ভাড়া করে গোটা চক্র চালাচ্ছিলেন শহরের এক অভিজাত পরিবারের সদস্য। নাম সুনীল কুমার মুন্দ্রা। কলকাতা শহরে বসেই চলছিল কয়েক কোটি টাকার বেটিং চক্র। সুদূর অস্ট্রেলিয়ার টি-২০ লিগের উপর বাজি ধরে চলছিল খেলা। শেষমেশ পুলিশের কাছে ফাঁস হয়ে গেল জালিয়াতি। গ্রেফতার করা সুনীল কুমার মুন্দ্রাকে।

পুলিশ জানায়, বাইপাসের পাশের এক নামি পাঁচতারা হোটেলের জানায় সুইট ভাড়া করে চলছিল বেটিং চক্র। গোপন সূত্রে পুলিশের কাছে খবর আসে, শহরেরই এক অভিজাত পরিবারের যুবক সুনীলকুমার মুন্দ্রা এই চক্র চালাচ্ছে। শহরের নামজাদা ব্যবসায়ীরা লক্ষ লক্ষ টাকার বাজি ধরছে সেখানে। বুধবার রাতে সেখানে হানা দেয় কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের গুন্ডাদমন শাখা। হাতেনাতে ধরা পড়ে বেটিং চক্র। কয়েক জন পালিয়ে গেলেও চক্রের পাণ্ডা সুনীল কুমার মুন্দ্রাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তার বাড়ি লেকটাউনে। সেখান থেকে উদ্ধার হয় ১০টি মোবাইল, একাধিক ল্যাপটপ ও আরও কয়েকটি বৈদ্যুতিন গ্যাজেট। উদ্ধার হয় প্রচুর নগদ টাকাও। পলাতক সদস্যদের খোঁজেও তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, তার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০, ১২০ বি এবং গ্যাম্বলিং আইনের ৩/৪ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ধৃতকে এদিন আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানায় পুলিশ। বৃহস্পতিবার আদালতে তোলা হয় চক্রের পাণ্ডা সুনীল কুমার মুন্দ্রাকে। তার পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। সুনীল কুমার মুন্দ্রাকে জেরা করে এই বেটিং চক্রের বাকিদের খোঁজ মিলতে পারে বলেই মনে করছেন তদন্তকারী অফিসাররা।

ট্যাবলো বিতর্কে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যের মধ্যে সংঘাত আবার প্রকাশ্যে

কলকাতা,২ জানুয়ারি (হি.স): ট্যাবলো বিতর্কে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সংঘাত আবার প্রকাশ্যে এল। কয়েকদিন আগেই প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে কন্যাশ্রী সহ আরও যে ৩টি ট্যাবলোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল তা বুধবার খারিজ করে দেয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। এরপর শুরু হয় জোর বিতর্ক।

রাজনৈতিক মহলে অনেকে মনে করতে থাকেন, সিএএ এবং এনআরসির কারণে চলা কেন্দ্র ও রাজ্যের সংঘর্ষের ফলে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। এই ঘটনার পর কেন্দ্রের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে নামে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এবার কেন্দ্রের এই পদক্ষেপকে 'পক্ষপাতমূলক' বলে কটাক্ষ করে তৃণমূল। এই বিষয় নিয়ে তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় বৃহস্পতিবার অভিযোগ করেন, সিএএ এবং এনআরসির বিরোধিতা করায় পশ্চিমবঙ্গের উপর এমন পক্ষপাতমূলক আচরণ করছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। যদিও এই বিষয় নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক আগেই জানিয়েছে তাঁদের যুক্তি। তাঁরা জানায়, দু'দফায় পশ্চিমবঙ্গের ট্যাবলো প্রস্তাব খতিয়ে দেখেন সংশ্লিষ্ট কমিটির বিশেষজ্ঞরা। ভাবনা, ডিজাইন, প্যাকেজিং-এর উপর ভিত্তি করেই চূড়ান্ত ট্যাবলো বাছাই করা হয়েছে।

নানান রাজ্য ও কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল থেকে ৩২টি এবং বিভিন্ন মন্ত্রক থেকে ২৪ টি মোট ৫৬টি ট্যাবলোর প্রস্তাব দেওয়া হয়। যার মধ্যে মাত্র ২২টি ট্যাবলোকে বেছে নেওয়া হয়েছে বলে জানায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এর মধ্যে রয়েছে ১৬টি রাজ্যর এবং বাকি ছ'টি বিভিন্ন মন্ত্রক ও দফতরের। ২০১৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের ট্যাবলো যে প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত করা হয়েছিল, এবারেও একই প্রক্রিয়ায় নির্বাচন করা হয়েছে বলে জানায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এই সিদ্ধান্তকে পক্ষপাত বলে মনে করছেন বিরোধীরা।

ব্রিটেনের নির্বাচনেও ধর্ম ও রাজনীতির খেলা

পবিত্র রায়

সম্প্রতি ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচন সংগঠিত হল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গুরুত্বপূর্ণ এই নির্বাচনের দিকে নজর ছিল সারা বিশ্বের। হাউস অব কমন্স বা সংসদের নিম্নকক্ষের নির্বাচনে ব্রিটেনের মোট আসন সংখ্যা হল ৬৫০টি। গত চার বছরে এই দেশে নির্বাচন হয়েছে তিনবার। ২০১৫, ২০১৭ও ২০১৯ সালে। ব্রিক্সিট ইস্যুতেই দু'জন প্রধানমন্ত্রীকে বিদায় নিতে হয়। প্রথমে বিদায় নিলেন ডেভিড ক্যামেরন, এরপর বিদায় নিলেন থেরেসা মে, তারপর ক্ষতায় এলেন বরিস জনসন। এবার সেই বরিস জনসনই দলকে বিপুলভাবে জিতিয়ে নতুন করে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসলেন।

২০১৬ সালের মাঝামাঝি সময়ের নির্বাচনে ব্রিটিশ জনতা ব্রেক্সিট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য জনাদেশ দিলেও থেরেসা মে বেরিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা প্রস্তাব সংসদে পাশ করাতে না পেরে নৈতিকতার দোহাই দিয়ে পদত্যাগ করেন। এর আগে গণভোটে ব্রেক্সিটের পক্ষে জয় হওয়ার পর ডেভিড ক্যামেরন পদত্যাগ করেন। এই ক্যামেরন সাহেব একজন ব্রেক্সিটপন্থী বলে পরিচিত। এর আগের মন্ত্রিসভায় বরিস নিজে পাঁচবার চেষ্টা করেও ব্রেক্সিট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা পাস করাতে পারেননি। এবারের ব্রিটেনের ভোটে আমরা দেখতে পেলাম ধর্ম ও রাজনীতির চূড়ান্ত ও নগ্ন এক খেলা। না, আমাদের দেশের চাইতে কোনও অংশে সে খেলা কম ছিল না।

বরিসের বিজয়ী দল হল কনজারভেটিভ পার্টি বা রক্ষণশীল দল। উল্টো দিকে বিজিত দল হল লেবার পার্টি বা শ্রমিক দল, যার নেতৃত্বে ছিলেন জেরেমি করবিন-যিনি একজন বুদ্ধিদীপ্ত নেতা হিসেবে পরিচিত। প্রথম থেকেই জেরেমি করবিন কৃষ্ণাঙ্গ ও অভিবাসী ভোটকে একটু বেশিই তোল্লা দিচ্ছিলেন। মূলত মুসলিম ভোট তোল্লা দেওয়াই জেরেমি করবিনের প্রথম কাজ বলে লক্ষ্য করে লেবার পার্টি। নির্বাচনী প্রচার চলাকালীন লন্ডন ব্রিজে সন্ত্রাসী হামলা হল মুসলিম সন্ত্রাসবদী দ্বারা। জেরেমি করবিন এই হামলাকে ইস্যু করে মুসলিমদের আড়াল করে বললেন, 'সন্ত্রাসবাদেরজন্য দায়ী রাষ্ট্রে দায়িত্বজ্ঞাপহীন ভূমিকা। যথাযথ গণতান্ত্রিক ও মানবিক অধিকার নিশ্চিতের মধ্যে দিয়েই সন্ত্রাসের বিস্তার রোধ করতে হবে। আইএস দল থেকে বেরিয়ে আসা তরুণী শামিমা'র দায়িত্ব কি ব্রিটিশ সরকার নিতে পারত না? আর এইভাবে জেরেমি বামপন্থীদের কথা চালু রাখায় বরিস ও তার দলের অন্যান্য নেতাদের নিজ দল এবং জনগণের মধ্যে ইসলামফোরিয়া ছড়িয়ে দিতে সুবিধা হয়। ধীরে ধীরে ইসলামফোবিয়া এতটাই জনগণ। ও টোরি পার্টির মধ্যে ঢুকে গেল বা গ্রাস করে নিল যে একটা সময় বরিস জনসনকে দলে ইসলামফোবিয়ার বিষ থাকার জন্য ক্ষমা চাইতেও হয়। এমনকী স্কটিশ কনজারভেটিভ পার্টির মহিলা সাংসদ প্রার্থী ফ্লোর স্কারাবেলোকে মুসলিম-বিদ্বেষী বক্তব্য রাখার জন্য তাঁর প্রার্থীপদ বাতিল করতে হয়। নির্বাচনী প্রচার চলাকালীন কনজারভেটিভদের বিরুদ্ধে মুসমিল বিদ্বেষ ও লেবার পার্টির বিরুদ্ধে ইহুদি বিদ্বেষের অভিযোগে সরগরম

হয়ে উঠে ব্রিটিশ রাজনীতি। বরিসের জয়ের পর ব্রিটেনের একটি মুসলিম সংগঠন মুসলিম কাউন্সিল অব ব্রিটেন আশঙ্কা প্রকাশ করে। সংগঠনের সেক্রেটারি জেনারেলহারুন খান বলেছেন, 'বরিস জনসন নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছেন। তবে এতে দেশজুড়ে মুসলিমদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। ব্রিটেনের মুসলিমদের বিপক্ষে সিলামফোরিয়া বাড়বে। প্রসঙ্গত ২০১৭ সালের নির্বাচনে ব্রিটেনে একটি রাজনৈতিক দল ভোট ইস্তাহারে ব্রিটেনে হিজাব ও শরিয়া নিষিদ্ধ করার সওয়াল করে। কট্টর দক্ষিণপন্থী নাইজেল ফারাজ ও তাঁর দল ইউ কিপ ব্রেক্সিটপন্থী। কট্টরপন্থী এই দলের নেতা পল নাটাল ২০১৭ সালের ২৪ এপ্রিল লন্ডনে বলেন, 'এবার তাঁদের দলীয় ইস্তাহারে রয়েছে মুসলিম মহিলাদের বোরাখা ও নকাব নিষিদ্ধ করার প্রতিশ্রুতিক। বোরাখা ও নকাব ব্রিটিশ ঐতিহ্য সংস্কৃতির বাইরে। শরিয়া আইন বন্ধ করা হবে। ব্রিটেনের রক্ষণশীল ইহুদি সমাজে ধর্মীয় আদালত বা আইন আছে। অর্থাৎ ইসলামফোবিয়া এবারে নতুন নয়, আগে থেকেই ইসলামফোরিয়া রীতিমতো চলে, আসছে ব্রিটিনের সামগ্রিক সামাজিক পরিস্থিতির দিকে একটু প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। ২০১৮ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী ব্রিটেনে মোট জনসংখ্যা হল ৬.৬৪ কোটি। ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের দি সান পত্রিকার রিপোর্টে দেখা যায় ব্রিটেনে মুসলিম জনসংখ্যা ১৪,১৪,৯৯২ যেটা মোট জনসংখ্যার ১৬.৩ শতাংশ (পিউ রিসার্চ -২০০৮)। পরিসংখ্যান প্রদান করে দেখানো হয় ১৯৯১ সালে ব্রিটেনে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ৯,৫০,০০০ বা মোট জনসংখ্যার ১.৯ শতাংশ ২০০১ সালে ছিল ১৫,৪৫,৬২৫ বা মোট জনসংখ্যার ৩ শতাংশ ২০১১ সালে মুসলিম ছিল ২৭,০০,০০০ বা মোট জনসংখ্যার ৪.৮ শতাংশ। ব্রিটেনে আটটি অঞ্চল চিহ্নিত করা হয়েছে যেখানে মুসলিমরা কমবেশি জনসংখ্যার অর্ধেক। বেশিরভাগে বাংলাদেশি বসবাসকারী অধ্যুষিত পূর্ব লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটে মুসলিম জনসংখ্যা ৪৫.৬ শতাংশ। লন্ডন শহরের মোট জনসংখ্যা ৮৯০০০ ব্রিটেনের মোট জনসংখ্যার ১৩ শতাংশ বসবাস করেন লন্ডন শহরে। ২০১৬ সালে যুক্তরাজ্যের জাতীয় পরিসংখ্যানে ওএনএস-এর এক সমীক্ষায় যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরের মুসলিমদের অনুপাত দেখানো হয়। সেখানে বলা হয় ব্লাকবার্ন শহরে ২৯ শতাংশ মুসলমান, স্লগে ২৬শতাংশ, লুটনে ২৫.৭ শতাংশ, বার্মিংহামে ২৩ শতাংশ, লিসেস্টারে ২০ শতাংশ ও ম্যাঞ্চেস্টারে ১৮ শতাংশ মুসলিম আছে। ৭ মে ২০১৬-তে পাকিস্তানি বংশোদ্ভুত সাদিক খান লন্ডনের মেয়র হলে তাঁকে লেবার পার্টির নেতা জেরেমি করবিন বিজয় হিসেবে অন্যান্যরা চিহ্নিত করেন।

ব্রিটেনের অনেক কিছু বিষয়ে আলোকপাত করা হল। এবারমূল বিষয়ের অবতারণায় আসা যেতে পারে। প্রশ্ন হল, জেরেমি করবিন হেরে যাওয়ায় ও বরিস জনসনের দল জিতে বরিস জনসনকে ক্ষমতায় বসানোয় মুসলিম সংগঠন 'মুসলিম কাউন্সিল অব ব্রিটেন'-এর সেক্রেটারি জেনারেল হারুন খান হঠাৎ করে কেন বলতে গেলেন যে বরিসের জয়ে ব্রিটেনের মুসলমানদের মধ্যে আতঙ্ক বাড়বে? রাষ্ট্রগতভাবে সারা পৃথিবীতে সহনশীল দেশের অগ্রগণ্য বলে ব্রিটেনের পরিচিতি। সে দেশের সংবিধান দেশের নাগরিকদের সেই অধিকার দিয়েছে। আর সেই সংবিধানকে ছুঁয়েই বরিস জনসনকে শপথ গ্রহণ করতে হয়েছে। তাঁর পক্ষে সংবিধান হিসেবে শপথ নেওয়ার পর সংবিধান উল্লঙ্ঘন করা সম্ভব হতে পারে কি? সম্ভব নয়। তাছাড়া এবারে শপথ গ্রহণের আগেও তো কিছুদিনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর পদ সামলেছেন এই বরিস সাহেব। সামান্য সময়ের জন্য হলেও এই ক'দিনে বরিস সাহেব এমন কিছু করেননি যেটা সংবিধানের অন্তরায় হয় তথা মুসলিমদের বিপক্ষে অবামাননাকর কিছু হয়। তা সত্ত্বেও এত ভয় পেয়ে গেল কেন ব্রিটিশ মুসিমরা?

এবার ব্রিটেনের ওপর মুসলিম সন্ত্রাসবাদী দ্বারা আক্রমণের কিছু পরিসংখ্যানে চোখ বুলিয়ে দেখা যেতে পারে। ২০১৭ সালের জুন মাসের ৪ তারিখ ছিল রবিবার। বহু লন্ডনবাসী ও পর্যটক লন্ডন ব্রিজ ও বরো মার্কেট এলাকায় জড়ো হয়েছিল। স্থানীয় সময় রাত দশটায় রাজধানী লন্ডনের পৃথক দুই জায়গায় হামলা চালায় তিন হামলাকারী। এই হামলায় নিহত হয় ৭ জন ও আহত হয় ৪৮ জন। পুলিশের গুলিতে তিন আক্রমণকারীরও মৃত্যু হয়। এই হামলায় মারাত্মকভাবে আহত হন ব্রিটেনের সংবাদমাধ্যম সানডে এক্সপ্রেসের বিজনেস এডিটর জিওফ হো। বরো মার্কেট এলাকায় গাড়ি থেকে নেমে এসে তিন হামলাকারী এলাপাথাড়ি ছুরি চালাতে থাকে, লন্ডন ব্রিজে এই ব্রিজে এই গাড়িটি করেই পঞ্চাশ কিলোমিটার গতিতে মানুষ চাপা দিয়ে তারা এগিয়ে যায়। ২২ মার্চ, ২০১৭ তারিখে ওয়েস্ট মিনস্টারে গাড়ি চালিয়ে এক পুলিশ সহ পাঁচজনকে হত্যা করে সন্ত্রাসবাদীরা। একই বছরের ২২ মে, ম্যাঞ্চেস্টারে পপ-রক গানের কনসার্টে আক্রমণ ও বিস্ফোরণে আক্রমণকারীসহ ২৩ জনের মৃত্যু হয়।

৩০ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে 'পপুলার পোল' বলে একটি সমীক্ষাক সংস্থাকে দিয়ে 'হোপ নট হেট' নামক একটি সংগঠনের করানো সমীক্ষা রিপোর্টে জানা যায়, ব্রিটেনের ৪২ শতাংশ মানুষ মুসলিমদের ওপর কম আস্থা পোষণ করেন। ৫২ শতাংশেরও বেসি মানুষ বিশ্বাস করেন, সিলাম গোটা বিশ্বের জন্য হুমকি। প্রায় ২৫ শতাংশ মানুষ মনে করেন হিংসা ছড়ানোর ক্ষেত্রে বিপজ্জনক একটি ধর্মের নাম ইসলাম। বিশেষত বয়স্ক ব্যক্তিরাই অতিমাত্রায় ইসলাম বিদ্বেষী হয়ে উঠছেন। এক সমীক্ষাক দলের প্রধান রোসিয়ে কার্টার বলেন, সব বিষয়ে মুক্ত চিন্তা থাকলেও ব্রিটিশ সমাজে মুসলিমদের নিয়ে একটি নাক সিটকানোর বিষয় থেকেই গিয়েছে।

২০১৮ সালের মার্চ মাসে একটি খবরে জানা যায়, লন্ডনে চিঠি খুললেই দেখা যাচ্ছিল 'পানিশ এ মুসলিম ডে'। এই চিঠিতে বলা হয়েছিল, হিজাব টেনে খোলা বা মসজিদে হামলা চালাতে পারলে পুরস্কার দেওয়া হবে। মসজিদে অগ্নিসংযোগ অথবা বোমা বিস্ফোরণের আহ্বান জানানো হয় ওই চিঠিতে। শুধু ব্রিটেনে নয়, সৌদি আরবের মক্কা মসজিদের ওপর হামলা শর্তে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল এই চিঠিতে। এ বছরের অক্টোবর মাসের ১৬ তারিখের একটি খবরে জানা যায় 'ব্রিটেনে মুসলিমরাই বেশি বিদ্বেষের শিকার। দেখা গিয়েছে আগের বছরে, তুলনায় মুসলিম বিদ্বেষী হামলা ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৭-১৮ সালে নথিভুক্ত বিদ্বেষী হামলা ছিল ৯৮,১২১টি ২০১৮-১৯ সালে সেটা হয়েছে ১,০৩,৩৭৯টি। পুলিশের বয়ানানুযায়ী বেশিরভাগ হামলা ঘটেছে বর্ণ ও ধর্মীয় বিদ্বেশের কারণে। ধর্মীয় বিদ্বেষের হামলার মধ্যে ৩৫৩০ বার মুসলিম বিদ্বেষী হামলার ঘটেছে, যা মোট হামলার সংখ্যার ৪৭ শতাংশ ১৮ শতাংশ।

সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে,ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন এমন একটি বিল আনতে চলেছেন যেখানে প্রস্তাব রাখা হয়েছে সে দেশের কোনও সংস্থা, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান কিংবা রাজনৈতিক দল ইজরায়েলের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নিতে পারবে না। বিশেষ করে ইজরায়েলেকে বয়কট করার বিরুদ্ধে বিল আনতে চলেছেন বরিস। প্রসঙ্গত ব্রিটেনের বহু সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও শিল্পপতি ইজরায়েল নামক দেশটাকে বয়কট করে চলে। রবিসের এইমতো কথা বক্তব্য জানিয়েছেন তাঁর উপদেষ্টা এরিক পিবলস। তিনি আরও বলেন, 'ইজরায়েল বা ইহুদি বিদ্বেষী মানসিকতা ব্রিটেনের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পরিপন্থী। ব্রিটেনের সাম্প্রতিক নির্বাচনে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে, ব্রিটিশ নাগরিকরা ইহুদি বিদ্বেষী নন।

ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিবেদনে যেটা বলা হয়েছে, তাতে করে মুসলমানদের উৎকণ্ঠিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন সমীক্ষক সংস্থার রিপোর্টে সামাজিকভাবে যেটা দেখানো হয়েছে সেটাও কিন্তু মুসলিম বিরোধিতার বার্তা বহন করে। যদিও সবগুলোই মুসলিমদের বিপক্ষে দেখা যায়, তা সত্ত্বেও প্রশ্ন কিন্তু মুসলিমদের পিছু ছাড়ে না। বর্তমান ব্রিটেনের মুসলমান জনসংখ্যা ৬.৩ শতাংশ হওয়ার পর যেভাবে মুসলমানরা অমুসলিমদের ওপর বিদ্বেষ দেখিয়ে বিস্ফোরণ-ছুরিকাঘাত করে হত্যা করে চলেছে, সেটাও কি সমর্থন করা যায়? এইমত আতঙ্ক সৃষ্টি না করলে সহনশীল ব্রিটিশ সমাজ কি এতটা অসহনশীল হয়ে উঠত? মুসলমানরা নিজেদের অসহনশীলতা সহ্যকরতে না পেরে যেসব কাণ্ড ঘটাচ্ছে, সেগুলোই আরও অসহনশীল করে তুলছে সে দেশের ভূমিপুত্রদের—একথা মনে করা যেতেই পারে। মনে রাখা দর কার, ব্রিটেন ধর্মীয় কারণে শুধুমাত্র মুসলিমরা বিদ্বেষের শিকার নয়, সঙ্গে সঙ্গে বেশ ভালরকমের ইহুদি বিদ্বেষও বর্তমান। কিন্তু ইহুদিরা কখনই কনজারভেটিভ বা লেবার পার্টি জিতুক নিজেদের অস্তিত্বহীনতার ভয় করে না। তাঁরা ধর্মে যাই হোক না কেন, প্রকৃতভাবেই ব্রিটেনের নাগরিক হিসেবে পরিচয় প্রদান, করে—যেটা মুসলিমরা কখনোই করে না, তারা নিজেদের খোলস ত্যাগ করে বেরিয়ে আসতে চায় না।

এর আগেও তো বহুবার ক্ষমতার হাতবদল হয়েছে। তখন তো মুসলিমরা ভয় দেখেনি। লেবার পার্টি জিতলেও মুসলিমদের জন্য আলাদা কিছু বৃহত্তরভাবে করেয়ে, এমন প্রমাণও বিরল। তাহলে এবার কেন ভয়? মুসলিমরা মনে রাখলে ভাল করবেন, বরিস জনসন যে সংবিধান ছুঁয়ে শপথ করেছেন, সেটাকে কখনই অমান্য করতে পারবেন না। তবে একথাও অস্বীকার করা যায় না যে বরিস মাঝেমধ্যে আবেগপ্রবণ হয়ে এমন সব কথা বলে ফেলেন, যেটা সাধারণ মুসলিমদের ভয় বা আশঙ্কিত করার যথেষ্ট উপকরণ সরবরাহ করে। প্রসঙ্গত এই বরিস সাহেব এক সময় বোরখা পরিহিতা মুসলিম মহিলাকে ডাকবাক্সের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। তবে হ্যাঁ, বরিস জনসন জেতার ফলে আমেরিকার ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাত একটু শক্ত হলেও যে শক্ত হল সেকথা বলাই যায়। আর ব্রিটিশ মুসলিমরা যতদিন না খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসে ব্রিটিশ মনোভাবাপন্ন না হবে, ততদিন ধর্মদ্বেষী হিংসা কমার পরিবর্তে বাড়তেই থাকবে, তা সে যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন---একথা বলাই বাহুল্য। অপরদিকে বরিস জনসন যদি সত্যিই ব্রিটেনে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ চান, তাহলে আলটপকা মুসলিম বিরোধী মন্তব্য পরিবার করে কঠোর ও শক্ত হাতে প্রশাসনের হাল ধরলে ভাল করবেন। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বিজ্ঞানে নোবেল ২০১৯ঃ ফিরে দেখা

অনুভব বেরা

প্রতিবছর অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে দ্য রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি বিভিন্ন বিষয়ের জন্য নোবেল বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করে থাকেন ঐতিহ্য মেনে এবারও তা হয়েছে। এবছর (২০১৯) মোট ১৪ ব্যক্তি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। যার মধ্যে ৯ জন বিজ্ঞান বিভাগে। ভারতীয়দের প্রাপ্তি অর্থনীতিতে অভিজিৎ বিনায়ক বন্দোপাধ্যায়ের নোবেল........। দারিদ্র দূরীকরণে তার অর্থনীতির ভাবনা বিশ্বকে নতুন পথ দেকিয়েছে। অন্যদিকে বিজ্ঞান নোবেল সম্মানে সম্মানিত হলেন। তাঁদের আবিষ্কার খুলে দিয়েছে বিজ্ঞান প্রযুক্তি নয়া দিগন্ত। সেই বিষয় নিয়ে এবারের নিবন্ধ।

রসায়নে নোবেল জীবাশ্ম জ্বালানি বিহীন পৃথিবীর সন্ধানে.......... পৃথিবীতে শক্তি সংকট তীব্রত্তোর হয়ে উঠেছে। কয়লা বাড়ন্ত। তেলের ভাণ্ডার তলানিতে। পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার নিয়ে দ্বিমত আছে খোদ বিজ্ঞানীমহলে। সৌরশক্তির প্রভূত সম্ভাবনা থাকলেও সীমাবদ্ধতাও অনেক। তাছাড়া এর জনপ্রিয়করণে আমাদের উদ্যোগের ঘাটতি আছে। এই পরিস্থিতিতে বিকল্প শক্তি উৎস এবং শক্তিকে সঞ্চয়। উপায় কী হতে পারে তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণা চলছে গত শতাব্দীর গোড়া থেকে। এসেছে নানা ধরনের কৌশল। উদ্ভাবিত হয়েছে নানা যন্ত্রসামগ্রী। বিদ্যুৎশক্তি সাশ্রয় এসেছে এলইডি বাতি। এই বাতির উদ্ভাবকদের নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়েছে। এবার শক্তি সঞ্চয়ও জীবাশ্ম জ্বালানি বিহীন বিশ্ব গড়ার সন্ধানে লিথিয়াম ব্যাটারি আবিষ্কারকে স্বীকতি দিল সুইডিস নোবেল কমিটি। রসায়নে সিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি তৈরির জন্য এ বছর নোবেল প্রাইড পেয়েছেন জন বিগুডএনাফ (আমেরিকা) এম স্ট্যানলি উইটিংহাম (ব্রিটেন) এবং আকিরা ইরেশিনো (জাপান) দৈনন্দিন জীবনে লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারির বব্যহারও ব্যাপক। ল্যাপটপ থেকে বিদ্যুৎচালিত গাড়ি কিংবা আপনার হাতে মোবাইলের ব্যাটারি। সবই এখন লিথিয়াম আয়ন। একবার চার্জে দিলে শক্তি অনেকক্ষণ ধরে থাকে। বার বার চার্জও দেওয়া যায়। তবে এ জিনিস তৈরি হয়েছিল প্রথম সত্তরের দশকে গোড়ার দিকে। ইউটিংহ্যাম প্রথম সক্রিয় লিথিয়াম ব্যাটারি আবিষ্কার করেছিলেন সেই সময়। কিন্তু তাতে বিস্ফোরণের সম্ভাবনা এতটাই ছিল যে, তা ব্যবহার করার ক্ষেত্রেঅসুবিধা ছিল। ইউটিংহ্যামের আবিষ্কারের সূত্র ধরে গুডএনাফ পরে আরও শক্তিশালী ব্যাটারি আবিষ্কার করেন। ইয়োশিনো পরে শুদ্ধ লিথিয়ামের পরিবর্তে বাণিজ্যিকভাবে লিথিয়াম ব্যবহার করেন। সালটা ১৯৮৫। বাস্তব দুনিয়ায় বেশ ব্যবহারযোগ্য ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এই ব্যাটারি। পরিবর্তন আনে প্রযুক্তির ব্যবহার। সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি সঞ্চয়ে সক্ষম হওয়ায় বাঁচায় জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার।

পদার্থবিদ্যা ঃ মহাকাসের বিবর্তন ও নতুন গ্রহের সন্ধানে এই মকাশ কীভাবে বিকশিত হয়েছে? মহাবিশ্বের নিরিখে আমাদের এই প্রিয় গ্রহ পৃথিবীর অবস্থানই বা কেমন? মহাবিশ্বের বিস্তৃতিই বা কতটা?

দূরই এই সব প্রশ্ন নিয়ে প্রায় দু'দশক ধরে গবেষণার মাধ্যমে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডোমস পিবলস তৈরি করেছেন, সেই তত্ত্ব যা মহাবিশ্বের বিবর্তন নিয়ে আমাদের বুনিয়াদি ভাবনা চিন্তা তৈরি করতে শিখিয়েছে। এই কাজকে সম্মান জানিয়ে নোবেল কমিটি পদার্থ বিজ্ঞানে এ বছর নোবেল প্রাইজ দিল বর্ষীয়ান অধ্যাপক জেমস পিবলস্কে। পিবলসে্র মতে মহাবিশ্বের ৫ শতাংশ জানা আর অধ্যাপক জেমস পিবসল্কে। পিবলসে্র মতে মহাবিশ্বের ৫ শতাংশ জানা আর বাকি ৯৫ শতাংশ রহস্যময় ডার্কম্যাটারও ডার্ক এনার্জি দিয়ে মোড়া। এই রহস্য সমাধানই আধুনিক পদার্থবিদ্যার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

জেমস পিবলসে্র সাথে আরও দু'জন গতবছর পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পেয়েছেন। জেনিভা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই পদার্থ বিজ্ঞানী মাইকেল মেয়র ও দিদিয়ের কেলজ ১৯৯৫ সালে সৌর জগতের বাইরে প্রথম গ্রহের (এবেসাপ্লানেট) সন্ধান দেন। নাম দেওয়া হয়েছে ৫১ (পেসাসি বি/ তাতেই ভোল বদলে যায় মহাকাশ সংক্রান্ত গবেষণা। আজ এই আবিষ্কারের সূত্র ধরে চলছে বহির্বিশ্বে পৃথিবীর মতো বসবাসযোগ্য গ্রহ।

টিকিৎসাবিজ্ঞান কোষের অক্সিজেন সন্ধান... কীভাবে কো, গুলি অনুভূতি পায় এবং অক্সিজেনের উপলব্ধতার সঙ্গ খাপ খাইয়ে নেয়? অক্সিজেনের মাত্রা যখন কমতে থাকে তখন কোষগুলি একে মানিয়ে নেয় কোন কৌশলে? এই বিষয়গুলির ওপর আলোকপাত করে উইলিয়াম জি কেইনিল গ্রেগ এল সোমেনজা (দুইজনই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে) ও পিটার জে র‍্যাটক্লিফ (ব্রিটেন) এবছর চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার করেছেন তার শরীরবৃত্তির জন্য মৌলিক গুরুত্ব রয়েছে। রক্তাল্পতা, ক্যান্সার এবং অন্য রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নতুন কৌশলের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পথ প্রশস্ত করেছে।

সেমেনজা কাজ করেন জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটিতে। স্যার র‍্যাটক্লিফ কাজ করেন ফ্রান্সিস ক্রিয় ইনস্টিটিউটে আর উইলিয়াম কায়লিন হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলে। এই তিন বিজ্ঞানী দেখিয়েছেন কীভাবে অক্সিজেনের মাত্রার হেরফের হলে কোষ তার হদিস পায় ও সেই অনুযায়ী ঠিক করে পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর কৌশল। এতদিন জানা ছিল কোষ 'অক্সিজেনের অভাব দেখা দিলে লোহিত রক্তকমিকা তৈরি হওয়া বেনে যায়, এখন এরা দেখিয়েছেন এই সময় অক্সিজেন ঠিক কী ভূমিকা পালন করে। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বৃহস্পতিবার ৪৭তম বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধনী মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ অন্যান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

তেজপুরে ডাকাতদলের হাতে খুন গৃহিণী, লুণ্ঠন লক্ষাধিক নগদ টাকা ও বহুমূল্যের স্বর্ণালঙ্কার

তেজপুর (অসম), ২ জানুয়ারি (হি.স.) : ইংরেজি নতুন বছরের প্রথম দিন মধ্য অসমের শোণিতপুর জেলার তেজপুরে সংঘটিত হয়েছে এক লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড। ডাকাত দলের হাতে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে জনৈক গৃহিণীর। তিনি তিন কন্যা সন্তানের মা ২৬ বছরের রূপা দেবী। রূপাদেবীকে মেরে ডাকাতের দল লুটে নিয়েছে নগদ দু-লক্ষাধিক টাকা ও বহু স্বর্ণালঙ্কার। ডাকাতির ঘটনাটি সংগঠিত হয়েছে বুধবার রাত প্রায় দুই-আড়াইটে নাগাদ মহাভৈরব পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত ভিতরপরোয়া কালীমন্দির সংলগ্ন এলাকায়।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, গতকাল বুধবার গভীর রাত প্রায় দুই-আড়াইটে নাগাদ ভিতরপরোয়া কালীমন্দির সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা জনৈক অজিত পণ্ডিতের ঘরে ডাকাতের দল পড়ে। ডাকাতের দলটি তাঁদের ঘরে ঢুকে গৃহকর্তা অজিত পণ্ডিতকে মারধর করে তাঁর হাত দিয়ে স্টিলের আলমিরা খুলতে বাধ্য করে। আলমিরা খুলে দিতেই লকারের ভিতর থেকে ডাকাতরা লুটে নেয় নগদ প্রায় দুই লক্ষ টাকা এবং বহুমূল্যের স্বর্ণালঙ্কার। তখন অজিতের পত্নী রূপাদেবী বাধা দিতে গেলে ডাকাতের দল তাঁর ওপর সংঘবদ্ধভাবে হামলা চালায়। ডাকাতরা রূপাদেবীর গলায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে জবাই করে দেয়। ফলে ঘটনাস্থলে রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে লুটে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন গৃহিণী রূপা। ডাকাতদের হামলায় তাঁর স্বামী অজিত পণ্ডিতও জখম হয়েছেন।

ঘটনার খবর পেয়ে ভোরের দিকে মহাভৈরব ফাঁড়ি থেকে পুলিশের এক দল অজিত পণ্ডিতের ঘরে পৌঁছে। প্রাথমিক তদন্ত করে নিহত রূপাদেবীর মৃতদেহ উদ্ধার করে তেজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয় পুলিশ। এছাড়া আহত অজিত পাণ্ডেকেও চিকিৎসার জন্য সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ অজিতের বয়ান লিপিবদ্ধ করে তদন্ত শুরু করেছে।

এদিকে লোমহর্ষক ঘটনার জন্য পুলিশকে দায়ী করে বৃহস্পতিবার সকালে সানীয় ক্ষুব্ধ মানুষজন ঘটনাস্থলের সম্মুখবর্তী তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয় সড়কে অবরোধ গড়ে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেন। তাঁদের অভিযোগ, মহাভৈরব পুলিশের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার জন্য এ-ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ইতিপূর্বে এই এলাকায় বেশ কয়েকটি চুরি ও ডাকাতির ঘটনা সংঘটিত হলেও মহাভৈরব ফাঁড়ির পুলিশ উদাসীনতা প্রদর্শন করে চলেছে।

সড়ক অবরোধের খবর পেয়ে অবরোধসলে উপস্থিত হন তেজপুর সদর সার্কল অফিসার তথা প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট পঙ্কজ চমুয়া, শোণিতপুরের ডিএসপি ড় রশ্মিরেখা শর্মা। তিন দিনের মধ্যে ডাকাতের দলকে গ্রেফতার করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে, পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসনের আশ্বাস পেয়ে সড়ককে অবরোধমুক্ত করেন ক্ষুব্ধ জনতা।

সিএএ ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে স্বীকৃতি দিয়েছে বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ : বিদেশমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) এবং জাতীয় নাগরিকপঞ্জী(এনআরসি) যে ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় তা বিশ্বের সিংহ ভাগ দেশ মেনে নিয়েছে বলে জানাল বিদেশমন্ত্রক।

বৃহস্পতিবার বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রবীশ কুমার দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন, ভারত গোটা বিশ্বজুড়ে নিজেদের মিশনের (দূতাবাস) মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের কাছে সিএএ এবং এনআরসি সম্পর্কে অবগত করিয়েছে। কয়েকটি দেশ বাদ দিয়ে বিশ্বের সিংহভাগ দেশই বিষয়টিকে ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। ধর্মীয় কারণে নিপীড়িত হয়ে আসা উদ্বাস্তুদের নাগরিত্ব দেওয়াই এই আইনের মূল উদ্দেশ্য। কোনও ভারতীয়ের নাগরিকত্ব যে এতে যাবে না তাও সাফ জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। সিএএ-র সঙ্গে ভারতীয় সংবিধানের যে কোনও সংঘাত নেই তাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন রবীশ কুমার।

অসমে চালিয়ে যাওয়া এনআরসি সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন যে দেশের শীর্ষ আদালতের নির্দেশে এবং তত্বাবধানে এনআরসি কার্যকর করা হয়েছে অসমে। ফলে এটি পুরোপুরি ভাবে ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। ভারতে অবস্থিত বিভিন্ন দেশের দূতাবাসগুলিকেও এই বিষয়ে অবগত করানো হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে সংসদের উভয় কক্ষে পাশ হয়ে আইনে পরিণত হয়েছে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন। এই আইনের বলে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান থেকে আসা অমুসলমান উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

ঋত্বিক ঘটকের পৈতৃক ভিটায় ভারতের সহকারী হাইকমিশনার

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জানুয়ারী ০২।।আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের পৈতৃক আবাস ঘুরে দেখেছেন রাজশাহীতে নিযুক্ত ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার সঞ্জিব কুমার ভাটি। বুধবার দুপুরে রাজশাহী মহানগরীর মিয়াপাড়া এলাকায় ঋত্বিক ঘটকের পৈতৃক ভিটায় যান তিনি।

এসময় বিভিন্ন কক্ষ পরিদর্শন করেন সহকারী হাইকমিশনার। তবে কালজয়ী চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের পৈত্রিক আবাস প্রসঙ্গে গণমাধ্যমে কোনো কথা বলেননি তিনি। বললেন, এটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়। তাই বিষয়টি নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি।

এদিকে, রাজশাহীর সাংস্কৃতিক অঙ্গনের ব্যক্তিত্বরা রাজশাহী হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালকে অন্যত্র সরিয়ে ঋত্বিক ঘটকের পৈতৃক ভিটাকে জাদুঘর এবং চলচ্চিত্র কেন্দ্র করার দাবি তুলেছেন। বর্তমানে সেখানে রাজশাহী হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল হয়েছে। তবে ঋত্বিক ঘটকের স্মৃতি বিজড়িত কয়েকটি ঘর এখনও অবশিষ্ট আছে। তার পাশেই গড়ে উঠেছে কলেজের আধুনিক ভবন। এনিমি প্রোপার্টি হিসেবে এরশাদ সরকারের আমলে এই বাড়িটি তুলে দেওয়া হয়েছিল কলেজের হাতে। এরইমধ্যে বাড়ির অনেকটা অংশ ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। সম্প্রতি কলেজের সাইকেল গ্যারেজ তৈরির জন্য ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছিল আরও কিছু অংশ। এরপরই প্রতিবাদের ঝড় ওঠে সংস্কৃতিমনাদের মধ্যে। অবিলম্বে ভাঙ্গার কাজ বন্ধের দাবি জানিয়ে তারা জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেন। পরে রাজশাহী এবং ঢাকায় পালিত হয় মানববন্ধন কর্মসূচিও। এ নিয়ে ওপর বাংলা থেকেও প্রতিবাদ আসতে শুরু হয়। স্বনামধন্য ১২ জন চলচ্চিত্র পরিচালক ইতোমধ্যে বিষয়টি নিয়ে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন। এরপরই প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক রাজশাহীর জেলা প্রশাসককে কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দেন। নির্দেশনা মোতাবেক বর্তমানে কাজ বন্ধ রয়েছে। বর্তমানে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা নতুন করে জমিটির মাপজোখ করে দেখছেন। এরইমধ্যে ঋত্বিক ঘটকের পৈতৃক ভিটা পরিদর্শনে যান ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার। এ সময় ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটির সভাপতি ডা. এফএমএ জাহিদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র সংসদের সভাপতি সাজ্জাদ বকুল ও হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ আনিসুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

ভাটপাড়া পুরসভায় তৃণমূলের অনাস্থা প্রস্তাব খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট

কলকাতা, ২ জানুয়ারি (হি.স) : বৃহস্পতিবার ভাটপাড়া পুরসভায় তৃণমূলের অনাস্থা প্রস্তাব খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ফলে ভাটপাড়া পুরসভা পুনর্দখলে জোর ধাক্কা খেল শাসক দল। আজ অনাস্থা প্রস্তাব নোটিস খারিজ করে দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অরিন্দম সিনহা।

নতুন বছরের শুরুতে ভাটপাড়ার দাপট কায়েম নিয়ে তৃণমূল-বিজেপি চাপানউতোর নয়া মোড় নেয়। এদিন আস্থা ভোটে ১৯-০ ব্যবধানে জিতে ভাটপাড়া পুরসভা ‘পুনরুদ্ধার’ করে বলে দাবি করে তৃণমূল। বেআইনিভাবে আস্থা ভোট করানোর অভিযোগ তুলে এদিন ভোটাভুটিতে অংশ নেয়নি বিজেপি। তৃণমূলের আনা অনাস্থা প্রস্তাবকে চ্যালেঞ্জ করে বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় বিজেপি। বিজেপির আবেদনের মামলায় অনাস্থা প্রস্তাব খারিজ করে দেয় হাইকোর্ট।

৬ ডিসেম্বর ভাটপাড়া পৌরসভায় ১৮ জন তৃণমূল কাউন্সিলর পৌরপ্রধান সৌরভ সিংয়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেন। কিন্তু সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও আস্থাভোট হয়নি। তাই আস্থাভোট করার দাবি জানিয়ে ৩০ ডিসেম্বর তিন কাউন্সিলর পৌরসভার অর্থ দফতরের আধিকারিক অতনু ঘোষের কাছে আবেদনপত্র জমা দেন। সেই আবেদনের ভিত্তিতে আজ আস্থাভোট হয় ভাটপাড়া পৌরসভায়। এই ভোটে উপপৌরপ্রধান সোমনাথ তালুকদার সহ ১৯ জন কাউন্সিলর তৃণমূলের পক্ষে ভোট দেন। আর তাতেই জয়ী হয় তৃণমূল।

আজকের এই আস্থাভোটে উপস্থিত ছিল না বিজেপি। তাদের দাবি, ২০ জানুয়ারি পৌরপ্রধান অনাস্থা মিটিং ডেকেছেন। আর আজ তৃণমূল যে আস্থাভোট করেছে তা অবৈধ। ইতিমধ্যে তারা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। আজ দুপুর সাড়ে ১২ টায় বিচারপতি অরিন্দম সিনহার ঘরে মামলাটির শুনানি হয়।বিচারপতির নির্দেশে দুপুর দুটোর সময় আডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত আদালতে জানান যেখানে ১৫ দিনের মধ্যে মিটিং ডাকা নিয়ম, সেখানে তিনি কিভাবে ২০ জানুয়ারি তিনি অনাস্থা মিটিং ডাকলেন ? কোর্টে চেয়ারম্যান নিজেও মামলা করে আজকের মিটিং চ্যালেঞ্জ করেন নি ? আদালতে প্রশ্ন তোলেন কিশোর দত্ত।

যদিও মামলাকারীর পক্ষের বিজেপি আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য বলেন চেয়ারম্যানের নোটিসকে চ্যালেঞ্জ না করে কিভাবে তিন তৃণমুল কাউন্সিলর নতুন করে মিটিং ডাকলেন ? সরকার কেনই বা এই মামলা লড়ছেন। বিকেল ৪ টের সময় ফের শুরু হয় ভাটপাড়া পুরসভা মামলার শুনানি। যেখানে রাজ্যের আডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত বলেন, একজন পুরপ্রতিনিধি’র ভোট দেওয়ার অধিকারী। সেটা পুরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচন হোক বা অপসারণ। কিন্তু তাঁর সেই আইনি অধিকার নেই যে নির্বাচিত চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে পারেন বা চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। তিনি আরও বলেন চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার পর নির্বাচিত চেয়ার ম্যান একটি মিটিং করবেন সেটা চিঠি পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে। সেই সময় টাও পেরিয়ে গেলে সে ক্ষেত্রে ভাইস চেয়ারম্যান একটি নোটিশ জারি করতে পারেন সেটার মেয়াদ ৭ দিন। সেই সময়টাও যদি পার হয়ে যায় তাহলে তিন জন কাউন্সিলর চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে পারেন। এবং ১৫ দিনের মধ্যে নির্বাচন করতে পারেন যা ভাটপাড়া পুরসভা ক্ষেত্রে করা হয়েছে এই বিষয়ে একাধিক মামলায় রায় আদালতের কাছে তুলে ধরেন তিনি।

এদিন সকাল থেকে ভাটপাড়া পুরসভায় ঘিরে ছিল কড়া নিরাপত্তা। মোতায়েন করা হয়েছিল প্রচুর পুলিশও। ভোট শেষে সবুজ আবির খেলায় মেতে উঠেছিল তৃণমূল কাউন্সিলাররা । ভাটপাড়া পুরসভায় ৩৫ আসনের মধ্যে একটি আসন ছিল সিপিএমের। বাকি ৩৪ আসনের মধ্যে ১৮ জন কাউন্সিলর তৃণমূলের সঙ্গে রয়েছেন । বাকি কাউন্সিলর বিজেপির ।বৃহস্পতিবার বিজেপির কোনও কাউন্সিলর ভোট দিতে আসেননি। ফলে ১৯-০ ভোটে ভাটপাড়া পুরসভা পুনর্দখল করে শাসক দল।এদিন কলকাতা হাইকোর্টে বেশ কিছুক্ষণ সওয়াল-জবাবের পর বিচারপতি অরিন্দম সিনহা বলেন, গত ডিসেম্বর মাসে ভাটপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে যে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়, তা বেআইনি। তা খারিজ করা হচ্ছে। এরপর রাজ্যের পুর আইন অনুযায়ী সমস্ত প্রক্রিয়া এগোবে।

সিএএ বোঝাতে তৃণমূলের পাল্টা ময়দানে নামল বিজেপির মহিলা মোর্চা লকেট চট্টোপাধ্যায়

দুর্গাপুর, ২ জানুয়ারি (হি. স.): ”২০০৫ সালে মমতা ব্যানার্জী সিএএর জন্য সরব হয়েছিলেন। তখন সরকারে আসার জন্য সিএএ র দাবীতে লড়াই করেছিলেন। এখন তার সরকার চলে যাওয়ার জন্য, উনি চাইছেন এই আইনটা যেন লাগু না হয়। তিনি বুঝে গেছেন, তার সরকার ২০২১ চলে যাবে।” বৃহঃস্পতিবার দুর্গাপুরে মহিলা মোর্চার সম্মেলনে এসে এভাবেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিঁধলেন বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়।

প্রসঙ্গত, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন অর্থাৎ সিএএ আইন হওয়ার পর থেকে রাজ্য রাজনীতি সরগরম। সিএএ ঠেকাতে পুরোদমে ময়দানে নেমেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যে জেলায় জেলায় মিটিং মিছিল পদযাত্রা শুরু করেছেন তিনি। এদিকে তৃণমূলের পাল্টা আসরে নামল বিজেপির মহিলা মোর্চা। সিএএ সম্পর্কে বিভ্রান্তি কাটতে জনতার দরবারে যাওয়ার কর্মসুচী নিল বিজেপির মহিলাকর্মীরা। বৃহঃস্পতিবার সারা রাজ্যের সঙ্গে দুর্গাপুরে বিজেপির মহিলা মোর্চার কর্মশালা করল রাজ্য নেতৃত্ব। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সভানেত্রী তথা সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়, বিজেপির পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি লক্ষন ঘড়ুই প্রমুখ। কর্মশালা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল সরকারের সমালোচনায় সরব হন। তিনি বলেন,’ সিএএ আইন হয়ে গেছে। তাতে স্পষ্ট বলা আছে ভারতের নাগরিকদের জন্য এই আইন নয়। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান থেকে আসা শরনার্থীরা নাগরিকত্ব পাবে। সেটাকে তৃণমূল রাজ্যজুড়ে ভুল বোঝাচ্ছে। বিভ্রান্তি করছে মানুষকে। তাই মহিলা মোর্চা বাড়ী বাড়ী সিএএ নিয়ে প্রচার করবে। মানুষের বিভ্রান্তি কাটাবে।’ এদিন তিনি আরও বলেন,’ ২০০৫ সালে মমতা ব্যানার্জী সিএএ র জন্য সরব হয়েছিলেন। তখন সরকারে আসার জন্য সিএএ র দাবীতে লড়াই করেছিলেন। এখন তার সরকার চলে যাওয়ার জন্য, উনি চাইছেন এই আইনটা যেন লাগু না হয়। তিনি বুঝে গেছেন, তার সরকার ২০২১ চলে যাবে।” দত্তপুকুরের ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন,’ হায়দ্রাবাদ, ইউপিতে ধর্ষনের ঘটনায় মমতা ছয়ের পাতায়

গোটা দুনিয়ার কাছে অনুপ্রেরণার প্রতীক ডিআরডিও : প্রধানমন্ত্রী

বেঙ্গালুরু, ২ জানুয়ারি (হি.স.) আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারত কোন স্থান অর্জন করবে তা এই দশকেই দেখা যাবে। ইয়াং ইন্ডিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ পাল্টে দেবে। বৃহস্পতিবার বেঙ্গালুরুতে ডিআরডিও-র এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনই জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

১৩০ কোটি ভারতবাসী জীবনকে সুরক্ষিত এবং সহজতর বানানোর গুরুদায়িত্ব পালন করে চলেছে ডিআরডিও। শুধুমাত্র ভারতে নয়, গোটা পৃথিবীর কাছে অনুপ্রেরণার প্রতীক এই সংস্থা বলে জানিয়েছেন তিনি।

এদিন প্রধানমন্ত্রী ডিআরডিও-র তত্বাবধানে পাঁচ ইয়ং সায়েন্সটিস্ট ল্যাবের উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি জানিয়েছেন, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পাঁচটি ল্যাব(পরীক্ষাগার) স্থাপনের প্রস্তাব গুরুত্ব সহকারে ভাবনা চিন্তা করে বেঙ্গালুরু, কলকাতা, চেন্নাই, হায়দরাবাদ এবং মুম্বইয়ে কাজ চলছে। আগামী একদশকে ডিআরডিও-র স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা কি হবে। সেই বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়াটা একান্ত জরুরি।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ডিআরডিও-তে সব থেকে ভাল মাথাগুলি কাজ করে। উদ্ভাবনে সঙ্গে কাঁধের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে চলতে আগ্রহী সরকার। দেশবাসী এবং সীমান্তের নিরাপত্তার জন্য ভবিষ্যতে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের স্বার্থে এই ক্ষেত্রে বিনিয়োগ একান্ত জরুরি। নিউ ইন্ডিয়া গড়ার জন্য ডিআরডিও-কে গুরুদায়িত্ব নিতে হবে। সামরিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারতের স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য ডিআরডিও-কে নতুন ভাবনা নিয়ে আনতে হবে। ডিআরডিও নিরন্তন গবেষণা এবং প্রচেষ্টা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

ত্যাগ, বলিদান, সহনশীলতা, প্রেমের পথ দেখিয়েছেন গুরু গোবিন্দ সিং : আরএসএস

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি (হি.স.) : দশম শিখগুরু গোবিন্দ সিং-এর ৩৫৩ তম জন্মজয়ন্তীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)।

তাঁর ত্যাগ, বলিদান, সহনশীলতা এবং প্রেম থেকে দেশবাসী অনুপ্রাণিত।

বৃহস্পতিবার নিজেদের ট্যুইটবার্তায় আরএসএস তরফে লেখা হয়েছে, ‘সর্বশ্রদ্ধেয় শ্রী গুরু গোবিন্দ সিংজির প্রকাশ উৎসবে সকল দেশবাসীকে অভিনন্দন। গুরু গোবিন্দ সিংজির দেখানো ত্যাগ, বলিদান, সহনশীলতা, ভালবাসার পথে চলার সঙ্কল্প সকলের নেওয়া উচিত।

তাঁর জীবন ও আদর্শ আমাদের সকলের জন্য প্রেরণার স্রোত।’ এর আগে গুরুজিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ প্রমুখ।

উল্লেখ করা যেতে পারে, মুঘল সাম্রাজ্যের দমনপীড়ন নীতির বিরুদ্ধে শিখদের সংঘবদ্ধ করে সশস্ত্র ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন।

প্রবল প্রতাপশালী মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছেন। মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিজের সন্তানদের এগিয়ে দিয়েছিলেন। সোয়া লক্ষ সেনার বিরুদ্ধে এক বীরের লড়াইয়ের তাঁর রণহুঙ্কার আজও প্রাসঙ্গিক। বর্তমান প্রজন্মকে তাঁর এই রণহুঙ্কার উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত করে।

মোদী সরকার কাজ করে দেখায় না : অমিত শাহ

নাগপুর, ২ জানুয়ারি (হি.স.) : শুধুমাত্র উন্নয়নে বিশ্বাসী মোদী সরকার। বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্রের নাগপুরে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কংগ্রেস আমলের সঙ্গে বর্তমান বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের তুলনা টেনে তিনি বলেন, কংগ্রেসের আমলে এক সরকার ভূমিপুজো করত, দ্বিতীয় সরকার এসে তা নিয়ে কাজ করত, আর তৃতীয়টি এসে সেটির উদ্বোধন করত। কিন্তু বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার শুধুমাত্র উন্নয়নে বিশ্বাসী।

বর্তমান সরকার যে প্রকল্পের ভূমিপুজো করে সেটির উদ্বোধনও করে থাকে।

এদিন নাগপুরে রাজনগরে অবস্থিত ন্যাশনাল ফায়ার সার্ভিস কলেজের নতুন ক্যাম্পাসের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অমিত শাহ জানিয়েছেন, স্বাধীনতার পর থেকেই দেশের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বিপর্যয় মোকাবিলা এবং অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গী ভাবে একে অপরের প্রতি সম্পর্কিত। অগ্নিনির্বাপণ রাজ্যের এক্তিয়ার ভুক্ত। কোথাও এটি পৌরনিগমের অধীনে থাকে। ফলে যে ভাবে উন্নয়ন প্রয়োজন ছিল সেই ভাবে কোনও উন্নয়ন হয়নি। এদিন এনডিআরএফের চারটি নতুন ব্যাটিলিয়ন তৈরির ঘোষণা করেন অমিত শাহ।

অমিত শাহ জানিয়েছেন, কংগ্রেসের শাসনকালে নাগপুরে ১৯৫৬ সালে ন্যাশনাল ফায়ার সার্ভিস কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। এই সংগঠনের বিস্তারের জন্য রাজনগরে জমি অধিগ্রহণও করা হয়। কিন্তু জমিটি জবর দখল হয়ে যায়। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। দেশের সার্বিক উন্নয়ন যেমন শহরের বিকাশ সেখানে এই দুই ক্ষেত্রের গুরুত্ব অপরিসীম।

মালদায় লরির ধাক্কায় মৃত স্কুল পড়ুয়া

মালদা, ২ জানুয়ারি (হি. স.) : মালদার ইংরেজবাজারের রথবাড়ি এলাকার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক স্কুল পড়ুয়ার। বৃহস্পতিবার দুর্ঘটনাটি ঘটে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই স্কুল পড়ুয়ার নাম মাসুমা ইয়াসমিন (১৫)। সে মালদা গার্লস হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। দুর্ঘটনায় আহত ওই স্কুল পড়ুয়ার বাবা ফজলুল ইসলাম(৫২) এবং মা নার্গিস বিবি(৪২) বর্তমানে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার তদন্তে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে স্কুল ছুটির পর বাবা-মায়ের সঙ্গে মোটরবাইক করে বাড়ি ফিরছিল মাসুমা। সেই সময় রথবাড়ি পেট্রোলপাম্প সংলগ্ন ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে বেপরোয়া গতিতে আসা একটি লরি পিছন থেকে মোটরবাইকটিকে ধাক্কা মারে। বাইক থেকে নীচে পড়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পান মাসুমা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। আহত অবস্থায় তার বাবা-মাকে ছয়ের পাতায়

বাংলাদেশ-ভারত শীর্ষ নেতাদের মধ্যে রয়েছে সুসম্পর্ক : বিদেশ সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জানুয়ারী ০২।।প্রতিবেশীদের সঙ্গে সব সময় চ্যালেঞ্জ থাকে। সেই চ্যালেঞ্জ নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে চান বিদেশ সচিব মাসুদ বিন মোমেন। বুধবার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন। বিদেশ মন্ত্রণালয়ে ডিপ্লোম্যাটিক করেসপন্ডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ (ডিক্যাব) সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন বিদেশ সচিব মাসুদ বিন মোমেন। সচিব হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম দিন এই মতবিনিময়কালে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপ করেন।

প্রতিবেশী দেশ ভারতের এনআরসিতে বাংলাদেশে প্রভাব জানতে চাইলে মাসুদ বিন মোমেন বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিবেশীদের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ থাকে। সেই চ্যালেঞ্জ নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে চাই। কানাডা-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আবার যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকোর সঙ্গে সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ রয়েছে। অনেক দেশের সঙ্গেই এমন চ্যালেঞ্জ রয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ-ভারত দু’দেশের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে রয়েছে সুসম্পর্ক। আজও বাংলাদেশ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তবে এনআরসি নিয়ে আমরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি। এটা ভারতে যে অশান্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তা অনেকটাই কমে এসেছে। মাসুদ বিন মোমেন বলেন, নতুন বছওে বিদেশ মন্ত্রণালয়ে আরো গতি আনতে চাই। এই বছর মুজিববর্ষ রয়েছে। আগামী বছর স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি হবে। এছাড়া রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় আমাদের অনেক কিছু করণীয় রয়েছে। বুধবার বিদেশ সচিব হিসেবে দায়িত্ব নেন মাসুদ বিন মোমেন। তিনি এর আগে রাষ্ট্রসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বিদেশ ক্যাডারের ১৯৮৫ ব্যাচের কর্মকর্তা। মোমেন এর আগে ইতালি, জাপানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। এছাড়া তিনি নিউইয়র্ক, নিউ দিল্লি, কাঠমান্ডু ও ইসলামাবাদের বাংলাদেশ মিশনে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। রাষ্ট্রসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন শেষে প্রায় একমাস আগে তিনি ঢাকায় এসে বিদেশ মন্ত্রণালয়ে যোগ দেন। এসময় থেকে তিনি বিদেশ মন্ত্রণালয়ের সচিব (এশিয়া-প্যাসিফিক) হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।

শীতের সকালে ভবঘুরেদেরকে পিঠে খাওয়ালেন যুবক

ক্যানিং, ২ জানুয়ারি (হি.স.) : শীত মানেই নলেন গুঁড়, মোয়া, পিঠে আরও কত কি? শীতের দিনে এই সব সুস্বাদু মিষ্টি প্রায় প্রতিটি বাঙালির ঘরেই রসনা নিবারণ করে। কিন্তু যাদের ঘর নেই তাদের ইচ্ছে কিভাবে চেখে দেখবেন তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না। সেই সমস্ত ভবঘুরেদেরকে এই শীতকালীন সুস্বাদু মিষ্টির স্বাদ দিতে তাই উদ্যোগী হলেন এক যুবক। ফারুক আহমেদ সরদার নামে ওই যুবক নতুন ইংরেজি বছরের দ্বিতীয় দিনের সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং বাজার এলাথাকলেও উপায় হয়না। দুবেলা দুমুঠো খাবার জোগাড় করা যাদের কাছে কষ্টের, তারা এই সমস্ত মিষ্টি কা ঘুরে ঘুরে ভবঘুরেদের হাতে তুলে দিলেন পাটিসাপটা, জয়নগরের মোয়া, নলেন গুঁড়ের রসগোল্লা সহ আরও বিভিন্ন ধরনের শীতকালীন মিষ্টি। শীতকালে সকলেরই মন চায় রুএকটু ভালমন্দ খেতে। কিন্তু এই ভবঘুরেদের কথা কেউ ভাবে না। সেই বিষয়টি উপলব্ধি করেই ফাক এই উদ্যোগ নিয়েছেন। সারা বছর ধরে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কাজ করে থাকেন বছর পঁয়ত্রিশের এই যুবক। তিনি বলেন, “ বছরের প্রথম দিন অনেককেই দেখেছি বিভিন্ন ধরনের ভালোমন্দ খেতে। নলেন গুঁড়ের রসগোল্লা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের পিঠে পুলি খেয়ে এই শীতকালকে স্মরণীয় করে রাখছেন অনেকেই। কিন্তু এই সমস্ত ভবঘুরে মানুষগুলো যারা দুবেলা দুমুঠো খেতে পাননা, তাদের কাছে এসব অলীক কল্পনা। তাই আমি একটু চেষ্টা করলাম ওদের জন্য”। শীতের সকালে এই ধরণের মিষ্টি হাতে পেয়ে খুশি ওই ভবঘুরেরা।

হরেকরকম
হরেকরকম
হরেকরকম

বসে কাজ করা আমাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি

ডেস্ক জবগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায় একটানা অনেকক্ষণ বসে থাকার কারণে দৈহিক বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে। বিভিন্ন ধরনের ব্যথা থেকে শুরু করে আভ্যন্তরীণও নানা সমস্যা হয়ে থাকে। আসুন জেনে নিই বিপজ্জনক এই সমস্যাগুলো সম্পর্কে।
ডায়াবেটিস কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ এবং কম বয়সে মৃত্যুঝুঁকি --- এক গবেষণায় উঠে এসেছে যে দীর্ঘ সময় বসে থাকার ফলে শতকরা ১০০ ভাগই ডায়াবেটিসে আক্রান্ত, কার্ডিওভাসকুলার বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হ্যয়ার সম্ভাবনা থাকে। কেননা অনবরত বসে থাকার ফলে শারীরিক ব্যায়ামের সুযোগ হয় না ফলে দেহের বিভিন্ন উপাদানের সার্বিক সমন্বয় ঘটার সুযোগ হয় না। এর ফলে একজন ব্যক্তির কম বয়সে মৃত্যুঝুঁকিও বাড়িয়ে দিতে পারে। বিপাক ক্রিয়া ধীর করে ছেলে--- দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার ফলে দেহে চর্বি জমে। কেননা নড়াচড়াহীন অনবরত বসে থাকার ফলে হজমে বা বিপাক ক্রিয়াতে ধীর গতি চলে আসে। আর পর্যাপ্ত শারীরিক ব্যায়ামের অভাবে দেহে অতিরিক্ত চর্বি জমে। এর ফলে বিভিন্ন ধরনের রোগে দ্রুত আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। নারীদের দেহে ডায়াবেটিসের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় গবেষণাটিতে দেখা গেছে দীর্ঘক্ষণ বসেথাকার ফলে ৪০ বয়োসোর্ধ নারীদের দেহে ডায়াবেটিসের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে সহায়তা করে।
কেননা পর্যাপ্ত শারীরিক অনুশীলনের সুযোগ তারা পান না এ কারণে নারীদের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটি দেখা দেয়। গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণে বাঁধা অনবরত বসেথাকলে দেহের মধ্যে থাকা গ্লুকোজের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয় না। গবেষণাটিতে দেখা যায় যে ২০ মিনিট বসে থাকার পরে যদি ২ মিনিট উঠে হালকা হেঁটে আসা যায় তাহলে এই সমস্যাটি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে তা সম্ভব হয় না বলেই দেহের ভেতরে গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণে বাঁধার সৃষ্টি করে। হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা দুই ঘন্টার বেশি স্কিনের সামনে বসে থাকলেই হাঁট অ্যাটাক হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে এবং ৪ ঘন্টার বেশি স্কিনের সামনে বসে থাকা মৃত্যু ঝুঁকি ঘটাতে পারে বলে গবেষণায় উঠে এসেছে। কমবয়সে মৃত্যুঝুঁকি আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটির ১৯৯২ সালে একগবেষণায় দেখা গেছে যেপ্রায় ১০০০০০ জন মানুষের অকালে প্রাণ গেছে শুধুমাত্র তারা প্রতিদিন ৬ ঘন্টার বেশি সময় বসে সময় পার করতে বলে। শারীরিক ব্যায়ামের অভাবে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে কম বয়সে মৃত্যুঝুঁকিতে পড়ছেন এমন বহু তরুণরা। ব্রিটিশ স্পোর্টস মেডিসিন জার্নালের একজন সম্পাদক বলেন সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যায় যে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার কারণে শারীরিক বিভিন্ন ধরনের নড়াচড়া হয়ে থাকে না। ফলত স্থূলতা বৃদ্ধি, অনিয়ন্ত্রিত গ্লুকোজ, ডায়াবেটিস, হজমক্রিয়ায় সমস্যা বিভিন্ন কার্ডিওভাসকুলার রোগ, ক্যান্সার এমনকি মাতৃজনিত বিভিন্ন রোগের সঞ্চার হয়ে থাকে।

স্বাস্থ্যের জন্য চরম ক্ষতিকর অভ্যাস

আপনি কি জানেন আপনি যখন প্রতিবার একটি টিস্যু পেপার জোরে সোরে নাক ঝাড়েন, তখন আপনার নাকের কি পরিমাণ অভ্যন্তরীণ ক্ষতি আপনি নিজের হাতে নিজের অজান্তে করে থাকেন। এই রকম নানা ধরনের কাজ যেগুলো আপনি অভ্যাসবশত প্রতিদিনই করে থাকেন, যেগুলো শরীরের জন্যে মারাত্মক ক্ষতিকর। আপাতদৃষ্টিতে এগুলো তেমন গুরুতর মনে না হলেও পরবর্তীতে এগুলো নানা ধরনের শারীরিক সমস্যার জন্ম দিতে পারে। জেনে নিন এমনই কয়েকটি ক্ষতির অভ্যাসের কথা।
হাত দিয়ে চোখ ঘষা/রগড়ানো— সকাল বেলা ঘুম থেকেই উঠে আমাদের অনেকেরই চোখ রগড়ানোর অভ্যাস আছে। ধোঁয়া, কান্না, চোখে কিছু পড়লে অথবা এমনিতেও অনেক সময় ক্লান্তি কাটাতে আমরা হাত দিয়ে চোখ রগড়ে থাকি। এবং এটি বেশ চাপ দিয়েই করে থাকি আমরা। আপনি কি জানেন, এই অতিরিক্ত ও অসতর্ক চাপের ফলে ঘষা খেয়ে আপনার চোকের ভেতরের নার্ভ অচল হয়ে যেতে পারে, এর ফলে প্রাথমিকভাবে চোখে জল আসতে পারে ও এটি আপনার রেটিনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। বার বার এটি করার ফলে আপনি অন্ধ হয়ে যেতে পারেন। আর লেন্স পরা থাকলে এটি আরো ভয়াবহ হতে পারে। চোখ ঘষার অভ্যাস ত্যাগ করুন, আর করতেই হলে সাবধান, আলতোভাবে করুন।
পায়খানা-প্রস্রাব আটকে রাখা— অনেক সময় অনেকেই পায়খানা প্রস্রাব আটকে রাকেন। এটির ফলাফল হতে পারে ভয়াবহ। পায়খানা প্রস্রাব আটকে রাখার ফলে এটি আপনার মূত্রথলি, কিডনি ও অন্যান্য স্থানে সংক্রমণ ঘটায়। তাই প্রকৃতির ডাকে সাড়া না দিয়ে আপনি কেবল অল্প সময়ের জন্যই অস্বস্তিতে থাকেন না বরং দীর্গমেয়াদি অসুখ সহ নষ্ট হয়ে যেতে পারে আপনার কিডনিও।
ব্রণ খোঁচানো—
আর্দ্র আবহাওয়া, দূষণের ফলে একটু আধটু ব্রণ সবারই হয়। নিয়মিত যত্নে সেরে যায় এমনিতেই। কিন্তু অনেকেই ব্রণ হলে নখ দিয়ে খুঁচিয়ে পরিষ্কার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এতে যতটা না পরিষ্কার হয় তার চেয়ে আপনি নিজের নখের ময়লাটাই ঠেলে ঢুকিয়ে দেন আপনার ত্বকের গভীরে। এর ফলে সংক্রমণ হতে পারে আর যে দাগ তৈরি হয়, তা চিরস্থায়ী কালো গর্তে পরিণত হতে পারে।
বাইরের পোষাকেই ঘুমিয়েপরা— অফিস বা ক্লাস সেরে বাইরে থেকেএসে অনেকেই আলসেমি করে বাইরের পোশাকেই ঘুমিয়ে পড়েন। পরে হয়ত গুম থেকে উঠে স্নান করে ঘরের পোশাক পরেন। কিন্তু এই সময়টুকু আপনি দিচ্ছেন ঘাম ও দূষণের কারণে আপনার গায়ে ও পোশাকে লেগে থাকা জীবাণুদের বংশবৃদ্ধির জন্যই। এর পলে আপনার দীর্ঘমেয়াদি চর্মরোগ হতে পারে।
সারাক্ষণ হেডফোনে গান শোনা---সারাক্ষণ হেডফোনে গান শোনাটা আপনার অভ্যাস হয়ে থাকে যদি তবে তা একটু কমিয়ে আনার চেষ্টা করুন। এর ফলে ধীরে ধীরে আপনার কানে শোনার ক্ষমতা কমে আসতে পারে ও দীর্ঘমেয়াদি মাথা ব্যথায় আক্রান্ত হতে পারেন আপনি। কিছু অভ্যাস ত্যাগ করুন যেগুলো পরবর্তীতে আপনার জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। সুস্থ থাকুন।

দাঁতের সুরক্ষায় অত্যাধুনিক ভেষজ টুথপেস্ট নিয়ে হাজির অ্যামওয়ে

দাঁত ও মুখ গহ্বরের যত্নের উপরে বেশকিছু রোগ প্রতিরোধ নির্ভর করে। আর রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে ভেষজ উপাদানের বিকল্প নেই। তাই দেশের সর্ববৃহত এফ.এম.সি.জি. ডিরেক্ট সেলিং কোম্পানি অ্যামওয়ে বাজারে নিয়ে এলো তাদের সাম্প্রতিক সর্বাধুনিক গবেষণঅলব্ধ পণ্য "গ্লিস্টার হার্বালস টুথপেস্ট"। যাতে রয়েছে নানা ধরনের উপকারী ভেষজ উপাদান। যার স্বাদ ও রং সবাইকে আকর্ষণ করবে। দেশীয় পদ্ধতিকে ব্যবহার করেই এই ভেষজ পণ্য তৈরি করা হয়েছে, যাতে ভেষজের প্রাকৃতিক উপাদান সম্পূর্ণ সুরক্ষিত ও কার্যকর থাকে। ভারতীয় বাজারে গ্লিস্টার হার্বালসের পদক্ষেপের সূচনার ঘোষণা দিয়ে অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার চিফ মার্কেটিং অফিসার সুন্দিপ শাহ বলেন, 'বিশ্বজুড়ে আমাদের জনপ্রিয় ব্র্যান্ডগুলোর একটি হচ্ছে গ্লিস্টার। পৃথিবী জুড়ে কোটি কোটি মানুষের বিশ্বাস জয় করেছে গ্লিস্টার। অ্যামওয়ের ইন্ডিয়ার বিউটি এন্ড পার্সোনাল কেয়ারের ক্যাটাগরি হেড অইনশা শর্মা বলেন, 'নানা ভাবে উপকারে আসা এই টুথপেস্টের মধ্যে লবঙ্গ, আদা, নিম, পুদিনা, মুলেথি ইত্যাদি এগারোটি ভেষজ রয়েছে। ভারতে টুথপেস্টের বাজারের একটা বড় অংশ খুব শীঘ্রই 'গ্লিস্টার হার্বালস টুথপেস্টে'র দখলে আসবে বলেই আশা করছেন তারা।

ধুলাবালি থেকে অ্যালার্জি

এই সময় ত্বক যেমন আর্দ্রতা হারায় তেমনি চারপাশের পরিবেশও শুষ্ক হয়ে পরে। তাই ধুলাবালির পরিমাণও বেড়ে যায়। হাফিংটনপোস্ট ডটকম-এ সময় কি ধরণের এলার্জি হতে পারে সে বিষয়ে একটি প্রতিবেদন পোস্ট করা হয়।

ধুলা থেকে এলার্জি

পুরাতন বেডিং, ম্যাট্রেস, কার্পেট এবং পুরাতন অব্যবহৃত আসবাবপত্রের ধুলার কারণে এ ধরণের এলার্জি হতে পারে। সেক্ষেত্রে যাদের ধুলায় এলার্জি আছে তাদের গরে কার্পেট ও বিছানায় 'ডাস্টপ্রুফ কভার' ব্যবহার করতে হবে। আর নিয়মিতভাবে বিছানার কভার ইত্যাদি পরিষ্কার করতে হবে। এক্ষেত্রে গরম জল ব্যবহার করা যেতে পারে। আর কার্পেটের ধুলা পরিষ্কার করতে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ব্যবহার করতে হবে।

ছত্রাক

ঘরের স্যাঁতসেঁতে অংশ যেমন বাথরুম, স্টোররুম, বেইজমেন্ট ইত্যাদি স্থানে ছত্রাক বা ছাতা পড়ে। বায়ুবাহিত ছত্রাকের কারণে অ্যাদমা বা হাঁপানি হতে পারে। নিজের ঘর ছত্রাক মুক্ত রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। তাই বাসার জল চলাচল ব্যবস্থা ক্রটিমুক্ত রাখার চেষ্টা করতে হবে। ঘরের পর্যাপ্ত পরিমাণে ভালো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখতে হবে। কোন স্থানে ছত্রাক জন্মালে জল ও ডিটারজেন্ট দিয়ে তা পরিষ্কার করে স্থানটি ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে।

পশু-পাখির মৃত কোষ ও লোম অনেকেই ঘরে পোষা প্রাণী পালতে পছন্দ করেন। আর সব গরম রক্তের প্রাণীর চামড়া থেকে মরা কোষ উঠে বাসায় থাকা পোষা প্রাণীর চামড়ার মরা কোষ এবং লোমের কারণেও অনেক ধরনের অ্যালার্জি হতে পারে। এখান থেকেও অ্যালার্জির লক্ষণ দেখা দিতে পারে। এর থেকে বাঁচতে পোষা প্রাণীকে বিছানা ও ঘরের অন্যান্য বহুল-ব্যবহৃত জায়গাগুলো থেকে দূরে রাখতে হবে। আর সপ্তাহে অন্তত একবার প্রিয় প্রাণীকে স্নান করানো উচিত।

ধোয়া ও দূষণ

আরাম করতে অনেকেই আগুন জ্বালিয়ে উষ্ণতা উপভোগ করেন। কাঠ বা কাগজপোড়ানোর ধোয়া আর যানবাহনের ধোয়া বা আমাদের চারপাশের পরিবেশ দূষিত করছে। আর দূষণ এবং ধোয়া থেকেও অ্যালার্জি হতে পারে। যাদের এরকম সমস্যা আছে তারা ধোয়ার হাত থেকে নিজেকে যতটা সম্ভব দূরে রাখার চেষ্টা করুণ।

মাথার উকুন সমস্যা রোধ করতে

মহিলা কিংবা পুরুষ সকলের মাথাতেই চুল থাকে। এবং চুল অবশ্যই সৌন্দর্যের অন্যতম অংশ। কিন্তু চুলে যদি কোনোভাবে দেখা দেয় উকুনের আক্রমণ তখন খুব সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একটু পর পর তো মাথা চুলকায়ই, যেখানে সেখানে গেলে ঘনিষ্ঠ মানুষেরাও বিরক্তবোধ করেন। সব মিলিয়ে মাথায় উকুনের আক্রমণ আসলে খুব লজ্জাজনক ব্যাপার। চুলের যত্ন নিয়ে, উকুন নাশক সাবান, শ্যাম্পু ব্যবহার করেও কোনো উপকারিতা পাওয়া যায় না। তাই এই সমস্যার দ্রুত রোধ করার জন্য আছে নিম পাতা।
নিমপাতার গুণাগুণ সম্পর্কে আমরা সবাই জানি। নিমপাতা বিশেষ করে প্রাকৃতিক উপায়ে রোগ চিকিৎসা, ইউনানী, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। বহুগুণের এই নিমে আছে অ্যান্টিব্যাকেটিরয়াল, অ্যান্টিভাইরাস, এনালেজিক, অ্যান্টি পাইরেটিক, অ্যান্টিসেপটিক অ্যান্টি মাইক্রবাল, অ্যান্টিবায়োডিক, অ্যান্টিফাঙ্গাল এবং রক্ত বিশুদ্ধকরণ উপাদান। নিমের এই বিশেষ উপাদানগুলো দেহের বিভিন্ন রোগ নিয়ন্ত্রণ করে, নানা ধরনের রোগ হওয়ার লক্ষণগুলো উপশম করে। বুঝতেই পারছেন এই সামান্য পাতার মধ্যে যখন এত গুণ রয়েচে, উকুন সমস্যা রোধ করার মতো ক্ষমতা এই নিমপাতায় আছে। উকুন রোধ করতে যা করবেন ২০১২ সালে প্যারাসাইটলজি নামের একটি জার্নালে বলা হয় যে, নিমের বীজ মাথার উকুন রোধ করতে খুব উপকারী। তাছাড়া নিম, মাথার স্কাল্প এর জ্বালাপোড়া ও চুলকানিও রোধ করে। সপ্তাহে ২/৩ বার হার্বাল যে কোন শ্যাম্পু যাতে নিমের ব্যবহার রয়েছে তা দিয়ে মাথা ভালো করে ধুয়ে উকুন নাশক দিয়ে চুল আঁচড়াতে হবে। নিমপাতা বেটে সরাসরি মাথার স্কাল্পে লাগিয়ে নিন। না শুকনো পর্যন্ত অপেক্ষা করুন এরপর কুসুম গরম জল দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন।

শীতে ত্বকের সৌন্দর্য বাড়াতে অরেঞ্জ

বাতাসে হিমেল হাওয়ার পরশ জানান দিচ্ছে যে বহু প্রতীক্ষার পর প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ঘটেছে শীতের, আরামপ্রিয় এই ঋতু পচনজ করেন না এমন মানুষ নেই বললেই চলে। এই সময়ে যে সমস্ত ফল পাওয়া যায় তার মদ্যে স্বাদে বর্ণে কমলালেবুর জুড়ি নেই, তা বলাই বাহুল্য, ত্বকের নানাবিধ সমস্যা সমাধানের উপকরণ রয়েছে অরেঞ্জ বা কমলালেবুর মধে। ত্বকের যে কোনো কালো দাগ, মেচেতা বা পিগমেনটেশন, ডাল লুক, অনুজ্জ্বল ত্বক, অ্যান্টি এজিং এর সমস্যা সমাধান করে দেওয়ার রসদ রয়েছে অরেঞ্জ ফেসিয়ালে।
সৌন্দর্য রক্ষার ক্ষেত্রে কমলালেবুর দান অপরিসীম, যে সমস্ত ফল এ আছে তা অ্যাসট্রিনজেন্ট ও যে সমস্ত টোনিং এর উপাদান হিসেবে খুব ভালো কাজ দেয়। কমলালেবুতে প্রচুর পরিমামে ভিটামিন সি আছে যা ত্বকের টেক্সচার ও কালারকে উন্নত করে স্কিন হোয়াইটনিং এ খুব ভালো কাজ দেয়। বিশেষ করে এর ব্যবহারে এজিং স্কিনে কোলোজেন বৃদ্ধি করে ও স্কিন এজিংকে রোধ করতে সাহায্য করে।
এছাড়া কমলালেবুর মধ্যে ভিটামিন এ তাকার জন্য ত্বকের যে কোনো দাগ পিগমেনটশন বা মেচেতার দাগ দূর করে। এছাড়াও ভিটামিন ই থাকায় অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ও অ্যান্টি এজিং এর সমস্যায় ভীষণ ভালো কাজ করে। ত্বককে ইউভি রে র ড্যামেজ থেকে বাঁচায়। এর সার্কিট এসিড ত্বকে ব্লিচ এর কাজ করে।
প্রথমেই দেখে নেওয়া যাক ত্বকের কোন সমস্যায় কমলালেবু অনস্বীকার্য ভূমিকা নেয়—
ডার্ক স্পট—
কমলালেবু রূপচর্চার ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে কাজ করে। লেবু খাওয়ার পর খোসা না ফেলে শুকিয়ে গুঁড়ো করে রেখে দিন, এবার ওই মিহি গুঁড়ো দুধের সঙ্গে মিশিয়ে আলতোভাবে ঘষথে হবে। স্ক্র্যাবারের কাজ করে পাকটি। প্রতিদিন ব্যবহার করলে ত্বকে ব্লেমিশ বা ডার্ক স্পট হালকা হয়ে যাবে। এবং চটজলদি ত্বকের উজ্জ্বলতা ফিরে আসবে। তা জোর দিয়েই বলা যায়।
অনুজ্জ্বল ত্বক--- কমলালেবুর খোসা গরম জলে সেদ্ধ করে একদিন রেখে দিতে হবে।ছ পরের দিন ওই জল ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করে তুলোর সাহায্যে লাগাতে হবে। এর ব্যবহার ত্বকের উজ্জ্বলতা ফিরে আসবে এবং তরতাজা ভাবা ফুটে উঠবে। এই লিকিউট চা আবার মাস্ক হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

স্নানের জলে কয়েক ফোঁটা ফেলে স্নান করলে সারা শরীর তরতাজা ভাব বজায় থাকবে।
ডার্ল লুক--- কমলালেবুর রস ফ্রিজে রেখে কিউব তৈরি করে মুখে ঘষুন। পরে ঠান্ডা জলে ধুয়ে নিলেই হবে। ইনস্ট্যান্ট গ্লো নজরে আসে। এর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রসমূহ সংকুচিত হয়। বিশেষ করে অ্যাকনেপ্রবণ স্কিনের ক্ষেত্রে খুব উপকারী এই কিউব।
ত্বক খসখসে—
হিমেল হাওয়ার পরশে মন নেচে উঠলেও ত্বকে টান ধরে, খসখস করে. এক চামচ দুধ, অল্প আমন্ডের গুঁড়ো, এক চাচম টক দই ও এক চামচ কমলালেবুর রস মিশিয়ে লাগান। পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট পর ঠান্ডা জলে ধুয়ে নেবেন। প্রয়োজনে ময়েশ্চারাইজার লাগাতে হবে। এর ফলে ত্বক নরম হবে, সজীবও থাকবে।
ত্বকে ফরসাভাব আনতে—
কমলালেবুর খোসার গুঁড়ো কাঁচা হলুদ ও দুধ মিশিয়ে প্যাক তৈরি করে লাগাতে হবে।
ক্লিনজিং, স্ক্র্যাবিং ম্যাসাজ ও প্যাক লাগানোর মাধ্যমে সম্পন্ন হয় অরেঞ্জ ফেসিয়াল। এই ফেসিয়াল সম্পূর্ণ ন্যাচারাল। এবং কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। তাই যে কোনো ত্বকের ক্ষেত্রে নিরাপদেই করা যায়। প্রথমে গরম তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে নিতে হবে। এরপর প্রেশার পয়েন্টে চাপ দিয়ে লিম্ফোটিক ম্যাসাজ দেওয়া হয় দুমিনিট। এর ফলে টকসিন রিম্যুভ করা হয়।

রাজ্যের ট্যাবলো বাদ দেওয়া অত্যন্ত নগ্ন প্রতিহিংসা: সুব্রত

কলকাতা,২ জানুয়ারি (হি.স): প্রজাতন্ত্র দিবসে পশ্চিমবঙ্গের ট্যাবলো বাদ যাওয়াও প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ রাজ্য সরকার। নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার রাজনীতির অভিযোগ তুললেন রাজ্য মন্ত্রিসভার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সদস্য তথা তৃণমূলের অন্যতম শীর্ষ নেতা সুব্রত মুখোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার তিনি এই ঘটনাকে 'নগ্ন প্রতিহিংসা' বলে মন্তব্য করেন।

প্রজাতন্ত্র দিবসে ট্যাবলোর জন্য রাজ্য সরকারগুলোর পাঠানো প্রস্তাব খতিয়ে দেখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটি। রাজ্য প্রশাসন সূত্রে খবর, এবার নবান্ন থেকে ট্যাবলো পাঠানোর প্রস্তাব গিয়েছিল তিনটি বিষয়ের ওপর। সেগুলো হল কন্যাশ্রী, সবুজশ্রী এবং জল ধরো জল ভরো। এই প্রস্তাব পাঠানোর পর একাধিক বার কেন্দ্রের বাছাই কমিটি রাজ্যগুলোকে ডেকে পাঠায়। বিষয়বস্তুর খুঁটিনাটি এবং উপস্থাপনা কেমন হবে সে বিষয়ে জানতে চায়। নবান্নের অভিযোগ, রাজ্যের ট্যাবলোর বিষয়বস্তু নিয়ে তেমন আগ্রহ দেখাননি বাছাই কমিটির সদস্যরা। সেই কারণে প্রস্তাব জমা পড়ার পর দু'বার রাজ্য সরকারগুলোকে নিয়ে বাছাই কমিটি বৈঠক করলেও তাতে ডাক পাননি পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিরা। ফলে এ বছর প্রজাতন্ত্র দিবসে রাজ্যের ট্যাবলো রাজধানীর রাজপথে না থাকার সম্ভাবনাই প্রবল। অনেক সময় শেষ মুহূর্তে ডেকে নেওয়ার নজির থাকলেও এবার তেমন আশা নেই বলেই ধরে নিচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার।

এমন এক সময়ে এবার বাতিল হয়েছে যখন নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন, জাতীয় নাগরিকপঞ্জি এবং জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টারের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সুর চড়িয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের অনুষ্ঠানে রাজ্য সরকারের ট্যাবলো পাঠানোর অনুমোদন না দেওয়ার মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা দেখছেন তৃণমূল নেতারা। রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'যে ভাবে বাংলার ট্যাবলো বাদ দেওয়া হল, সেটা অত্যন্ত নগ্ন প্রতিহিংসা। শুধুমাত্র বিমাতৃসুলভ আচরণ বা রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব নয়। এটা খুব শিশুসুলভ আচরণ। প্রজাতন্ত্র দিবসে বাংলার ট্যাবলো একাধিকবার প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। সেই রাজ্যের ট্যাবলো প্রত্যাখ্যান করাটা কোন ধরনের সৌজন্য জানি না।'

তাঁর কথায়, 'আমাদের দেশের যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোটা রয়েছে, এই সব ঘটনায় সেই কাঠামোর সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। রাজনৈতিক ভাবে যে হেতু আমাদের সহ্য করতে পারে না, সে হেতু এই ভাবে প্রতিশোধ নিতে চাইছে। রাজনীতি আর সরকারকে গুলিয়ে ফেলছে। তবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হিসেবেও এটা খুব একটা পরিণত নয়। খুব শিশুসুলভ আচরণ।'

ইন্দোর পৌঁছলেন সরসঙ্ঘচালক

ইন্দোর, ২ জানুয়ারি (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের(আরএসএস) তিনদিনের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর বৈঠকে যোগ দিতে ইন্দোরে এসে পৌঁছলেন সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহন ভাগবত। এই বৈঠকে সঙ্ঘের প্রায় ৪০০ পদাধিকারী যোগ দেবেন। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে তৈরি হওয়া উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে এই বৈঠকের গুরুত্ব অপরিসীম। বৈঠকে সিএএ নিয়ে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা হবে। জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলুপ্তির পরবর্তী পরিস্থিতি এবং অযোধ্যা রাম মন্দির নির্মাণ নিয়েও আলোচনা হবে।

এদিন সকালে বিমানে করে ইন্দোর আসেন ডাঃ মোহন ভাগবত। বিমানবন্দরে নেমে ওমনি প্যালেস গার্ডেনে পৌঁছন তিনি। সেখানেই হবে মূল বৈঠক। সংবাদমাধ্যমকে এই বৈঠক থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত যা খবর তাতে বৈঠক শুরু হয়ে গিয়েছে। বৈঠকে সরসঙ্ঘচালকের পাশাপাশি রয়েছেন সরকার্যবাহ সুরেশ যোশী সহ প্রমুখ। সংগঠনের ভিত্তি শক্তিশালী করার পাশাপাশি নতুন বছরের কার্যকারিতা নিয়েও আলোচনা হবে।

হেরিটেজ সম্মানে ভূষিত হচ্ছে ভূপেন হাজারিকার বাড়ি

কলকাতা, ২ জানুয়ারি (হি. স): এবার হেরিটেজের সম্মান পাচ্ছে কিংবদন্তী গায়ক ভূপেন হাজারিকার দক্ষিণ কলকাতার বাড়ি। কলকাতা পুরসভার হেরিটেজ তালিকায় নাম উঠেছে দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জের গলফ ক্লাব ৭৭ বি নম্বরের তিনতলা বাড়িটির। এই বাড়িতেই দীর্ঘকাল ছিলেন বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী ভূপেন হাজারিকা। ১৯৫৬ সাল থেকে এই বাড়িতে বসবাস করেছেন তিনি। কলকাতা পুরসভার হেরিটেজ বাড়ির তালিকায় ৯৪ নম্বর ওয়ার্ডের এই বাড়িটির নাম তোলা হয়েছে। তবে কোন গ্রেডে ভারতরত্ন প্রাপ্ত শিল্পীর বাড়ি হেরিটেজ ঘোষণা করা হবে সেই গ্রেড অবশ্য এখনও ঠিক করা হয়নি।বর্তমানে কলকাতায় হেরিটেজের তকমা পেয়েছে এমন বাড়ির সংখ্যা ১২০০। এর মধ্যে গ্রেড ওয়ান তকমা পেয়েছে ৬১১ টি বাড়ি। গ্রেড ২এ- তে রয়েছে ১৯৭টি ও গ্রেড ২বি- তে রয়েছে ১০৯টি বাড়ি।

গত শতকের ষাট ও সত্তরের দশকে এ বাড়ি ছিল গমগমে। কলকাতার বোম্বের নামে দামি শিল্পীদের আসা-যাওয়া লেগেই থাকত এই বাড়িতে। শাবানা আজমি অপর্ণা সেন থেকে শুরু করে লতা মঙ্গেশকার সহ বহু শিল্পীর পা পড়েছিল এই বাড়িতে। কিন্তু এরপর ভূপেন হাজারিকা তৎকালীন বম্বেতে চলে যাওয়ার পর বাড়িটি পড়ে রয়েছে তালা বন্ধ হয়ে।

মাঝে যদিও এই বাড়ি নিয়ে চাপানউতোর হয়েছিল প্রচুর। অসম সরকার ভূপেন হাজারিকার এই বাড়িটি কেনার চেষ্টা করেছিল। তারা চেয়েছিল এই বাড়িতেই ভূপেন হাজারিকা স্মৃতি সংরক্ষণ করতে। কিন্তু অসম সরকারের সেই আবেদন খারিজ করে পশ্চিমবঙ্গ।

ভাটপাড়া পুনর্দখল নিয়ে দিলীপ - ফিরহাদ তরজা তুঙ্গে

কলকাতা, ২ জানুয়ারি (হি. স): ভাটপাড়া পুনর্দখল নিয়ে তুঙ্গে ফিরহাদ-দিলীপ তরজা। ভোটের নামে আসলেই প্রবঞ্চনা হয়েছে ভাটপাড়ায়। এমনটাই জানান রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তাঁর মতে, 'ভয় দেখিয়ে বিজেপির পক্ষে ভোট দেওয়া থেকে মানুষকে বিরত রাখা হয়েছে।' তবে এর পাল্টা দিয়েছে শাসক দলের সাধারণ সম্পাদক তথা পুর নগরন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তাঁর কথায়, ভাটপাড়ার উপনির্বাচনের ফলাফল প্রমাণ করে দিল বাংলায় গুন্ডাগিরি করে রাজনীতি করা যায় না।

বৃহস্পতিবার ১৯-০ ভোটে ভাটপাড়া পুনর্দখল করে তৃণমূল। ৬ ডিসেম্বর ভাটপাড়া পৌরসভায় ১৮ জন তৃণমূল কাউন্সিলর পৌরপ্রধান সৌরভ সিংয়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেন। কিন্তু সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও আস্থাভোট হয়নি। এরপরেই আস্থাভোট করার দাবি জানিয়ে ৩০ ডিসেম্বর তিন কাউন্সিলর পৌরসভার অর্থ দফতরের আধিকারিক অতনু ঘোষের কাছে আবেদনপত্র জমা দেন। সেই আবেদনের ভিত্তিতে আজ আস্থাভোট হয় ভাটপাড়া পৌরসভায়। এই ভোটে উপপৌরপ্রধান সোমনাথ তালুকদার সহ ১৮ জন কাউন্সিলর তৃণমূলের পক্ষে ভোট দেন। জয়ী হয় তৃণমূল।

এদিন ভাটপাড়ার উপনির্বাচনের ফলাফল প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'ভাটপাড়ার উপনির্বাচনের ফলাফল প্রমাণ করে দিল বাংলায় গুন্ডাগিরি করে রাজনীতি করা যায় না। ভাটপাড়ায় মূলত গুন্ডাগিরি চালাচ্ছিল অর্জুন সিং এর গুন্ডাবাহিনী। অর্জুন ত্রাসে অসন্তুষ্ট হয়ে ই মানুষ তৃণমূলকে বেছে নিয়েছে। এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়'।

অন্যদিকে, ইতিমধ্যেই ভাটপাড়ার আস্থা ভোট বেআইনি বলে অভিযোগ তুলে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে বিজেপি। এদিন এ বিষয়ে রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, ' ভয় দেখিয়ে বিজেপির পক্ষে ভোট দেওয়া থেকে মানুষকে বিরত রাখা হয়েছে। এমনকি মিথ্যে মামলায় ফাঁসানোর হুমকি দেখিয়েও তৃণমূলের পক্ষে ভোট করানো হয়েছে। তাই এই অনাচারের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে হাইকোর্টে যাওয়া হয়েছে'। ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্যকে পাল্টা কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'ফিরহাদ হাকিমের মনে রাখা উচিত মানুষ বিজেপিকে চেয়েছিল বলেই লোকসভা ভোটে জয় হয়েছিল। এমনকি কেন্দ্র মানুষের ইচ্ছাতেই ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। তাই ভয় দেখিয়ে বিজেপি থেকে মানুষকে পিছিয়ে রাখা যাবে না। এই ভোটের বিষয় এবার যা রায় দেওয়ার তা কোর্টই দেবে'।

ছয় কোটি কৃষকের অ্যাকাউন্টে ১২ হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে : প্রধানমন্ত্রী

তুমাকারু, ২ জানুয়ারি (হি.স.) : কর্ণাটকের তুমাকারুতে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধির তৃতীয় পর্যায়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কৃষি কর্মন পুরস্কার প্রদানের পাশাপাশি তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকের মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার জন্য নৌকা এবং ট্রান্সপন্ডার প্রদান করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধির গুরুত্ব তুলে ধরে নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধির ফলে টাকা এখনও পর্যন্ত ১২ হাজার কোটি টাকা সরাসরি ছয় কোটি কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছিয়ে যাচ্ছে। কৃষকদের বর্তমান সমস্যার সমাধান করার পাশাপাশি তাঁদের ভাল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করারও কাজ চলছে। এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে ই-এনএএমের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেশের যে কোনও ই-মান্ডিতে নিজেদের ফসল তারা বিক্রি করতে পারবে। কৃষকদের গবাদি পশুদের জন্য টিকাকরণের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। পিএম-কুসুম প্রকল্পের মাধ্যমে শস্য নির্মাতারা এখন সৌর শক্তি উৎপাদক হয়ে ওঠবে। কৃষকদের কথা ভেবে ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য দেড়গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

কয়েক দশক ধরে আটকে থাকা সেচ প্রকল্পগুলিকে পুনরায় রূপায়ণ করা হয়েছে। সোয়েল হেলথ কার্ড এবং অন্যান্য সকল প্রকল্প কৃষকদের উন্নয়নের কথা ভেবেই গ্রহণ করা হয়েছে।

নাম না করে কংগ্রেস আমলের সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির ফারাক তুলে ধরে তিনি বলেন, আগে সরকার গরিবদের জন্য টাকা পাঠালে, তা ভুঁইফোড়রা খেয়ে নিত।

কিন্তু এখন সরাসরি গরিব মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্টে সেই টাকা যাচ্ছে।

দেশের কয়েকটি রাজ্য প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধি যোজনা কার্যকর না করায় নিজের ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে নরেন্দ্র মোদী বলেন, রাজনৈতিক বিভেদের উর্দ্ধে উঠে সবকটি রাজ্যের উচিত এই প্রকল্প কার্যকর করা। এই প্রকল্পের সাফল্য তুলে ধরে তিনি বলেন, এই প্রকল্প থেকে উপকৃত হয়েছে ছয় কোটি পরিবার। রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব থাকলে কৃষকদের প্রকৃত উন্নয়ন যে স্তব্ধ হয়ে যায়, তাও মনে করিয়ে দেন তিনি।

এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অনুপ্রবেশকারী সংখ্যালঘুদের রক্ষা করছেন, মমতাকে তোপ মেননের

জলপাইগুড়ি, ২ জানুয়ারি (হি.স.) : এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অনুপ্রবেশকারী সংখ্যালঘুদের রক্ষা করছেন উ বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়িতে এক সাংগঠনিক বৈঠক শেষে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমন করে একথা বলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক (সাংগঠনিক) অরবিন্দ মেনন।

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) নিয়ে রাজ্য সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক (সাংগঠনিক) অরবিন্দ মেনন। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি রবীন্দ্রভবনে উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলার মন্ডল কমিটি এবং জেলা সভাপতিদের নিয়ে বৈঠক শেষে মেনন বলেন, এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অনুপ্রবেশকারী সংখ্যালঘুদের রক্ষা করছেন। এই রাজ্যে হিন্দু শরণার্থীদের স্বার্থ রক্ষার্থে কোনও পদক্ষেপ এখনও পর্যন্ত গ্রহণ করেননি তিনি। করছেন। পাশাপাশি এদিন তিনি আরও বলেন, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি বিপুল সংখ্যক আসন নিয়ে এই রাজ্যে ক্ষমতায় আসবে। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সম্পাদক রাহুল সিনহা সহ আরও অনেকে।

উল্লেখ্য, নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতায় একজোটে প্রচারে নেমেছে বিরোধীরা। রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেস একের পর এক কর্মসূচি পালন করছে। প্রতিটি বিধানসভায় সিএএ ও এনআরসি-র বিরোধিতায় চলছে ধরনা । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিদিন সিএএ ও এনআরসি নিয়ে কেন্দ্রকে ধুলোধনা করছেন বিভিন্ন সভায়। সেই সঙ্গে এর বিরোধিতা করে পথে নেমেছে দেশের একাধিক রাজ্যে । রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছে ছাত্র-ছাত্রীরা। এ হেন অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে সিএএ ও এনআরসি-র পক্ষে পাল্টা প্রচারের জন্য কোমর বেঁধে নামার তোড়জোড় করছে বিজেপি-ও। সিএএ নিয়ে প্রচারে রাজ্য জুড়ে প্রায় ৩০ হাজার দলীয় কর্মীকে মাঠে নামাচ্ছে বিজেপি। যাঁদের পোশাকি নাম বিস্তারক। লোকসভা ভোটের আগে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারের জন্য বিধানসভা পিছু বিস্তারক নামিয়েছিল বিজেপি। এবার বিস্তারকদের দায়িত্ব হবে বাড়ি বাড়ি ঘুরে সিএএ কত 'ভাল' আইন, তা মানুষকে বোঝান।

বিধাননগর থেকে সিটে বসে ট্রেনেযাত্রা করল হনুমান

কলকাতা,২ জানুয়ারি (হি.স.):শুধু মানুষ না আজকাল বহাল তবিয়তে হওয়া খেতে খেতে ট্রেনে যাতায়াত করছে হনুমানও উ অবাক লাগলেও বৃহস্পতিবার প্রকাশ্যে আসা একটি ভিডিওতে এমনটাই দেখা গেল উ বিধাননগর থেকে যাত্রী ভরা টেনে উঠে খোশমেজাজে যাত্রা সারলো এক হনুমান উ ৯টা ৪৭ মিনিটের

ছয়ের পাতায়

খড়গ্রামে গুলিবিদ্ধ নবম শ্রেণির ছাত্র-সহ দু'জন

কান্দি, ২ জানুয়ারি (হি. স.) : মুর্শিদাবাদের খড়গ্রামে গুলিবিদ্ধ নবম শ্রেণির ছাত্র-সহ দু'জন। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় কলকাতার এনআরএস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তাঁরা। অভিযুক্তের খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে কিছু নোটস জেরক্স করানোর জন্য বাড়ি থেকে বের হয় খড়গ্রামের রতনপুরের বাসিন্দা নবম শ্রেণির পড়ুয়া সুরজ শেখ। বাড়ির কাছে রবিউল শেখের জেরক্সের দোকানে দাঁড়িয়ে ছিল সে। সেখানেই ছিলেন গ্রামেরই বাসিন্দা ইনতাজুল শেখ। আচমকায় রাস্তা থেকে নাজমুল শেখ নামে এক দুষ্কৃতী গুলি চালায়। গুলিবিদ্ধ হয় সুরজ ও ইনতাজুল। রক্তাক্ত অবস্থায় দোকানে লুটিয়ে পড়ে তাঁরা। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যায়। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় সেখান থেকে তাঁদের কলকাতার এনআরএস হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই সুরজ শেখের মা অভিযুক্ত নাজমুলের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযুক্তের খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কিন্তু কী কারণে গুলি চালাল নাজমুল? প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, জেরক্সের দোকানের মালিক রবিউল শেখের সঙ্গে কোনও পুরনো শত্রুতা ছিল নাজমুলের। সেই কারণেই গুলি চালায় অভিযুক্ত।

সিএএ ও এনআরসি নিয়ে দলের নেতাদের আরও সচেতন করে তুলতে উদ্যোগী বিজেপি নেতৃত্ব

শিলিগুড়ি,২ জানুয়ারি (হি.স):আগামীকাল শিলিগুড়িতে ভারত বিরোধীদের নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মিছিল করবেন বলে বৃহস্পতিবার অভিযোগ করেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা। নাগরিকত্ব আইন এবং এনআরসি নিয়ে দলের নেতাদের আরও সচেতন করে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব।

সেই লক্ষ্যেই বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি রবীন্দ্র ভবনে বিজেপির উত্তরবঙ্গর ৫ জেলার নেতৃত্বকে নিয়ে ওয়ার্কশপের আযোজন করা হয়। সেই ওয়ার্কশপে যোগ দিয়েছিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা অরবিন্দ মেনন ও রাহুল সিনহা। বাড়ি বাড়ি ঘুরে নাগরিকত্ব আইনের পক্ষে কীভাবে নেতা কর্মীরা প্রচার চালাবেন, এদিনের ওয়ার্কশপে সেই বিষয়টিই ব্যাখ্যা করেন বিজেপির এই দুই নেতা। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি রবীন্দ্রভবনে বিজেপির ওয়ার্কশপে যোগ দিয়েছিলেন কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, দার্জিলিঙের জেলা এবং মন্ডল সভাপতিরা।

নাগরিকত্ব আইনের ফলে কীভাবে উপকৃত হবেন উদ্বাস্তুরা, বিশদে তা ব্যাখ্যা করেন রাহুল সিনহা, অরবিন্দ মেননরা। নাগরিকত্ব আইন ও এনআরসি নিয়ে ইতিমধ্যেই বিজেপির বিরুদ্ধে পথে নেমে আন্দোলনে সামিল বিজেপি বিরোধী একাধিক দল।

পশ্চিমবঙ্গে নাগরিকত্ব আইন কার্যকর করা হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নাগরিকত্ব আইন বাতিল না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী। কেন্দ্রীয় আইনের বিরুদ্ধে দলের নেতা কর্মীদেরও পথে নেমে আন্দোলনের বার্তা দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। কেন্দ্রীয় আইনের প্রতিবাদে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লাগাতার আন্দোলনের হুঁশিয়ারিকে এদিন কটাক্ষ করেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা। কলকাতায় একাধিক সভা মিছিলের পর পুরুলিয়াতেও নাগরিকত্ব আইন ও এনআরসির প্রতিবাদে মিছিল করেছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামিকাল শিলিগুড়িতেও প্রতিবাদ মিছিল করবেন তৃণমূল সুপ্রিমো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্র বিরোধী এই অবস্থানের কড়া সমালোচনা করেছেন রাহুল সিনহা।

একইসঙ্গে মমতার আগামিকালের কর্মসূচি নিয়ে রাহুল সিনহা বলেন, 'আগামিকাল ভারত বিরোধীদের নিয়ে শিলিগুড়িতে মিছিল করবেন তৃণমূলনেত্রী।'

বৃহস্পতিবার ওএএলপি বিড রাউন্ড ৪ চুক্তি স্বাক্ষরিত হচ্ছে। ছবি- পিআইবি

নিখিল ভারত অখণ্ড মহাসম্মেলনের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব শুরু হোজাইয়ে

হোজাই (অসম), ২ জানুয়ারি (হি.স.) : এক ঐতিহাসিক দিনের সাক্ষী হয়ে রইলেন মধ্য অসমের জেলা সদর হোজাই শহরের মানুষ। নিখিল বিশ্ব অখণ্ড সম্মেলনের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার বেরিয়েছিল বিশাল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। শুক্রবার সমবেত উপসানার মাধ্যমে রাধানগর অখণ্ড মণ্ডলির নবনির্মিত উপাসনা মন্দির উদ্বোধন করে মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করবেন শ্রীশ্রী দাদামণি। শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের শুভ জন্মসপ্তাহোৎক্রমণীয় এবং শ্রীশ্রী সংহিতাদেবীর শুভ জন্মদিন উপলক্ষ্যে সর্বভারতীয় শুভ জন্মোৎসব এবং নিখিল ভারত অখণ্ড মহাসম্মেলনের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব হোজাইয়ে শুরু হয়েছে বুধবার থেকে। সাতদিনব্যাপী চলবে এই অনুষ্ঠান।

নিখিল বিশ্ব অখণ্ড সংগঠনের কর্ণধার শ্রীশ্রী তপন ব্রহ্মচারী কলকাতা থেকে বিমানে বুধবার দুপুরে গুয়াহাটি বিমানবন্দরে অবতরণ করে রাতে হোজাই এসে উপস্থিত হয়েছেন। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, ত্রিপুরা, অসমের কাছাড়, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি-সহ ভারতবর্ষ তথা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার ভক্তের সমাগম ঘটেছে হোজাইয়ে। এক তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে হোজাই। শহরের বিভিন্ন হোটেল, লজ, অতিথিশালায় তিল ধারণের জায়গা নেই।

এদিকে হোজাইয়ে অনুষ্ঠিত নিখিল বিশ্ব অখণ্ড সম্মেলনের ৫০ বছর পূর্তি তথা সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রী তপন ব্রহ্মচারীর উপস্থিতিতে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। হোজাই অখণ্ড মণ্ডলি থেকে শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব, শ্রীশ্রী সংহিতা দেবী, শ্রীশ্রী দিদিমণি ও ভাইদার সুসজ্জিত বিশাল রথ-সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত হাজার পাঁচেক ভক্তবৃন্দ ও বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক দল হরিওঁ কীর্তন সহযোগে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রাটি হোজাই শহর পরিক্রমা করে পুনরায় হোজাই অখণ্ড মণ্ডলিতে এসে শেষ হয়।

শোভাযাত্রার মূল আকর্ষণ ছিল শ্রীশ্রী দাদামণির সুসজ্জিত রথ। কোনও ধর্মীয় সংগঠনের এ ধরনের শোভাযাত্রা হোজাইবাসী শেষবার কবে দেখেছিলেন তা কেউ মনে করতে পারছেন না। শোভাযাত্রা দেখার জন্য শহরের বিভিন্ন জায়গায় প্রচুর মানুষ জমায়েত হয়েছিলেন।

শুক্রবার সমবেত উপাসানার মাধ্যমে রাধানগর অখণ্ড মণ্ডলির নবনির্মিত উপাসনা মন্দিরের উদ্বোধন করে এতে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করবেন শ্রীশ্রী দাদামণি। বিকেলে অনুষ্ঠিত হবে শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব রচিত সর্বভারতীয় আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হবে বৃহত্তর গুয়াহাটি অখণ্ড সংগঠনের নাট্যশাখা দ্বারা শ্রীশ্রী স্বরূপানন্দ ভাবাদর্শ অবলম্বনে নাট্যাভিনয়। শনিবার অনুষ্ঠিত হবে নিখিল ভারত অখণ্ড মহাসম্মেলন। সন্ধ্যায় শিলচর অখণ্ড সংগঠনের নাট্যশাখার দ্বারা নাট্যাভিনয়। ৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। সর্বভারতীয় প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা, যোগাসন-মুদ্রা প্রদর্শন, সঙ্গীতালেখ্য। ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের শুভ জন্মসপ্তাহোৎক্রমণীয় এবং শ্রীশ্রী সংহিতাদেবীর শুভ জন্মদিনের বিশেষ সমবেত উপাসনা। বিকেলে চরিত্রগঠন আন্দোলনমূলক জনসভা। সাতদিনব্যাপী এ ধরনের নানা অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটিয়ে ৮ জানুয়ারি দুপুরে গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে ফিরে যাবেন দাদামণি।

কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে ধর্ষিত হলেন মহিলা, দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ

রায়গঞ্জ,২ জানুয়ারি (হি.স): হোটেল থেকে কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে ধর্ষিত হলেন এক মহিলা। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ থানার হরিহরপুরে। ইতিমধ্যেই ঘটনায় অভিযুক্ত দুই ধর্ষককে গ্রেফতার করেছে কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার তাঁদের রায়গঞ্জ আদালতে তোলা হয়। ঘটনার পর ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন এলাকার মানুষ।

স্থানীয়সূত্রে খবর, ২৭ বছর বয়সী ওই মহিলা কালিয়াগঞ্জের হরিহরপুরের বাসিন্দা। ধনকৈল মোড়ের একটি দোকানে দিনমজুরের কাজ করতেন তিনি। অন্যান্যদিনের মত কাজ সেরে সেদিনও বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। তখনই পথে সুজন বর্মণ এবং শিবু বর্মণ নামক দুই দুষ্কৃতী তাঁর উপর হামলা করে। মহিলার অভিযোগ, মদ্যপ অবস্থায় ধনকৈল মিনি ব্যাংকের কাছে নির্জন এলাকায় নিয়ে গিয়ে তাঁকে একাধিকবার ধর্ষণ করে তারা।

কোনোক্রমে সেখান থেকে বেরিয়ে বাড়ি যাওয়ার পথে নকুল মহন্ত নামক এক ভ্যান চালক ফের তাঁকে ধর্ষণ করে বলে মহিলার অভিযোগ।

এদিকে অনেক রাত পর্যন্ত বাড়িতে না ফেরায় মহিলার খোঁজ করতে শুরু করে তাঁর পরিবারের লোকজন। দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর ভোর তিনটে নাগাদ ধনকৈল মোড়ের কাছে মহিলাকে উদ্ধার করে তাঁর পরিবারের লোকজন।

বুধবার সকালে কালিয়াগঞ্জ থানায় অভিযোগ জানায় নির্যাতিতা এবং তাঁর পরিবার। এরপর পুলিশের তৎপরতায় শিবু বর্মণ এবং নকুল মহন্তকে গ্রেফতার করা হয়। তবে আরও এক অভিযুক্ত সুজন বর্মণ বর্তমানে পলাতক বলে জানিয়েছে পুলিশ। তার খোঁজে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে পুলিশ। দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে নির্যাতিতার পরিবার।

মহারাষ্ট্রে অর্থমন্ত্রী হচ্ছেন অজিত পাওয়ার, পূর্ত অশোক চহ্বন

মুম্বই, ২ জানুয়ারি (হি.স.) : উদ্ধব ঠাকরের মন্ত্রিসভায় অর্থমন্ত্রী হতে চলেছেন অজিত পাওয়ার। কয়েকদিন আগে উদ্ধব ঠাকরের মন্ত্রিসভায় শপথ নিয়েছেন ৩৬ জন বিধায়ক। সেই তালিকায় শিবসেনার পাশাপাশি কংগ্রেস ও এনসিপির বিধায়করাও ছিলেন। কয়েকমাস আগেই দল ভেঙে যোগ দিয়েছিলেন বিজেপির পক্ষে। বিজেপি নেতা দেবেন্দ্র ফড়নবিশের সঙ্গে শপথ নিতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। পরে ফের ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টিতে ফেরেন অজিত পাওয়ার। বৃহস্পতিবার জানা গেল, উদ্ধব ঠাকরের মন্ত্রিসভায় তিনি অর্থমন্ত্রী হতে চলেছেন। পূর্তমন্ত্রক পাচ্ছেন এনসিপি-রই অপর নেতা অশোক চহ্বন। এনসিপির বর্ষীয়ান নেতা নবাব মালিক পেতে পারেন অতি গুরুত্বপূর্ণ স্বরাষ্ট্র দফতর। আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ, সেচ দফতর পেতে পারেন এনসিপির জয়ন্ত পাটিল। আবাসন উন্নয়ন যেতে পারে জিতেন্দ্র আওহাধের অধীনে।

আরও একবার ফিরছে 'গুপী বাঘা'

কলকাতা,২ জানুয়ারি (হি.স.):'গুপী গাইন, বাঘা বাইন নামটা শুনলেই এক অদ্ভুত নস্টালজিয়া কাজ করে উ আরও একবার ফিরছে সেই গুপী বাঘা তবে,নতুন রূপে উ কারণ পরিচালক রঙ্গন চক্রবর্তীর হাত ধরে আসছে 'গুপী বাঘা ইন হাফগানিস্তান' উ

ছবিতে প্রধান ভূমিকায় দেখা যাবে তারকা সাংসদ দেব ও অভিনেতা রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়কে উ এটি আধুনিক গুপী এবং বাঘার কাহিনী ।গুপীর ভূমিকায় দেব এবং বাঘার ভূমিকায় রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায় উ তবে, গল্প আধুনিক রূপে ফেলে চিত্রনাট্য সাজিয়েছেন পরিচালক রঙ্গনউ ছবির গল্পেও গুপী গান গায় এবং বাঘা বাজনদারউ কিন্তু দুই বন্ধু চিন্তায় তাঁদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে উ দু'জনেরই ইচ্ছে তাঁরা ব্যান্ড খুলবে উ কিন্তু বাধা আসে গুপী-বাঘার পরিবারের তরফে উ আর তারপরই দুই বন্ধুই বাড়িছাড়া হন উ আর এরপরই বর দিতে হাজির হয় 'ভুতের রাজা' উ

কামরূপ জেলায় ফিটইন্ডিয়া স্কুল সপ্তাহ শুরু

গুয়াহাটি, ২ জানুয়ারি (হি.স.) : কামরূপ মহানগর জেলার ১০টি নির্বাচিত বিদ্যালয়ে বৃহস্পতিবার ২ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে ফিট ইন্ডিয়া স্কুল সপ্তাহ। চলবে ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত। যে সমস্ত বিদ্যালয়ে এই কার্যসূচি পালন করা হবে সেই বিদ্যালয়গুলি যথাক্রমে রাজধর বরা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শ্যামভূমি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ধারাপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বেতকুচি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ বেলতলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, গোপাল বড়ো উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উজানবাজার সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কামরূপ অ্যাকাডেমি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সোনাপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং চন্দ্রপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

আগামী ১০ জানুযারি থেকে ২২ জানুযারি পর্যন্ত গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে খেলো ইন্ডিয়া ইয়ুথ গেম। এর সাথে সংগতি রেখে রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী কামরূপ মহানগর জেলা প্রশাসন এই কার্যসূচি গ্রহণ করেছে। নির্বাচিত বিদ্যালয় তথা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি কীভাবে এই কার্যসূচি পালন করবে সে ব্যাপারে কামরূপ মহানগর জেলাশাসকের কার্যালয় সভাকক্ষে বৃহস্পতিবার সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও অধ্যক্ষার উপস্থিতিতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ফিটইন্ডিয়া স্কুল সপ্তাহের প্রতিদিনের কার্যসূচির বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

সভার সভাপতিত্ব করেন কামরূপ মহানগর জেলা উন্নয়ন কমিশনার অতুলকুমার শর্মা। তিনি ফিটইন্ডিয়া স্কুল সপ্তাহ পালনের উদ্দেশ্য ও বিষয়াবলির ব্যাখ্যা করে বক্তব্য পেশ করেন। জেলা উন্নয়ন কমিশনার এ প্রসঙ্গে বলেন, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে খেলার প্রয়োজনীয়তা, সুস্থ জীবন প্রণালী ও ব্যক্তিত্ব বিকাশ সম্পর্কে সজাগতা তথা সচেতনতা সৃষ্টির জন্যই সরকার এই কার্যসূচি গ্রহণ করেছে।

উল্লেখ্য, ফিটইন্ডিয়া স্কুল সপ্তাহের প্রতি দিন সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলির ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ক্রীড়া ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আলোচনাচক্র, যোগাসন-ব্যায়াম, রচনা প্রতিযোগিতা, পদযাত্রা, নাটক, নৃত্য প্রতিযোগিতা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া, এই কার্যসূচির অংশ হিসবে আগামী ৫ জানুয়ারি গুয়াহাটিতে নেহরু স্টেডিয়াম থেকে এক সজাগতামূলক পদযাত্রা বের করার কথাও আজকের সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সভায় কামরূপ মহানগর জেলার বিদ্যালয়গুলির পরিদর্শক বুলি গগৈ ভূঞা, জেলা স্বাস্থ্য দফতরের যুগ্ম-অধিকর্তা ডা. গণেশ শইকিয়া, জেলা ক্রীড়া অধিকারিক সার্থে তেরং এবং জেলা প্রশাসনের বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন।

শনিবার সকাল পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা

কলকাতা,২ জানুয়ারি (হি.স): শনিবার সকাল পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি ও মেঘলা আকাশ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে বলে বৃহস্পতিবার জানাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। এছাড়াও রাজ্যের পশ্চিমের জেলাগুলোতেও শুরু হয়ে গেছে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা ও মাঝারি বৃষ্টি। আগামীকাল বজ্রবিদ্যুৎসহ শিলা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে পশ্চিমের জেলাগুলোতে। এই বৃষ্টির পরিমাণ হালকা থেকে মাঝারি হতে পারে।

এর পাশাপাশি, দার্জিলিংয়ের উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে ও সিকিমে শুক্রবার ও শনিবার তুষারপাতের সম্ভবনার কথাও জানিয়েছে আবহওয়া দফতর। তবে এই মেঘ বৃষ্টির খেলা চলবে আগামী শনিবার সকাল পর্যন্ত। তারপরেই মেঘের প্রকোপ কেটে যাবে বলে খবর পাওয়া গেছে আবহাওয়া দফতরের তরফে। শনিবার বৃষ্টি থেমে গেলে ও মেঘ কেটে গেলে নতুন করে ঠাণ্ডা পড়বে রাজ্য, তাও জানিয়ে দিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের দেওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে , পশ্চিমী ঝঞ্ঝার ফলে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঠান্ডা বাতাস প্রবেশ করছে রাজ্যে। একইসঙ্গে বঙ্গোপসাগর থেকে এসেছে গরম জলীয়বাষ্প। উত্তরের ঠান্ডা হাওয়া ও পূর্ব দিক থেকে আসা গরম জলীয়বাষ্পের সংস্পর্শে বৃষ্টির মেঘ তৈরি হচ্ছে। এরফলে রাজ্যজুড়ে বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবলমাত্রায় বেড়েছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভাটপাড়া : শুক্রবারই ডিভিশন বেঞ্চে যাচ্ছে তৃণমূল

কলকাতা,২ জানুয়ারি (হি.স): ভাটপাড়া পুরসভার হাইকোর্টের রায়ের নির্দেশকে 'সত্যের জয়' বলে বর্ণনা করলেন বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং। বৃহস্পতিবার ভাটপাড়া পুরসভায় তৃণমূলের অনাস্থা প্রস্তাব খারিজ করে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। ফলে ভাটপাড়া পুরসভা পুনর্দখলে জোর ধাক্কা খেল শাসক দল। আজ অনাস্থা প্রস্তাব নোটিস খারিজ করে দেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অরিন্দম সিনহা।

হাইকোর্টের নির্দেশ প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, 'সত্যের জয়' হল। তৃণমূলের দখলে ভাটপাড়া যেতেই এই পুরসভার দুর্নীতি নিয়ে সরব হন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী তথা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূলের সভাপতি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। অর্জুন সিংকে হুশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, 'আগামী দিনে ভাটপাড়া পুরসভার সমস্ত দুর্নীতির নিরপেক্ষ তদন্ত করা হবে'। তাই,বিচারপতি অরিন্দম সিনহা এদিনের ফলাফল ও বৈঠক খারিজ করে দেওয়ার পর তৃণমূলের তরফে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে ডিভিশন বেঞ্চে যাওয়ার। শুক্রবারই ডিভিশন বেঞ্চে যাচ্ছে শাসক দল।

আজ হাইকোর্টের নির্দেশের পর অর্জুন সিং বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতাকে মানুষের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করছেন। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মানেন না, দেশের আইন মানেন না। পুলিশকে দিয়ে জোর করে ভাটপাড়া পুরসভা দখল করার যে চক্রান্ত, আজ মহামান্য আদালত তাতে ধাক্কা দিল। আদালত স্পষ্ট ভাষায় বলেছে আইন না মেনে গোটা প্রক্রিয়া হয়েছে'। অর্জুন সিং আরও বলেন, 'আমরা জানতাম আইন মেনে ভোটাভুটি হয়নি। তাই হাইকোর্টে গিয়েছিলাম। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক সকালবেলা আবির মেখে নাচগান করলেন। সত্যের জয় হল।

নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানালেন জওহর সাহা

আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। রাজ্যের সমস্ত অংশের জনগণকে নতুন ইংরেজী বছরের শুভেচ্ছা জানালেন ভারতীয় জনতা পার্টির কিষাণ মোর্চার রাজ্য সভাপতি জওহর সাহা। এক প্রেস রিলিজে শ্রীসাহা বলেন, ২০২০ সাল রাজ্যের সমস্ত কৃষক ভাইদের সুখ ও সমৃদ্ধি তিনি কামনা করেছেন। একই সঙ্গে তিনি কেন্দ্রের ও রাজ্যের সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী কর্মযজ্ঞে সমস্ত অংশের জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

সাংবাদিক আক্রান্ত, প্রতিবাদে ডেপুটেশন প্রেস ক্লাবের

আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। মধুপুর এলাকায় সাংবাদিক আশিষ মিঞাকে বিনা প্ররোচনায় মারধর করে মধুপুর থানার পুলিস। থানার ওসি বিষ্ণুপদ ভৌমিকের নেতৃত্বে সাংবাদিক আশিষ মিঞার উপর শারীরিক নির্যাতন করা হয়। এর ফলে গুরুতর আহত হয়েছেন আশিষ। এই ঘটনার খবর পেয়ে সাংবাদিকদের এক প্রতিনিধি দল বৃহস্পতিবার সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত পুলিস সুপারের সাথে সাক্ষাৎ করে এক ডেপুটেশন প্রদান করে। ডেপুটেশনে অবিলম্বে মধুপুর থানার ওসিকে বরখাস্ত করা, সাংবাদিক আশিষ মিঞার উপর দায়ের মিথ্যে মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া এবং ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবী জানানো হয়েছে। আগরতলা প্রেসক্লাবের সম্পাদক এই ব্যাপারে কথা বলেন জেলার পুলিস সুপার কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তীর সাথেও। আশিষ মিঞার দ্রুত আরোগ্য কামনা করা হয়। আশিষ মিঞার ব্যাপারেও খোঁজখবর নিয়েছে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। প্রতিনিধি দলে ছিলেন প্রেসক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার, সদস্য সেবক ভট্টাচার্যী। আগরতলা প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে মধুপুর থানার পুলিসের ভূমিকার তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে। পাশাপাশি এই ঘটনা সম্পর্কে রাজ্য পুলিসের মহানির্দেশকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। প্রেস ক্লাবের তরফ থেকে এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

করিমগঞ্জে

● প্রথম পাতার পর

ফুঁসলিয়ে অপহরণ করে পালিয়ে যায়।ওরা গত কয়দিন ধরে ত্রিপুরা ও অসম রাজ্যের বিভিন্ন স্থান পরিবর্তন করে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল বলে খবর পাওয়া গেছে।

পুলিশ এদের ধরতে মোবাইল ফোনের নাম্বার ট্রেক করে তদন্তে গতি আনার চেষ্টা করলেও পরবর্তিতে অপহরণকারি যুবকটি নিজের মোবাইল সুইচঅফ করে নিলে পুলিশকে বেগ পেতে হয়। অবশেষে গতকাল রাতে বাজারিছড়া থানাধীন কাঠালতলী এলাকার জৈনক ব্যক্তির বাড়ি থেকে অপহৃতা যুবতীকে উদ্ধার করে উভয় রাজ্যের পুলিশ।এদিকে বৃহস্পতিবার অপহৃতাকে বাজারিছড়া পুলিশ প্রাথমিক জিঙ্গাসাবাদের পর তাকে মেডিকেল চেকআপ সহ ম্যাজেস্টেটের কাছে বয়ান নথিভুক্ত করাতে মহিলা পুলিশ হেফাজতে করিমগঞ্জ প্রেরণ করে ওখানকার যাবতিয় কাজ শেষে তাকে আজই আদালতের নির্দেশে নিজের মা বাবর কাছে সমঝে দেওয়া হয়।এ মর্মে বাজারিছড়া থানার তদন্তকারি পুলিশ অফিসার মানবজ্যোতি মালাকার জানান যে,কাইসর প্রথমে নিজেকে হিন্দু দাস পদবির যুবক বলে পরিচয় দিয়ে টিনার সাথে ভাব জমিয়ে তোলে।

কিন্তু এতেও কাজ হচ্ছে না দেখে শেষে তাকে ফুঁসলিয়ে অপহরণ করে পালিয়ে নিয়ে যায় বলে পুলিশে লিখিত এজাহার দাখিল করেছিলেন অপহৃতার পরিবার।শেষে তাকে উভয় রাজ্য পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধারে সাফল্য আসায় কিছুটা হলেও স্বস্তির নিশ্বাস নিচ্ছে দুটি রাজ্যের পুলিশ।এদিকে কদমতলা থানার এসআই সাধন মজুমদার জানান যে, অপহরণকারিকে ধরতে পুলিশ সবদিকে জাল বিছিয়েছে।তবে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ফাটল ধরাতে একটি বিশেষ দুষ্টচক্র এসব অসমান প্রেম ও লাভ জিহাদে প্রচ্ছদ মদত যুগিয়ে যাচ্ছে।ওরা দেশ ও সমাজের শত্রু।এদের কঠোর হাতে সমাজ থেকে দমন ও বয়কট করার দাবি উঠছে।

কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

পদে নিযুক্তি পাওয়ার পর পীযূষ কান্তি বিশ্বাস রাজ্যের সর্বত্র কংগ্রেস সংগঠনকে মজবুত করার উদ্যোগ নিয়েছেন বলেও দাবি করেন দলীয় মুখপাত্র হরেকৃষ্ণ ভৌমিক।

ট্রেনেযাত্রা করল হনুমান

পাচের পাতার পর

শিয়ালদহ গোবরডাঙা লোকাল ছাড়ার পর থামে বিধাননগরে ঊ বিধাননগরে থামতেই ট্রেন উঠে পরে হনুমাটি ঊ যাত্রী সরিয়ে জানলার ধারের সিটে বসে প্রকৃতি দর্শন করতে করতে ট্রেনের দুলুনিতে দুললো সেও ঊ এক যাত্রী কমলালেবু দেওয়াতে হাত বাড়িয়ে জানলার ধারে বসে বসেই খোসা ছাড়িয়ে সেটি খেয়ে নেয় হনুমানটিঊ এরপর গোবরডাঙা স্টেশনে ট্রেন ফাঁকা হতেই অন্যান্য যাত্রীদের মতো নম্র ভাবে মাথা নিচু করে ট্রেন থেকে নেমে পরে হনুমানটিও ঊ প্রত্যক্ষদর্শীরা কথায় কাউকে নাকি বিন্দু মাত্রও জ্বালাতন করেনি হনুমানটিঊ চুপচাপ জানলার ধারেই বসেছিলঊ

স্কুল পড়ুয়া

তিনের পাতার পর

উদ্ধার করে স্থানীয়রা হাসপাতালে ভরতি করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। ঘাতক লরি ও দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইকটিকে উদ্ধার করা হয়েছে। লরির চালক পলাতক। তার খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। ি

লকেট চট্টোপাধ্যায়

তিনের পাতার পর

ব্যানার্জী সরব হন। অথচ মালদা, দত্তপুকুরে ঘটনা ছোট ঘটনা বলে সাফাই দেন। মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হয়েও এরাজ্যে মহিলার অসুরক্ষিত। মানুষ সেটা বুঝে গেছেন। ২০২১ সালে রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠন করবে।'

বাংলাদেশে কক্সবাজার এবং লক্ষ্মীপুরে সড়ক দুর্ঘটনা, মৃত্যু ৬ জনের

ঢাকা, ২ জানুয়ারি (হি.স.): বাংলাদেশের কক্সবাজার ও লক্ষ্মীপুরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হল ৬ জনেরঊ পৃথক দুর্ঘটনায় ৬ জনের মৃত্যুর পাশাপাশি আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১১ জনঊ বুধবার রাতে প্রথম দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কক্সবাজারেঊ চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সড়কে বাস ও গাড়ির সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনেরঊ নিহতরা প্রত্যেকেই গাড়ির যাত্রী ছিলেনঊ এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন একজঊ মৃতদের নাম হল-মাসুদ কিবরিয়া, জামাল উদ্দিন ও জানে আলম।

বৃহস্পতিবার সকালে অপর দুর্ঘটনাটি ঘটেছে লক্ষ্মীপুরেঊ বৃহস্পতিবার সকালে লক্ষ্মীপুর-বেগমগঞ্জ সড়কে পল্লীবিদ্যুৎ এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি পিকআপ ভ্যান উল্টে যায়, তারপর খাদে পড়ে যায়ঊ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জনেরঊ নিহতরা প্রত্যেকেই পেশায় নির্মাণ শ্রমিকঊ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১০ জনঊ লক্ষ্মীপুর শহর পুলিশ ফাঁড়ির এসআই কাউছার জানিয়েছেন, আহতদের প্রত্যেককে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

যে রাজ্যে মাদার টেরিজার মতো মানুষ থেকেছেন, সেখানে এত হিংসা কেন থাকবে : রাজ্যপাল

কলকাতা,২ জানুয়ারী (হি.স.):নতুন বছরের দ্বিতীয় দিনেই মাদার হাউসে যান রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় ঊ মিশনারিজ অফ চ্যারিটি-কে ৫১ হাজার টাকা অনুদানও দেন রাজ্যপালঊ এরপরই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন রাজ্যপাল ঊ

রাজ্যপাল বলেন, "যে রাজ্যে মাদার টেরিজার মতো মানুষ থেকেছেন, সেখানে আজ এত হিংসা কেন থাকবে ! পশ্চিমবঙ্গ মহামানবদের ভূমি, যাঁরা বিশ্বকে পথ দেখিয়েছেনঊ কিন্তু এই রাজ্যের সাম্প্রতিক অবস্থা এখন দুঃখজনকঊ ভারতের সংবিধান দেখলে তারমধ্যে রাম, অর্জুন - এইসব নজরে আসবেঊ কিন্তু, আজ এইসব নিয়ে আলোচনা করলে বলবে ধর্ম নিরপেক্ষতা সংকটে পড়ে গেছে "ঊ

মাদার হাউসে সময় কাটানোর পর রাজ্যপাল চলে যান ৩০০ মিটার দূরে শিশু ভবনেওঊ বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটান শিশু ভবন এর অনাথ শিশুদের সাথেও ঊ তাদের জন্য রাজ্যপাল সামগ্রীও উপহার দেনঊ শিশুদের সঙ্গে গানে অংশও নেন রাজ্যপাল ঊ

আগরতলা

● প্রথম পাতার পর

নিতে পরোক্ষভাবে হুমকি দিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, নির্যাতনকারীদের সহযোগিতা করেছেন তিনি। সোমা মজুমদারের অভিযোগ, নির্যাতনকারীদের আইনজীবী ঠিক করে দিতে সহযোগিতা করেছেন সুদীপবাবু। অথচ এখন বর্তমান সরকারের আমলে নারী নির্যাতনের ঘটনা রদ করতে মিছিলের ডাক দিয়েছেন তিনি।

তিনি সুদীপ রায়বর্মণের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে জানতে চান, তখন কোথায় ছিলেন আপনি? আমার জন্য এগিয়ে আসেননি কেন? অথচ আজ নারীর জন্য মাঠে নামতে পারছেন! কার্যত সোমা মজুমদার নারী নির্যাতন ইস্যুতে বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণের বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ এনেছেন। তাছাড়া স্বদলীয় হয়েও বিজেপির বিরুদ্ধে সুদীপবাবু ষড়যন্ত্র করছেন বলেও সোমা মজুমদার তোপ দাগেন।

বিজেপি মহিলা মোর্চার প্রদেশ সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত বলেন, আজ কোনও বিচারের জন্য মিছিলের ডাক দেওয়া হয়নি। কারণ ত্রিপুরায় এখন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের নেতৃত্বে শাসনে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে না। অথচ ত্রিপুরায় নারী নির্যাতন বৃদ্ধি পেয়েছে দাবি করে নতুন একটি মঞ্চ গঠন হয়েছে। পাপিয়া দত্তের কথায়, বাম আমলে টাটা কালিবাড়ির ঘটনায় বর্বরতা চরম সীমায় পৌঁছেছিল। কিন্তু সেদিন নির্যাতিতার পাশে দাঁড়াননি আজকের নারীদরদিরা। তিনিও প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে জানতে চান, সেদিন কেন টাকার বিনিময়ে নির্যাতনের ঘটনায় আপস করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল একজন নারীকে? পাপিয়া বলেন, বিজেপি মহিলা মোর্চার প্রদেশ সম্পাদিকা সোমা মজুমদার সেদিন নির্যাতিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পাশে তখন কেউ দাঁড়াননি। আজ তাই তাঁর ডাকে মিছিলে পা মেলাতে হাজির হয়েছি আমরা, বলেন পাপিয়া দত্ত।

এদিকে, মিছিল শেষে সভায় সমসুরে বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন নারীনেত্রীরা। সাথে নারী নির্যাতন ইস্যুতে সমস্ত ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় অঙ্গীকারবদ্ধ হন তাঁরা।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

৪৭-তম বিজ্ঞান, অঙ্ক এবং পরিবেশ বিষয়ক প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে স্মরণিকার আবরণ উন্মোচন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এছাড়া গত বছর কলকাতায় অনুষ্ঠিত পূর্বাঞ্চলীয় বিজ্ঞান মেলায় সাফল্য অর্জন করার জন্য তিন ছাত্রকে অনুষ্ঠানমঞ্চে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। সংবর্ধনাস্বরূপ তাদের হাতে স্মারক উপহার তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী-সহ অনুষ্ঠানের অন্যান্য অতিথিগণ। অনুষ্ঠান শেষে ইসরোর একটি ভ্রাম্যমান গাড়ির ফিতা কেটে শুভ সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

সভ্যতার অগ্রগতি এবং মুক্ত মনের বিকাশের জন্য বিজ্ঞান চর্চা অত্যন্ত প্রয়োজন। বিজ্ঞানের নিত্য নতুন আবিস্কার সভ্যতাকে বিকশিত করেছে এবং আমাদের জীবনযাত্রাকে আরামপ্রদ করেছে। বিজ্ঞান মেলায় অংশ নিয়ে এ-কথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। সাথে তিনি যোগ করেন, জেলাভিত্তিক বিজ্ঞান মেলায় আবার প্রদর্শিত মডেলের সংখ্যা বেড়েছে।

তিনি বলেন, এন সি ই আর টি'র গাইড লাইন মেনেই এই ধরনের বিজ্ঞান মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়ে থাকে। এবারের রাজ্যভিত্তিক এই বিজ্ঞান, অংক ও পরিবেশ বিষয়ক প্রদর্শনীতে রাজ্যের ৮টি জেলা থেকে ১০টি করে মোট ৮০টি মডেল প্রদর্শিত হবে। তার কথায়, জেলাভিত্তিক বিজ্ঞান মেলাগুলিতে গত বছরের তুলনায় এবার বেশী মডেল প্রদর্শিত হয়েছে। জেলাভিত্তিক বিজ্ঞান মেলাগুলিতে যেখানে গতবছর ৪০৭টি মডেল প্রদর্শিত হয়েছিল সেখানে এবছর জেলাভিত্তিক বিজ্ঞান মেলায় ৬৮৮টি মডেল প্রদর্শিত হয়েছে। এবারের বিজ্ঞান, অংক ও পরিবেশ বিষয়ক প্রদর্শনী ও মেলার অন্যতম আকর্ষণ হল মেলায় ইসরোর ১২ জন বিজ্ঞানী উপস্থিত থাকবেন এবং আলোচনায় অংশ নেবেন। এরমধ্যে আমাদের রাজ্যের ২ জন বিজ্ঞানীও রয়েছেন। ইসরোর পদ্মশ্রী প্রাপক বিজ্ঞানী ভি. আধিমূর্তিও থাকবেন যিনি চন্দ্রযান -১ এবং ২ অভিযানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার শিক্ষাকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। বিজ্ঞান ও অংক এই দুটি বিষয়ে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের খুঁজে বের করার লক্ষ্যে এবছর থেকে 'সায়েন্স এণ্ড ম্যাথ টেলেন্ট সার্চ' নামে নতুন একটি প্রকল্প চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। এই প্রকল্পে দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণীর ২০০ জন অংক এবং ২০০ জন বিজ্ঞান বিষয়ে মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে ১৫ মাসে ৫০০ টাকা করে স্কলারশীপ দেওয়া হবে। এছাড়াও রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতীয়স্তরে শীর্ষে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে সুপার থার্টি, স্কুল অব এক্সেলেন্স ইত্যাদি প্রকল্পও রাজ্য সরকার চালু করেছে।

প্রত্যাঘাত ভারতের

আটের পাতার পর

সেনাবাহিনী। পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

জলের সংকট

আটের পাতার পর

ব্যাধি ম্যালেরিয়া রোগের ছোঁবলে বে ঘোরে মৃত্যুর মুখে পতিতত হতে হচ্ছে সময়ে সময়ে। মঙ্গিয়াকামী ব্লকের অধীনে ত্রিপুরা বস্তির চৌরতন পাড়া। এই উপজাতি অধ্যুষিত পাড়াটিতে অধিকাংশ ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের লোকজনরা বসবাস করে। বসবাসকারী উপজাতিরা শ্রমজীবী। তাদেরকে জলের প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করতেই উরা ক্ষোভের সাথে জানায়। বিগত আর বর্তমানে সবসময় রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে শুরু করে প্রসাসনের কর্মকর্তারা পরিশোধিত জলের ব্যাপারে কেবল প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছে। বাস্তবে জলের চিত্র এমন এক অবস্থা, যা অসহ্যকর।

তানসেন

● প্রথম পাতার পর

তাতে, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছেন। লিটল হার্টস সংস্থাই সমস্ত চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেছে। মনীশ বলেন, ২০১৭ সালের ২১ ডিসেম্বর থেকে তানসেন মিয়া লিটল হার্টস সংস্থার তত্বাবধানে রয়েছেন। পুলিশ তাকে উদ্ধার করে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল। কারণ, তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন।মনীশের কথায়, তানসেন বাংলাদেশের চিটাগাং ডিভিশনের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার শিবপুরের ইসলামপুর গ্রামের বাসিন্দা। বাংলাদেশ হাইকমিশন তার ঠিকানা নিশ্চিত করেছে। সে মোতাবেক গত ১৩ জুলাই তার পরিবারের সাথে যোগাযোগ সম্ভব হয় আমাদের। এরপর থেকেই তাকে দেশে ফিরে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। অবশেষে, গতকাল রাতে আগরতলায় আখাউড়া চেকপোস্ট দিয়ে তার পরিবারের সদস্যরা তাকে বাড়ি ফিরে নিয়ে গেছেন, জানান মনীশ কুমার।

চুড়াইবাড়িতে

● প্রথম পাতার পর

ভিত্তিতে নদীয়াপুর রেল স্টেশনে অভিযান চালান।অভিযান চালিয়ে করযুক্ত সামগ্রীর ৩ টি বস্তায় ১৫০ কেজি ছিটকারির রাবার এবং ৪ টি কার্টুনে ৩৮৪ বোতল গ্যাস লাইটের সিলিন্ডার উদ্ধার করেন।সাথে ঐ করযুক্ত সামগ্রীর মালিক দিপু দাস পিতা মৃত সতীশ দাসকে আটক করেছে পুলিশ।তার বাড়ি শিলচরে বলে জানিয়েছে সে।উদ্ধারকৃত করসামগ্রীর কোন বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেনি মালিক দিপু দাস।

ওসি আরো জানান,উদ্ধারকৃত কর ফাঁকি দিয়ে আনা সামগ্রীর বাজারমূল্য প্রায় লক্ষাধিক টাকা।পাশাপাশি ওসি জয়ন্ত দাস আরো জানান, উনারা ১২/২০ নম্বরের একটি জিডি এন্টি করে করযুক্ত সামগ্রী ও সামগ্রির মালিক দিপু দাসকে চুরাইবারি বিক্রয়কর দপ্তরের হাতে তুলে দিয়েছেন।

তবে রেলপথ ও সড়ক পথ দিয়ে অহরহ করযুক্ত সামগ্রী কর ফাঁকি দিয়ে রাজ্যে প্রবেশ করলেও বিক্রয় কর দফতরের আধিকারিকরা আজ পর্যন্ত সে ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি।কান পাতলেই শোনা যায় বিক্রয় কর দফতরের আধিকারিকরা মোটা অংকের প্রণামীর বিনিময়ে অসাধু ব্যবসায়ীর সাথে হাত মিলিয়ে কর যুক্ত সামগ্রী কর ফাঁকি দিয়ে রাজ্যে প্রবেশ করাচ্ছেন।আর রাজ্য সরকার মার খাচ্ছে রাজস্ব।

আইনমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

বেড়ে গেছে। নেশা সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা বেড়েছে। তিনি আরও বলেন, ২০১৬ ও ২০১৭ এই দুই বছরের মোট অপরাধের মধ্যে মহিলা সংক্রান্ত অপরাধের হার ছিল ২৫ শতাংশ। আর বর্তমান সরকারের দুই বছরে অর্থাৎ ২০১৮ ও ২০১৯ সালের মোট অপরাধের মধ্যে মহিলা সংক্রান্ত অপরাধের হার কমে হয়েছে ১৮.২৩ শতাংশ।

এদিন আইনমন্ত্রী বলেন, প্রকৃত তথ্য অনেকেরই জানা থাকে না। নানা কারণে তথ্য সকলের কাছে পৌঁছায় না। তাই, রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থা নিয়ে জনগণের কাছে প্রকৃত তথ্য তুলে ধরার তাগিদ দেখা দিয়েছে। তিনি বলেন, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন রাজ্যে নারীদের উপর নির্যাতন নিয়ে যে র্যালির ডাক দিয়েছেন, এখন এই তথ্য জানতে পেরে তা তিনি প্রত্যাহার করবেন। আইনমন্ত্রীর বিশ্বাস, সুদীপবাবুর রাজনৈতিক প্রাজ্ঞতা রয়েছে। প্রকৃত সত্যের ভিত্তিতেই তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন।

রিমান্ড

● প্রথম পাতার পর

করেছিল। তারা কলকাতায় বসে এটিএম হ্যাক করেছিল। তাদেরকে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ গত ১৯ নভেম্বর গ্রেফতার করেছিল।

এ বিষয়ে ত্রিপুরা পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখার ডিএসপি দীপঙ্কর পাল জানিয়েছেন, আগরতলায় বেশ কয়েকজন গ্রাহকের টাকা হ্যাক করে এটিএম থেকে লুটে নিয়েছিল এরা। এরা ত্রিপুরা ছাড়াও মুম্বাই, দিল্লি, কলকাতা এবং গুয়াহাটিতেও এটিএম হ্যাক করে অনেকের টাকা লুটেছে। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ তাদের গ্রেফতার করার পর ত্রিপুরা পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখার একটি টিম কলকাতায় উড়ে গিয়েছিল তাদের রাজ্যে আনার জন্য। দীর্ঘ চেষ্টার পর তাদের কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে আগরতলা আনা হয়েছে।

সরকারি আইনজীবী বিদ্যুৎ সূত্রধর জানান, গত নভেম্বরের প্রথম এবং দ্বিতীয় সপ্তাহে ত্রিপুরায় বেশ কয়েকজনের এটিএম হ্যাক হয়েছিল। প্রতারিত গ্রাহকরা নিজ নিজ এলাকার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। তার মধ্যে গত ১৫ নভেম্বর পশ্চিম আগরতলা থানায় দুটি অভিযোগ জমা পড়ে। বিদ্যুৎবাবু বলেন, তদন্তে নেমে সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চ জানতে পারে হ্যাকাররা আগরতলায় বসেই হ্যাকিঙের ছক এঁকেছিল। তারাই সমস্ত এটিএম কাউন্টারে ক্লোনিং মেশিন বসিয়েছিল। তার পর এরা আগরতলা ছেড়ে কলকাতায় বসে হ্যাক করে টাকা লুটছিল।

শিক্ষকদের

● প্রথম পাতার পর

মিলের রান্নার জন্য স্কুলের পাশে একটা কুঁয়ো থেকে স্কুলের ছোটছোট ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে জল তোলা হয়। কুয়োটি গভীরতা রয়েছে প্রায় পঁচিশ ফুট। স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী দিনের পর দিন মিড ডে মিলের রান্নার জল আনতে বাধ্য করে এইভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের নির্মমভাবে নির্যাতন করছে। এ ব্যাপারে গ্রামবাসীরা চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীকে বারণ করলেও উল্টো গ্রামবাসীদের ধমক দিয়ে বলে যে, সরকারি স্কুলে পড়াশুনা করলে এই কাজটুকু করতেই হবে। তাছাড়া স্কুল প্রতিদিনই এগারোটা কিংবা সাড়ে এগারোটায় বন্ধ হয়ে যায় বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ রয়েছে।

সংবাদ সংগ্রহ করতে সংবাদ প্রতিনিধিরা এই স্কুলে গেলে এই অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়। দুপুর সাড়ে এগারোটায় সংবাদ প্রতিনিধিরা স্কুলে গিয়ে দেখে স্কুল বন্ধ রয়েছে। স্কুলের স্টাফরুমে একমাত্র হরিণাম দেববর্মা নামে শিক্ষক রয়েছেন। এইসব ব্যাপারে গ্রামবাসীরা প্রকাশ্যেই অভিযোগ করেছেন। শিক্ষক হরিনাম দেববর্মা সবগুলি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন যে, শুভেন্দু চাকমা ও উত্তম দে এই দুই শিক্ষক প্রায়ই স্কুলে আসে না। এই খবর কয়েকবার দপ্তরকে জানানোর পরও কোন হেরফের হয়নি। স্কুলের এইসব ঘটনা গ্রামবাসীরা স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সহ অন্যান্যদের জানালেও আজ অবধি পঞ্চায়েত এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

উদয়পুরে

● প্রথম পাতার পর

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক যুবকের। মৃত যুবকের নাম সুমন দেববর্মা। জিরানিয়ার খামার বাড়ি এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি বাঁশের গাড়ির সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষ ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে বলে জানালেন মৃত সুমন দেববর্মার ভাই রাধা দেববর্মা। মৃত সুমন দেববর্মা সিমেন্টের দোকানে কাজ করত বলেও সে জানায়।

ভাঙচুর

● প্রথম পাতার পর

প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে টেস্ট পরীক্ষার ফলাফলকে কেন্দ্র করেই ঘটনাটি ঘটেছে।

াঙ্গন

চোটের কবলে সুশীল কুমার ৭৪ কেজির ট্রায়াল স্থগিত হচ্ছে না, জানাল কুস্তি ফেডারেশন

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি (হি.স.) : ভারতীয় কুস্তিগীর সুশীল কুমার চোটের কারণে দেখিয়ে ৭৪ কেজির ফ্রি স্টাইল কুস্তির ট্রায়াল স্থগিত করার অনুরোধ করলেও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ফেডারেশনের তরফে খারিজ করে দিল। ফেডারেশনের পক্ষ থেকে কোনও ট্রায়াল স্থগিত হচ্ছে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় এই কুস্তিগীর তাঁর চোট প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, "হাতে সামান্য চিড় ধরেছে। সেকারণেই ট্রায়াল থেকে নাম তুলে নিতে বাধ্য হলাম।" হাতের চোট প্রসঙ্গে ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনকে ইতিমধ্যে নিজের মেডিক্যাল রিপোর্ট দিয়েছেন সুশীল। চোটের জন্য সুশীল ৭৪ কেজি বিভাগের কুস্তির ট্রায়াল স্থগিত রাখার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। শুক্রবার থেকে ছেলেদের ফ্রি-স্টাইল কুস্তি ও গ্রিকো রোমান কুস্তি দলের ট্রায়াল হবে। ট্রায়াল থেকে বাছাই করা অলিম্পিকের কুস্তির যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচের জন্য যাবে। ২৭ থেকে ১৯ মার্চ টোকিও অলিম্পিকের যোগ্যতা অর্জনের জন্য এশিয়ার প্রতিযোগীরা লড়াইয়ে নামবে। কুস্তির ফেডারেশনের পক্ষ থেকে এদিন সুশীলের চোট নিয়ে আলোচনা হয়। যারপর সুশীলের ক্যারাগরির ট্রায়াল পিছনো হচ্ছে না বলে জানা গিয়েছে। কুস্তি ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট

কোচ আচরেকররের প্রথম মৃত্যু বার্ষিকীতে সচিন-কাম্বলিদের শ্রদ্ধা

মুম্বই, ২ জানুয়ারি (হি.স.) : কোচ আচরেকররের প্রথম মৃত্যু বার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানালেন সচিন-কাম্বলিরা। গত বছরের এদিনে প্রয়াত হয়েছিলেন ,সচিন তেন্ডুলকর, বিনোদ কাম্বলি, অজিত আগারকর, প্রবীণ আমরে, রমেশ পাওয়ারদের মতো ভারতীয় দলের তারকা ক্রিকেটারদের তৈরি করা কোচ রমাকান্ত আচরেকর। প্রিয় ছাত্রদের কাঁধে চেপেই অন্তিম যাত্রায় গিয়েছিলেন তিনি। সেই দিনের স্মৃতি জাগ্রত হয়েছে সচিন তেন্ডুলকরের একই টুইটে। শিক্ষাগুরুর সঙ্গে নিজের ছবি পোস্ট করে সচিন লিখেছেন, "আচরেকর স্যার"-র স্থান তাঁর হৃদয়ে। শৈশবের কোচ রমাকান্ত আচরেকরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন তারকা বিনোদ কাম্বলিও। শিক্ষাগুরুর মৃত্যু দিবসে তাঁর সঙ্গে নিজের ও পরিবারের সদস্যদের ছবি পোস্ট করেছেন কাম্বলি। লিখেছেন, গুরু আচরেকরের মতো মেন্টর একজনই হন। শুধু ক্রিকেট শিক্ষা নয়, আচরেকর স্যার তাঁকে জীবনের শিক্ষা দিয়েছেন বলেও লিখেছেন বিনোদ কাম্বলি। বিশ্বের সবকটি রেকর্ডের অধিকারি সচিন তেন্ডুলকরের শিক্ষাগুরু রমাকান্ত আচরেকর ১৯৯০ সালে দ্রোণাচার্য পুরস্কার পান। ২০১০ সালে তাঁকে পদ্মশ্রী পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শেষ টেস্টে অনিশ্চিত নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন

সিডনি, ২ জানুয়ারি (হি.স.) : অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজের তৃতীয় তথা শেষ টেস্টে অনিশ্চিত নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন। একা অধিনায়কই নন, কিউয়ি স্কোয়াডের আরও দুই তারকাও শেষমেশ এসসিজি'তে খেলতে নামতে পারবেন কি না, সে বিষয়েও অনিশ্চিত দেখা দিয়েছে। নিউজিল্যান্ড দলের তিন তারকা একসঙ্গে ভাইরাল ইনফেকশনের বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছেন। উইলিয়ামসন ছাড়া এই তালিকায় রয়েছেন হেনরি নিকোলস ও মিচেল স্যান্টনার। উইলিয়ামসন ও নিকোলস পর পর দু'দিন দলের অনুশীলনে হাজির থাকতে পারেননি। স্যান্টনার বৃহস্পতিবার জ্বরের উপসর্গ নিয়ে হোটেলবন্দি ছিলেন। এই অবস্থায় সিডনিতে পুর্ণ শক্তির দল নামানোই মাথা ব্যথা হয়ে দাঁড়িয়েছেন কিউয়ি শিবিরের। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তড়িঘড়ি দেশ থেকে গ্লেন ফিলিপসকে উড়িয়ে এনেছে নিউজিল্যান্ড। এই প্রথমবার টেস্ট স্কোয়াডের জন ডাক পেলেন গ্লেন। পড়ে পাওয়া সুযোগে তিনি টেস্ট ক্যাপ হাতে পেলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে হারিয়ে নতুন বছরের যাত্রা শুরু আর্সেনালের

লন্ডন, ২ জানুয়ারি (হি.স.) : ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে হারিয়ে নতুন বছরের যাত্রা শুরু করল আর্সেনাল। একইসঙ্গে ক্লাবের প্রাক্তনী মিকেল আর্তেতার প্রশিক্ষণে প্রথম জয় গানার্সদের লিগ টেবিলে তুলে আনল দশ নম্বরে। গত ১৩টি প্রিমিয়র লিগ ম্যাচে এই নিয়ে দ্বিতীয় ম্যাচে জয় পেল আর্সেনাল। এমিরেটস স্টেডিয়ামে গানার্সদের হয়ে গোলদু'টি করলেন নিকোলাস পেপে ও সক্রেটিস। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার মিনিট সাতেক আগে দি গিয়ার একটি দুর্বল ক্লিয়ারেন্সের সুযোগ নিয়ে ব্যবধান প্রায় দ্বিগুণ করে ফেলেছিলেন পেপে। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় গোলের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় পোস্ট। ২০ গজ দূর থেকে নেওয়া তাঁর বাঁ-পায়ের শট দি গিয়াকে পরাস্ত করলেও পোস্টে লেগে ফিরে আসে। কিন্তু বিপক্ষ ডিফেন্সে চাপ বজায় রেখে বিরতির আগেই দ্বিতীয় গোল তুলে নেয় গানার্সরা। এক্ষেত্রেও অবদান সেই পেপের। তাঁর বাঁক খাওয়ানো কর্নারে ল্যাকাজেত্তের ফ্লিক দি গিয়া কব্জা করতে ব্যর্থ হলে তা জমা পড়ে অরক্ষিত সক্রেটিসের পায়ে। ফাঁকা গোলে বল ঠেলে স্কোরলাইন ২-০ করেন তিনি। এই জয় আর্সেনালকে লিগ টেবিলে তুলে আনল দশে। ২১ ম্যাচে গানার্সদের পয়েন্ট ২৭। ২১ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচেই রইল সোল্কজায়েরের দল।

টি-২০ সিরিজ খেলতে ভারতে পৌঁছল শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট দল

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি (হি.স.) : তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজ খেলতে বৃহস্পতিবার ভারতে পৌঁছল শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট দল। অভিজ্ঞ পেসার লাসিথ মালিঙ্গার নেতৃত্বে বিরাট কোহলিদের চ্যালেঞ্জ সামলাবেন দ্বীপরাষ্ট্রের ক্রিকেটাররা। দলে ফিরিয়ে আনা হয়েছে শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন অধিনায়ক অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউসকে। আগামী ৫ জানুয়ারি অসমের গুয়াহাটিতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টি-২০ খেলবে ভারত। মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে দুই দলের মধ্যে দ্বিতীয় টি-২০ অনুষ্ঠিত হবে ৭ জানুয়ারি। ১০ জানুয়ারি পুনেতে সিরিজের শেষ টি-২০ ম্যাচে ভারতের মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কা। শ্রীলঙ্কা দল : লাসিথ মালিঙ্গা (অধিনায়ক), দানুশকা গুনাতিলকা, অভিস্কা ফার্নান্ডো, অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস, দাসুন শানাকা, কুশল পেরেরা, নিরোশান ডিকওয়েলা, ধনঞ্জয় ডি সিলভা, ইসুরু উড়ানা, ভানুকা রাজাপক্ষ, ওশাড়া ফার্নান্ডো, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, লাহিরু কুমারা, কুশল মেন্ডিস, লক্ষ্মণ সান্দাকান, কাসুন রাজিথা।

PUBLIC NOTICE

Dated: 2nd January 2020

Hon'ble High Court in the case number WA No.111 of 2012 dated 19.06 2019, directed the Director, Urban Development Department, Government of Tripura to use one five storied building near Rabindra Shatabarshiki Bhawan on Shakuntala Road, Agartala which has been earlier the property of Rose Valley Pvt Limited and has been under attachment in the custody of Sub Divisional Magistrate Sadar.

As per the said verdict of the Hon'ble High Court of Tripura, Urban Development Department took over the possession of this building from Sub Divisional Magistrate Sadar on 27.08.2019. List of inventory taken into possession by UD Department is enclosed herewith. As per the decision of the State Government, two floors will be occupied by the Urban development Department, one floor will be occupied by the Agartala Smart City Limited and rest two floors and ground floor will be given on rent to 14 some Government/PSU/Private offices etc to generate some income through rent for day to day operation and maintenance of this building such as cleaning and sweeping, electric maintenance and payment of electric charges, deployment of security services, maintenance of lifts , repayment of loan of Agartala Smart City Limited etc. For this purpose the State Government has decided to create a Registered Society under Societies Registration Act 1860 under the chairmanship of the Secretary, Urban Development Department. This society is now called as "Society for Management of UD Bhawan".

Said building will now be called as U.D. Bhawan as all the offices of Urban Development Department such as Directorate of Urban Development UD Engineering Wing, Tripura Urban Planning & Development Authority (TUDA), Town & Country Planning Office, Tripura- Real Estate regulatory Authority (T-RERA) etc started functioning from this building i.e. UD Bhawan from 1st January 2020. After taking over of this building, all the damaged inventory along with various papers and records which were found in dilapidated condition and thrown here or there have been stored in two rooms on the ground floor safely by the UD Department. Some inventory which is in proper condition has been put to use for office purpose. The list of inventory is enclosed for the informatio general public.

(Dr Milind Ramteke IAS) Director
Urban Development Department
Government of Tripura

List of Inventory of five storied building (now UD Bhawan) taken over from SDN1 Sadar. the then Custodian on 27.08.2020 as per the order of the Hon'ble High Court in the Case No: WA No. 111 of 2012

1. Ground Floor:

SL NO	Name Of Items	Number of Items	Condition of Items
1.	Arm chair	13 Nos	Unusable
2.	Stand Fan (Big Size)	01 No	Unserviceable
3.	Wooden Shelve	01 No	Broken
4.	Electronic Appliance	02 Nos	Unserviceable
5.	Godrej Iron Safe Locker	01 No	Without Key
6.	Steel Almirah	18 Nos	Without Key
7.	Cement Filter	05 Nos	Unuseable
8.	Mahindra XUV-500(Four Wheeler) Reg. No- TR01-AU-0777	01 No	Key not found and apparently appeared to be unusable.
9.	Tata Sumo Victa Di –GX Reg. No- TR01-W-0374	01 No	Key not found and apparently appeared to be unusable.
10.	Tata Sumo Victa-LX Reg. No-TR01-Q-0339	01 No	Key not found and apparently appeared to be unusable.
11.	Mahindra Scorpio SLX Reg. No-TR01-R-0659	01 No	Key not found and apparently appeared to be unusable.
12.	Tata Sumo Reg. No- TR01-N-0800	01 No	Key not found and apparently appeared to be unusable.
13.	Electric Box	01 No	Found broken
14.	Power Generator	01 No	Unusable.
15.	Motor Room with control switch		Unusable.
16	False Ceiling structure		Partly damage and maintenance required.
17	Water sanitation system		Damage
18	Electrical system		Damage
19	Heaps of files and papers		Related to Rose Valley.

2) 1st Floor

SL NO	Name Of Items	Number Of Items	Condition Of Items
1.	Electronic Cold Refrigerator(Bluestar)	2 Nos	Unserviceable
2.	Conference Table	01 Nos	Useable
3.	Arm Chair	60 Nos	Useable
4.	Small size steel Drawer	27 Nos	Without Key and requires some maintenance.
5.	Sofa Set Big Size	04 NOS	Requires some maintenance.
6.	Steel Almirah	01 No	Without Key and requires some maintenance.
7.	Steel shelve	03 Nos	Useable
8.	Steel Executive Table (Without Key)	03 Nos	Useable
9.	Corporate fixed Wooden Table	07 Nos	Requires some maintenance.
10.	Studio Table	01 Nos	Useable
11.	Super Star Pro Lighting	05 Nos	Unusable
12.	Steel Shelve (Big Size)	06 Nos	Unusable
13.	Computer Monitor	02 Nos	Unusable
14.	Armed chair	20 Nos	Found in locked room and from eye view through glass door it appeared that few may require some maintenance.
15.	False Ceiling structure		Partly damage and maintenance required.
16.	Sanitary condition		Unusable, repairing required.
17.	Fire safety alarm system		Unusable

3) 2nd Floor

Front Door Locked and Back Door Open

SL NO	Name Of Items	Number Of Items	Condition Of Items
1.	Arm Chair	48 Nos	Useable
2.	Sofa Set	03 Nos	Unusable and requires some maintenance.
3.	Counter Compartment	18 Nos	Useable
4.	Cold Refrigerator	01 No	Unusable
5	Fax Machine	01 No	Unusable
6	Cease Fire Cylinder	04 No	Unusable
7	Steel small drawer	24 No	Useable(without key)
8	Tea table with glass top & iron frame	03 No	Useable
9	Half Secretariat Table	07 No	Useable
10	Heaps of Files and papers	Related to Rose Valley.	
11	False Ceiling structure	Partly damage and maintenance required.	

4) 3rd FLOOR

Sl. No.	Name of Items	Number of Items	Condition Of Items
1.	Cold Refrigerator (Bluestar)	02 Nos	Unuseable
2.	1 No. unclean Cafeteria		
a.	Armless Chair	29 Nos	Useable
b.	Table	09 Nos	Useable
c.	Steel Shelve	03 Nos	Usable (Without Key) but requires maintenance.
D.	Almirah (Big Size)	3 Nos	Usable (Without Key).
3.	1 Nos unclean hall (earlier restaurant)		
a.	Armless Chair	57 Nos	Useable
b.	Sofa Set	08 Nos	Useable
c.	Table	15 Nos	Useable
d.	Arm Chair	05 Nos	Useable
e.	Steel Shelve	12 Nos	Useable
f.	Restaurant Utensils	18 Nos	Unuseable
g.	Cease Fire Cylinder	10 Nos	Unuseable
h.	Plastic Chair	07 Nos	Useable
i.	Refrigerator	01 Nos	Unuseable
j.	Game Center box	02 Nos	Unuseable
k.	Cease Fire Cylinder	08 Nos	Unuseable
l	AC & CPU	spare parts	Unuseable
	floor)		

5) 4th Floor

Front Door Locked and Back Door Open

SL NO	Name Of Items	Number Of Items	Condition Of Items
1	Bill counter wooden	24 Nos	Maintenance required
2	Arm chair	45 Nos	Useable
3	Wooden file shelves	10 Nos	Useable
4	Sofa set	18 Nos	Useable
5	Plastic chair	41 Nos	Useable
6	Corporate counter, wooden (reception table)	2 Nos	Useable
7	1 No. unclean Branch Manager Room		
a)	Wooden table	4 nos	Useable
b)	Chair	6 nos	Useable
c)	Wood shelves	3 nos	Useable
d)	Sofa Set	3 nos	Useable
e)	Small Wooden Shelve	5 nos	Useable
8)	1 No.Training room		
a)	Training chair	25 nos	Useable
b)	Sofa set	1 no	Useable
c)	Wooden shelves	3 nos	Useable
d)	Tea table	2 nos	Useable
9)	Cold Water Refrigerator Blue Star	2 no	Unuseable
10)	Small Size wooden drawer	24 nos	Useable(no key)
11)	Fixed compartment	14 nos	Useable
12)	Small Size steel drawer	05 nos	Useable(no key)
13)	Cash locker (medium size)	02 nos	Useable(no key)
14)	Arm less chair	02 nos	Useable
15)	Floor tiles(2'X2')	24 nos	Damage
16)	False Ceiling structure (4th floor)	Partly damage and maintenance required.	

6) 5th Floor:

Front Door Locked and Back Door Open

SL NO	Name Of Items	Number Of Items	Condition Of Items
1	Refrigerator	1 no	Unuseable
2	Cabin	63 nos	Useable
3	Rack(Godrej with steering and rail)	5 nos	Useable
4	Arm chair	120 nos	Useable
5	Steel Godrej shelves small	58 nos	Useable
6	Wooden rack	16 nos	Useable
7	Full secretariat table	04 nos	Useable
8	Heaps of files and documents	Related to Rosevalley	
9	1 No. Conference hall		
a)	Godrej armed Chair	30 Nos.	Useable
b)	Steel Almirah	Big 1 no	Without key and useable.
		Small 1 no	Without key and useable.
c)	Conference Table	1 no	Useable
d)	Sofa set	02 no	Useable
10	Reception table	1 no	Useable
11	2 Nos. Branch Manager Room(unclean)		
a.	Single Sofa	4 Nos.	Useable
b.	Full Secretariat Table	2 Nos.	Useable
c.	Rack	3 No.	Useable
d.	Armed Chair	7 Nos.	Useable
e.	Wooden file shelve	12 Nos.	Useable

7) Terrace:

SL NO	Name Of Items	Number Of Items	Condition of Items
1	Electric Control Room	2 Nos.	Maintenance required.
2	CC Water Tank	2 Nos.	Pipelines damaged.
3	Iron Removal Plant	1 No.	Maintenance required.
4	Dish	1 Nos.	Maintenance required.

ICA/D-1501/2019-20

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 11/PNieT/EE/PWD/SBM/DIV/2019-20
Dated- 31-12-2019

The Executive Engineer. Sabroom Division, PWD(R&B). Sabroom, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of TrIpura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector uridertuk:ng / enterprise and eligible Bidders / Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/ Other State PWD up to 3.00 P.M. on 20-01-2020 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID IF POSSIBLE	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	DNIeT No-36/DNIeT/EE/SBM/ DIVN/2019-20	Rs.4,83,635.68	Rs.4,836.00	03 (Three) Months	Up to 15.00 Hrs on 06-01-2020	At 16.00Hrs on 10-01-2020	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	DNIeT No: 37/DNIeT/EE/SBM/ DIVN/2019-20.	Rs.5,62,069.01	Rs.5,621.00	03 (Three) Months				
3	DNIeT No: 38/DNIeT/EE/SBM/ DIVN/2019-20	Rs.5,50,917.43	Rs..5,509.00	03 (Three) Months				
4	DNIeT No: 39/DNIeT/EE/SBM/ DIVN/2019-20	Rs.13,03,459.62	Rs.13,035.00	03 (Three) Months				
5	DNIeT No: 40/DNIeT/EE/SBM/ DIVN/2019-20	Rs.13,01,363.49	Rs.13,014.00	03 (Three) Months				
6	DNIeT No -41/DNIeT/EE/SBM/ DIVN/2019-20	Rs.13,58,959.46	Rs.13,590.00	03 (Three) Months				
7	DNIeT No -42/DNIeT/EE/SBM/ DIVN/2019-20.	Rs.13,30,648.73	Rs.13,306.00	03 (Three) Months				
8	DNIeT No - 43/DNIeT/EE/SBM/ DIVN/2019-20.	Rs.6,67,986.17	Rs.6,680.00	03 (Three) Months				

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in.

Bid(s) shall be opened through online by respective bid openers on behalf of the Executive Engineer, Sabroom PWD (R&BL Sabroom, Sot.Ith Tripura and the same shall be accessible by intending bidder through website https://triouratenders.gov.in, However, intending bidders and other bidder may like to be present at the bid opening for any enquiry. Please contact by e-mail to eepwdsbm2015@gmail.com.

For and on behalf of the Governor of Tripura.
Executive Engineer
Sabroom Division,
PWD(R&B) Sabroom, South Tripura

ICA/C-2081/2019-20

PNIeT NO- 4.2/1EFIPWD(DWS)/AMII[2.0 I 9-20

Online percentage rate bids in single bid system is invited for the follwing works

Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Tender fee	Time for Completion	Deadline for online bidding	Place, Time and date of opening of online bid	Website for online bidding	Class of Bidder
1	**Name of Work:** - Construction of 03(three) nos. SBDTW by manual means and equipments provided by the contractor including installation of pump set electrical panel board to be installed in MS(18SWG) KIOSK, providing and laying of pipeline etc& commissioning of the tube well of CHawmanu RD Block (Group-III) *DNIe-T No.31/EE/PWD(DWS)/AMB/2019-20*	Rs. 1432428.00	Rs. 14324.00	Rs. 1000.00	90 (Ninety) days	Up to 15.00 Hrs on 20-01-2020	O/o the Executive Engineer, DWS Division, Ambassa at 16.30 Hrs on 22-01-2020	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class / category as per NIe-T

All details can be seen in the office of the undersigned. NH This detmled pc(Hs notice Sr hid documents tor the work.can seen on website www.tripur'atenders.gov.in at free olcost. Hut the bid can only he submitted after uploadinF, the mandatory scanned documents,a-S specified in this tender document un the e Procurement wehsite www.tripuratenders.gov,in For details please visit wwwaripuratenders.gov.in & lor any Linen. please contract : 03826267230 M 8787351471

For and on behalf of Governor of Tripura
(Er.H Chakma)
Fxecutive Faigineer DWS
Ainbassa, MAW District, Tripura
Dt. 26-12-2019

ICA/C-2083/2019-20

CMYK

জাগরণ 3 January, 2020, Friday আগরতলা ৩ জানুয়ারি, ২০২০ ইং, ■ ১৭ পৌষ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

দিল্লিতে ব্যাটারির কারখানায় আগুন বিস্ফোরণে একাংশ ভেঙে আহত ১৪

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি (হি.স.): ফের আগুন-আতঙ্ক রাজধানী দিল্লিতেঊ বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লির পীরাগড়হি এলাকায় অবস্থিত একটি ব্যাটারির কারখানায় আগুন লাগেঊ অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীরা আগুন নেভানোর সময় বিস্ফোরণে ভেঙে পড়ে ব্যাটারি কারখানার পিছরে একাংশঊ ধ্বংসসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে যান দমকল কর্মীরাঊ ওই কারখানায় একজন শ্রমিকও ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে যানঊ এরপর খবর দেওয়া হয় জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-কেঊ এনডিআরএফ এবং দমকল কর্মীরা উদ্ধারকাজ চালিয়ে ১৪ জনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করেছেনঊ আহত ১৪ জনের মধ্যে ১৩ জনই দমকল কর্মীঊ অতিরিক্ত ডিএসপি (আউটার) রাজেন্দ্র সাগর জানিয়েছেন, ‘আগুন নেভানোর সময় আচমকাই বিস্ফোরণের জেরে কারখানায় পিছনের একাংশ ভেঙে পড়েঊ এই ঘটনায় ১৪ আহত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ১৩ জন দমকল কর্মীঊ আগুন এখন নিয়ন্ত্রণে।

পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার সকাল ৪.৩০ মিনিট নাগাদ ব্যাটারির কারখানায় আগুন লাগেঊ আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় ঘটনাস্থলে যায় দমকলের ৩৫টি ইঞ্জিনঊ সকাল ন’টা নাগাদ আচমকাই বিপত্তিঊ তীব্র বিস্ফোরণে ভেঙে পড়ে কারখানায় পিছনের একাংশঊ ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে যান ১৩ জন দমকল কর্মী-সহ ১৪ জনঊ আগুন নেভানোর পাশাপাশি ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে তাঁদের উদ্ধার করার চেষ্টা করা হয়।

ঘন্টাখানেকেরও বেশি সময়ের প্রচেষ্টায় আহত অবস্থায় উদ্ধার সম্ভব হয় ১৩ জন দমকল কর্মী-সহ ১৪ জনকেঊ দমকল কর্মীদের প্রাথমিক অনুমান, কারখানায় থাকা একাধিক ব্যাটারি প্রচণ্ড গরম হওয়ার কারণেই বিস্ফোরণ হয়েছেঊ দমকল কর্মীরা জানিয়েছেন, এদিন আগুন নেভাতেও যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছেঊ কারণ, কারখানায় প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক মজুত ছিলঊ ফলে তীব্র ঝাঁঝালো ধোঁয়ায় কারখানার কাছে যেতে পারছিলেন না দমকল কর্মীরাঊ পরে অবশ্য মুখোশ ও অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়ঊ দমকল সার্ভিসের ডেপুটি চিফ ধরমপাল ভরদ্বাজ জানিয়েছেন, বিস্ফোরণের জেরে ১০-১২ জন দমকল কর্মী আহত হয়েছেনঊ আটকে পড়েছিলেন ৩ জন দমকল কর্মী-সহ ৪ জনঊ প্রত্যেককেই উদ্ধার করা হয়েছেঊ আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে কৃষিতে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য ত্রিপুরা পুরস্কৃত হয়েছে। ছবি সৌজনে - টুইটার।

সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না: বিজিবি প্রধান

।। **মনির হোসেন।। ঢাকা, ০২ জানুয়ারী** ।। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. সাফিনুল ইসলাম বলেছেন, বিজিবি অবৈধভাবে কাউকে সীমান্ত অতিক্রম করতে দেবে না, ঢুকতেও দেবে না। ভারতের রাজধানী দিল্লিতে বিজিবি-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ে বৈঠক শেষে বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বিজিবি মহাপরিচালক এসব কথা বলেন।

সংবাদ সম্মেলনে মেজর জেনারেল মো. সাফিনুল ইসলাম বলেন, মহাপরিচালক পর্যায়ের বৈঠকে দুই পক্ষের মধ্যে ভারতের জাতীয় নাগরিক নিবন্ধন (এনআরসি) নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। নাগরিকত্ব আইনটি পাস হওয়ার পর নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ৪৪৬ জন বাংলাদেশে এসেছেন। বিজিবি মহাপরিচালকের দাবি, ৪৪৬ জনই বাংলাদেশের নাগরিক। তাঁরা অনুপ্রবেশকারীদের তথ্য যাচাই—বাছাইয়ের পর এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছেন। অনুপ্রবেশ নিয়ে কোনো প্রস্তুতি আছে কি না, জানতে চাইলে তিনি বলেন, বিজিবি অবৈধভাবে কাউকে সীমান্ত অতিক্রম করতে দেবে না, ঢুকতেও দেবে না।

চলতি বছর সীমান্তে বিগত কয়েক বছরের তুলনায় বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। বিএসএফের প্রতিশ্রুতি ছিল প্রাণঘাতী অস্ত্র সীমান্তে ব্যবহার হবে না।

কিন্তু এখন কি সে রকম অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে এমন প্রশ্নের জবাবে সাফিনুল ইসলাম বলেন, ভারতের কাছে তাঁরা এ বিষয়ে উদ্বেগ জানিয়েছেন। অপর এক প্রশ্নের জবাবে বিজিবি পরিচালক বলেন, মায়ানমার সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হচ্ছে। তা ছাড়া সীমান্ত সুরক্ষার জন্য ইউক্রেন থেকে অত্যাধুনিক ১৪টি অস্ত্র কেনার কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। গত ২৫ থেকে ৩০ ডিসেম্বর দিল্লিতে বিজিবি-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক সীমান্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠক সম্পর্কে সংবাদ সম্মেলন করেন বিজিবি মহাপরিচালক।

চাকমাঘাট খোয়াই ব্যারেজ প্রাঙ্গনে ২দিন ব্যাপী পৌষ মেলার প্রস্তুতি বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২ জানুয়ারি।। চাকমাঘাট খোয়াই ব্যারেজ প্রাঙ্গনে ২দিন ব্যাপী পৌষ মেলার প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত বৃহস্পতিবার তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির হল ঘরে। এই প্রস্তুতি বৈঠকে ছিলেন মেলা কমিটির কনভেনার শান্তনু বিকাশ দাস। এছাড়া ছিলেন খোয়াই জেলার জেলা সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা, তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন যমুনা দাস সহ অন্যান্যরা। চাকমাঘাটে পৌষমেলার প্রস্তুতি বৈঠকে তেলিয়ামুড়া মহকুমার সবক’টি দফতরের আধিকারিক সহ পঞ্চায়েত সচিবরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে গত বছরের পৌষ মেলার আয় ব্যায়ের হিসাবও পেশ করা হয়। এই বৈঠকে সবক’টি দফতর আধিকারিকদের মতামত নেওয়া হয়, যাতে সেই ঐতিহ্যবাহী পৌষ মেলাকে সুন্দরতম করে তোলার যায়। জাতি-উপজাতির মধ্যে মেলবন্ধনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে চাকমাঘাটের খোয়াই নদীর ব্যারেজ প্রাঙ্গণে এই পৌষ মেলার সূচনা করেছিলেন এমডিসি হরিমোহন দেববর্মা । এই মেলা দীর্ঘদিন ধরে ঐতিহ্য বজায় রেখে চলেছেন। এবছরও মেলার ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আগাম প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

ফের সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন পাকিস্তানের পুঞ্চে প্রত্যাঘাত ভারতের

জম্মু, ২ জানুয়ারি (হি.স.): সংঘর্ষ-বিরতি ভেঙে ফের আক্রমণ শানাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। বুধবার রাতে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার কৃষ্ণা ঘাঁটি সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গোলাগুলি বর্ষণ করে হামলা চালায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ বুধবার রাত ন’টা থেকে শুরু হয় গুলিবর্ষণ। শত্রুপক্ষকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীঊ পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেইঊ প্রায় দু’’ঘন্টা পর রাত এগারোটা নাগাদ থেকে যায় গোলাগুলি।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, বুধবার রাত ন’’টা থেকে পুঞ্চ জেলার কৃষ্ণা ঘাঁটি সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ছোট ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালানোর পাশাপাশি মর্টারও নিক্ষেপ করে পাক সেনাবাহিনীঊ প্রত্যুত্তরে পাক সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় ছয়ের পাতায় দেখুন

কাঞ্চনবাড়ি স্কুলে এনএসএসের বিশেষ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। এক সংক্ষিপ্ত আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাণবন্ত উপস্থিতিতে বৃহস্পতিবার থেকে ঊনকোটি জেলার কাঞ্চনবাড়ি ধনসিংহ চৌধুরী মেমোরিয়াল ইংরেজি মাধ্যম দ্বাদশ স্কুলে সূচনা হলো এনএসএস এর বিশেষ শিবিরের। আগামী ৮ই জানুয়ারি পর্যন্ত সাত দিন ব্যাপী চলবে এই শিবির। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে প্রথম দিনের শিবিরের সূচনা করেন এলাকার বিধায়ক সুধাংশু দাস। উদ্বোধকের ভাষণে বিধায়ক এনএসএর দ্বারা আয়োজিত এই ধরনের শিবিরের প্রশংসা করেন এবং এর গুরুত্ব তুলে ধরেন ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে। এনএসএস-এর মূল শ্লোগান আমি আমার জন্য নই, আমি আপনার জন্য— সেদিকে লক্ষ্য রেখেই এনএসএস ভলান্টিয়ারদের কাজ করার আহ্বান জানান বিধায়ক। প্রদীপ প্রজ্বলন শেষে এনএসএসের পতাকা উত্তোলন করেন ঊনকোটি জেলার সভাধিপতি অমলেন্দু দাস। সাত দিনব্যাপী এনএসএসএর বিশেষ ক্যাম্পিং এ রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্য শিবির, প্লাস্টিক দূষণ বন্ধ, ট্রাফিক আইনের উপর সচেতনতা বাড়ানো সহ বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে বিদ্যালয়ের এনএসএস টিম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রজ্ঞাজ্যোতি চাকমা, এনএসএস প্রোগ্রাম অইফসার কমলাকান্ত সিনহা সহ অন্যান্য অতিথিরা। শিবিরকে ঘিরে বেশ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে।

শ্রী শ্রী গোরক্ষনাথ যোগাশ্রম সংঘের কদমতলা শাখার উদ্যোগে দু’’দিনব্যাপী শিবের উপাসনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২ জানুয়ারি।। মহাযোগী শ্রী শ্রী গোরক্ষনাথ যোগাশ্রম সংঘের কদমতলা শাখার উদ্যোগে দু’’দিনব্যাপী শিবের উপাসনা ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয় কদমতলা কালাচাঁদ আশ্রমে।দু’’দিনব্যাপী ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সামাজিক কর্মসূচিও অনুষ্ঠিত হয় আশ্রম প্রাঙ্গণে। গত বুধবার সকাল দশটায় কদমতলা প্রাথমিক হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণের মধ্য দিয়ে তাদের সামাজিক কর্মসূচি শুরু হয়। তারপর দিনব্যাপী বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলতে থাকে আশ্রমে।পরদিন বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই আশ্রমের ভক্তদের মধ্যে উপনয়ন এবং দীক্ষা প্রদান করা হয়। মোট ১০৫ জন ভক্ত দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাদের দীক্ষাদান করেন উড়িষ্যা কেয়ার ব্যাংকের মোহন্ত স্বামী শিবনাথজী মহারাজ। এই বছরের অনুষ্ঠান ৩৫ তম বছরে পদার্পণ করেছে। মূলতঃ অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল শিবের উপাসনা ও দিনব্যাপী ধর্মসভা। সমস্ত জেলা থেকে অগণিত ভক্তের সমাগম ঘটে আশ্রম প্রাঙ্গণে। পরিশেষে দরিদ্রদের মধ্যে শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ করা হয়। মহাপ্রসাদও বিতরণ করা হয়।এই অনুষ্ঠানের সভাপতি জয়ন্ত কুমার নাথ জানান আগামী বছর আরও দ্বিগুন আকারে তাদের এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। সর্বোপরি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ধর্মপ্রাণ মানুষদের মধ্যে ছিল ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা।

কলসীমুখে ধামাদ্বীপা স্কুলের প্রথম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, জোলাইবাড়ি, ২ জানুয়ারি।। বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টা নাগাদ শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত কলসীরমুখ বাজার সংলগ্ন এলাকায় ধামাদ্বীপা স্কুলে প্রথম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রেবতী মোহন ত্রিপুরা। ধামাদ্বীপা বিদ্যালয়টি আজ থেকে ঠিক ১ বছর আগে শুরু হয়েছে। বর্তমানে বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা ৮১ জন। বৃহস্পতিবার এই বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে শুভ সূচনা করেন পূর্ব ত্রিপুরা আসনের সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা। অনুষ্ঠানে উদ্বোধকের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ে ফাউন্ডার, জোলাইবাড়ি ব্লকের বি এস সি চেয়ারম্যান অংকীয় মগ চৌধুরী, কলসী পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন অশোক কুমার মগ, বিশিষ্ট সমাজসেবী তমাল বৈদ্য ও অন্যান্য সম্মানিত অতিথিবৃন্দ। অনুষ্ঠানে খুদে শিশু শিল্পীদের দ্বারা বিভিন্ন ধরনের নিত্য পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তাদের বক্তব্য শেষে সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা সংবাদ মাধ্যমের সামনে এলাকার সার্বিক উন্নয়ন ও বিদ্যালয়ের উন্নয়ন সম্পর্কে কিছু পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক সহ স্থানীয় মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

মুঙ্গিয়াকামীতে পানীয় জলের সংকট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। যেকোন প্রাণী বেঁচে থাকার প্রথম অবলম্বন হল জল। স্বাধীনতার দীর্ঘবছর পেরিয়ে গেলেও পাহাড়ে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌছাঁয়নি। এটা উপজাতি অংশের মানুষজনের মধ্যে অনেকটা অভিশপ্তের মতো। প্রত্যন্ত এলাকার উপজাতি গিরিবাসীরা শুখা মরশুম আর বর্ষাকাল সর্বদা ছড়ার অপরিশোধিত জলের উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে। রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় পট পরিবর্তন হলেও তাদের দুঃখ দর্দশা গোছেনি বিন্দুমাত্রও। ওইসব উপজাতিরা বর্তমানেও সমস্যাদীর্ন অবস্থায় বিরাজমান। যার ফলে প্রত্যন্ত এলাকার উপজাতি গিরিবাসীদের মধ্যে জল বাহিত রোগ ও মারণ

ছয়ের পাতায় দেখুন

কোটায় শিশুমৃত্যু নিয়ে প্রিয়াঙ্কাকে তোপ মায়ার

লখনউ, ২ জানুয়ারি (হি.স.) : কংগ্রেস শাসিত রাজস্থানে ১০০ শিশুর মৃত্যু নিয়ে দলের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরার নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বহুজন সমাজ পার্টির সুপ্রিমো মায়াবতী।

বৃহস্পতিবার নিজের ট্যুইটবার্তায় মায়াবতী লেখেন, গত এক মাসে কংগ্রেস শাসিত রাজস্থানের কোটা জেলায় বহু মায়ের কোল খালি করে ১০০ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বেদনাদায়ক এই ঘটনায় এখনও উদাসীন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। রাজস্থান সরকারের দায়িত্ব জ্ঞানহীনতার নিন্দা করেছেন তিনি।

অপর একটি ট্যুইটে বিএসপির ‘বেহেনজি’ মায়াবতী লিখেছেন, ’’কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব বিশেষ করে দলের সহ-সম্পাদিকার নীরবতা বড়ই বেদনার। ভাল হত তিনি যদি সন্তান হারা মায়েদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করত। কারণ তার দলেরই অবহেলার জন্য বহু মায়ের কোল খালি হয়ে গিয়েছে।’’

মায়াবতী ট্যুইটে দাবি করেন যে উত্তরপ্রদেশে নির্যাতিতা পরিবারের সঙ্গে সাধারণ সম্পাদিকার (প্রিয়াঙ্কার) দেখা করার মধ্যে রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে রাজস্থানের কোটার জে কে লোন প্রসূচি এবং শিশু হাসপাতালে বিগত এক মাসের মধ্যে ১০০ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মৃতের পরিবারের দাবি হাসপাতালের চিকিৎসার পরিকাঠামো অপর্যাপ্ত। এমন চিকিৎসকেরও অভাব রয়েছে।

আরও দামি পেট্রোল ও ডিজেল, মধ্যবিত্তের মাথায় হাত

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২ জানুয়ারি (হি.স.): মধ্যবিত্তের দুঃশ্চিন্তা বাড়িয়ে আরও দামি হল পেট্রোল-ডিজেলঊ কমছে না, বরং দিন দিন পেট্রোল-ডিজেলের দাম বেড়েই চলেছেঊ পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতায়, বৃহস্পতিবার ০.০৮ পয়সা বেড়েছে পেট্রোলের দামঊ ঊর্ধমুখী ডিজেলের দামওঊ ০.০৮ পয়সা বেড়ে বৃহস্পতিবার কলকাতায় লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম এখন ৭৭.৮৭ টাকা এবং ০.১১ পয়সা বেড়ে ডিজেলের দাম হল ৭০.৪৯ টাকাঊ

শুধু কলকাতা নয়, একই অবস্থায় দেশের অন্যান্য মেট্রো শহরেওঊ রাজধানী দিল্লিতে পেট্রোল-ডিজেলের বর্ধিত দাম হল, যথাক্রমে ৭৭.২৫ টাকা প্রতি লিটার (০.১১ পয়সা বৃদ্ধি) এবং ৬৮.১০ টাকা প্রতি লিটার (০.১৪ পয়সা বৃদ্ধি)ঊ পাশাপাশি বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ে পেট্রোল-ডিজেলের দাম বেড়ে হল, যথাক্রমে ৮০.৮৭ টাকা প্রতি লিটার এবং ৭১.৪৩ টাকা প্রতি লিটারঊ টানা দাম বেড়েই চলেছে পেট্রোল ও ডিজেলের। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে কপালের ভাঁজ।

ক্যান্সার-যুদ্ধে পরাজয়, প্রয়াত প্রবীণ এনসিপি নেতা ডি পি ত্রিপাঠী

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি (হি.স.): মারণ-রোগের সঙ্গে লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত হেরেই গেলেন। প্রয়াত হলেন প্রবীণ এনসিপি নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ ডি পি ত্রিপাঠীঊ দীর্ঘ দিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন এনসিপি নেতা ডি পি ত্রিপাঠী। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনিঊ মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৬৭ বছরঊ পরিবার সূত্রের খবর, ক্যান্সার আক্রান্ত এনসিপি নেতা ডি পি ত্রিপাঠী দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেনঊ বৃহস্পতিবার জীবনাবসান হয়েছে তাঁর।

ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি)-র সাধারণ সম্পাদক তথা প্রাক্তন ছাত্র নেতা ডি পি ত্রিপাঠীর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ এনসিপি নেতৃত্বঊ এনসিপি নেত্রী সুপ্রিয়া সুলে টুইট করেছেন, ‘শ্রী ডি পি ত্রিপাঠীর প্রয়াণে শোকস্তব্ধঊ আমাদের সকলের পথ প্রদর্শক এবং পরামর্শদাতা ছিলেন তিনিঊ’ এনসিপি-র সাধারণ সম্পাদক ডি পি ত্রিপাঠী জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯৫৪ সালের ৬ জানুয়ারি, উত্তর প্রদেশের সুলতানপুরেঊ তিনি জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টস ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ইরানে ৫.৮ তীব্রতার ভূমিকম্প, হতাহতের খবর নেই

তেহরান, ২ জানুয়ারি (হি.স.): শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ইরান। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৫.৮ঊ ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকা সত্ত্বেও, বৃহস্পতিবারের ভূকম্পনে ক্ষয়ক্ষতি অথবা হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নিঊ তবে, আতঙ্কিত হয়ে পড়েন কম্পন অনুভূত অঞ্চলের মানুষজন।

বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় অনুযায়ী ভোররাত ৪.৩০ মিনিট নাগাদ আফগান সীমান্তবর্তী সাঙ্গান শহরে শক্তিশালী ভূকম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৫.৮ঊ ভূমিকম্পের উৎস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ৮ কিলোমিটার (৫ মাইল) গভীরেঊ কম্পন অনুভূত হওয়া মাত্রই আতঙ্কে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসেন মানুষজনঊ প্রশাসন সূত্রের খবর, ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি অথবা হতাহতের কোনও খবর নেই।

গুরু গোবিন্দ সিং স্মরণে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি (হি.স.) : দশম শিখগুরু গোবিন্দ সিং-এর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

বৃহস্পতিবার নিজের ট্যুইটবার্তায় অমিত শাহ জানিয়েছেন, ‘অবিচার এবং অরাজকতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন দশম শিখগুরু গোবিন্দ সিং।’ গোবিন্দ সিং-এর প্রতি নিজের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়েছেন তিনি।

কেন্দ্রীয় অসামরিক পরিবহণমন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী নিজের ট্যুইটবার্তায় লিখেছেন, আধ্যাত্মিক, দার্শনিক নেতা হওয়ার পাশাপাশি যোদ্ধা ছিলেন। খালসা পন্থ গড়ে তিনি শিখদের সংঘবদ্ধ করেছিলেন। এর আগে দশম শিখগুরুর প্রকাশ পর্ব (জন্মজয়ন্তী) উপলক্ষ্যে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গুরুগোবিন্দ সিং-এর জন্মস্থান পাটনা সাহেবে গিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার।

উল্লেখ করা যেতে পারে, মুঘল সাম্রাজ্যের দমনপীড়ন নীতির বিরুদ্ধে শিখদের সংঘবদ্ধ করে সশস্ত্র ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন গুরু গোবিন্দ সিং। প্রবল প্রতাপশালী মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছেন। মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিজের সন্তানদের এগিয়ে দিয়েছিলেন। সোয়া লক্ষ সেনার বিরুদ্ধে এক বীরের লড়াইয়ের তাঁর রণহুঙ্কার আজও প্রাসঙ্গিক। বর্তমান প্রজন্মকেও তাঁর এই রণহুঙ্কার উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত করে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।